বুখারী শরীফ
পঞ্চম খন্ড
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯৩/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·১২৪১
ISBN : 984-06-0525-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০০৩
ফাল্গুন ১৪০৯
মহররম ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৪৮.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (5TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
March 2003

Price : Tk 148.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্	সদস্য
৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	ঐ
৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	ঐ
৬. মাওলানা রূহুল আমিন খান	ঐ
৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৪. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৫. মাওলানা ইমদাদুল হক	ঐ
৬. মাওলানা আবদুল মান্নান	ঐ
৭. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা	সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)—এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুলক্রটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুলক্রটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

كِتَابُ الصُّلْحِ

সন্ধি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الصُّلْحِ

অধ্যায় ঃ সন্ধি

١٦٧٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالىٰ : لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ الاية وَخُرُوْجِ الْاِمَامِ اِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِاَصْحَابِهِ

১৬৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে....... শেষ পর্যন্ত। (৪ ঃ ১১৪) মানুষের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে সঙ্গীদের নিয়ে ইমামের স্থানে যাওয়া

٢٥// حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ

حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ حَتّٰى اَكْثَرُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَرَاءَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ فَاَمَرَهُ يُصَلِّىْ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى دَخَلَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِكُمْ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهٖ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ الْتَفَتَ ، يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ

২৫১১ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র)......... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আম্‌র ইব্ন আউফ গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। তাই নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের একটি জামাআত নিয়ে তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে গেলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু নবী ﷺ মসজিদে নববীতে এসে পৌঁছেন নি। বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন, কিন্তু নবী ﷺ তখনও এসে পৌঁছেন নি। পরে বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন, নবী ﷺ কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামত করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর।' তারপর বিলাল (রা) সালাতের ইকামত বললেন, আর আবু বকর (রা) এগিয়ে গেলেন। পরে নবী ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল এবং তা অধিক মাত্রায় দিতে লাগল। আবু বকর (রা) সালাত অবস্থায় কোন দিকে তাকাতেন না, কিন্তু (হাততালির কারণে) তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, নবী ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন। নবী ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় আগের ন্যায় সালাত আদায় করে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পেছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন নবী ﷺ আগে বেড়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং সালাত সমাপ্ত করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোক সকল! সালাত অবস্থায় তোমাদের কিছু ঘটলে তোমার হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেওয়া মহিলাদের কাজ। সালাত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা, এটা শুনলে কেউ তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারতো না।' 'হে আবূ বকর ! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন সালাত আদায় করাতে তোমার কিসের বাধা ছিল ?' তিনি বললেন, 'আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য শোভা পায় না নবী ﷺ -এর সামনে ইমামত করা।

২৫১২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّيْ ، وَاللّٰهِ لَقَدْ أٰذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللّٰهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا - قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا مِمَّا انْتَخَبْتُ مِنْ مُسَدَّدٍ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَيُحَدِّثَ

২৫১২ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলা হলো, আপনি যদি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে একটু যেতেন (তবে ভালো হতো)। নবী ﷺ তার কাছে যাওয়ার জন্য গাধায় আরোহণ করলেন এবং মুসলিমগণ তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললো। আর সে পথ ছিল কংকরময়। নবী ﷺ তার কাছে এসে পৌছলে সে বলল, 'সরো আমার সম্মুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গাধা সুগন্ধে তোমার চাইতে উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে উঠল এবং উভয়ে একে অপরকে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলোঃ মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯ ঃ ৯) আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, 'মুসাদ্দাদ (র) বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদীস হাসিল করেছি।'

١٦٧٤. بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

১৬৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

২৫১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا

২৫১৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।

١٦٧٥. بَابُ قَوْلِ الْاِمَامِ لِاَصْحَابِهِ اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ

১৬৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ "চলো আমরা মীমাংসা করে দেই" সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি

٢٥١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَالِكَ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

২৫১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)........ সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুবা-এর অধিবাসীরা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'চল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।'

١٦٧٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَنْ يُّصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

১৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়। (৪ঃ১২৮)

٢٥١٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا اَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُوْلُ اَمْسِكْنِىْ وَاقْسِمْ لِىْ مَا شِئْتَ ، قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ اِذَا تَرَاضَيَا

২৫১৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا 'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে' (৪ঃ১২৮) এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতের লক্ষ্য হল, 'সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর মধ্যে বার্ধক্য বা

অন্য ধরনের অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে মনস্থ করে আর স্ত্রী এ বলে অনুরোধ করে যে, তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখ এবং যতটুকু ইচ্ছা আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর।' 'আয়িশা (রা) বলেন, 'উভয়ে সম্মত হলে এতে দোষ নেই।'

١٦٧٧. بَابٌ اِذَا اصْطَلَحُوْا عَلٰى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ

১৬৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য

٢٥١٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَقَالُوْا لِىْ عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

২৫১৬ আদম (র)......... আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবেক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।' তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্ মুতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুঈন বলল,'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্ত্রীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বললো, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে।' সব শুনে নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্ মুতাবেকই ফয়সালা করব। বাঁদী এবং বকরী পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।' আর অপরজনকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে (এবং সে স্ত্রী যদি স্বীকার করে) তাকে রাজম করবে।' উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

٢٥١٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِىُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

২৫১৭ ইয়াকুব ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)........ 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীয়াতে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর মাখরামী (র) ও আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবূ 'আউন, সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَاِنْ لَّمْ يَنْسُبْهُ اِلٰى قَبِيْلَتِهِ اَوْ نَسَبِهِ

১৬৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক লিখাতে হবে। গোত্র বা বংশের দিকে সম্বোধন না করলেও ক্ষতি নেই

٢٥١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلِىٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِىٍّ اُمْحُهُ فَقَالَ عَلِىٌّ مَا اَنَا بِالَّذِىْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ

২৫১৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সাথে) সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা চলবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই কিসের?' তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও।' আলী (রা) বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন রাসূলুলাহ্ ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে

সন্ধি করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান (جُلُبَّانُ السِّلاَحِ) ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞাসা করল, جُلُبَّانُ السِّلاَحِ মানে কি? তিনি বললেন, 'জুলুব্বান' অর্থ ভিতরে তরবারীসহ খাপ।'

২৫১৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لاَ نُقِرُّبِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ لٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ اِلاَّ فِى الْقِرَابِ وَاَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتْبَعَهُ وَاَنْ لاَ يَمْنَعَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمْ اِبْنَةُ حَمْزَةَ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُوْنَكِ اِبْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِىٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِىٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا وَهِىَ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِى وَقَالَ زَيْدٌ اِبْنَةُ اَخِىْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ لِعَلِىٍّ اَنْتَ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا

২৫১৯ উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে নবী ﷺ উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সাথে ফয়সালা করলেন যে, তিন দিন সেখানে অবস্থান করবেন। সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে মুসলিমরা লিখলেন, এ সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।' তারা (মুশরিকরা) বলল, 'আমরা তাঁর রিসালাত স্বীকার করি না। আমরা যদি একথাই মনে করতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল

তাহলে আপনাকে বাধা দিতাম না। তবে আপনি হলেন, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।' তারপর তিনি আলীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে (রাসূলুল্লাহ শব্দটি) কখনো মুছব না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন, 'এ সন্ধিপত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সম্পন্ন করেন–খাপবদ্ধ অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি বের করে দিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মক্কায় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' (সন্ধির শর্ত মুতাবেক) তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান থেকে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।' নবী ﷺ রওয়ানা হলেন। তখন হামযার মেয়ে হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চলল। আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, 'এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।' আলী, যায়দ ও জা'ফর তাকে নেওয়ার ব্যাপারে বির্তকে প্রবৃত্ত হলেন। আলী (রা) বললেন, 'আমি তার বেশী হক্‌দার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ (রা) বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।' এরপর নবী ﷺ খালার অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্থলবর্তিনী।' আর আলীকে বললেন, 'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' জাফরকে বললেন, 'তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর যায়দকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।'

١٦٧٩. بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَكُوْنُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ وَفِيْهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَاَسْمَاءَ وَالْمِسْوَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَشْيَاءَ : عَلٰى اَنَّ مَنْ اَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اِلَيْهِمْ وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ ، وَعَلٰى اَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَ الْقَوْسِ وَ نَحْوِهِ فَجَاءَ اَبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِيْ قُيُوْدِهِ فَرَدَّهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ مُوَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ اَبَا جَنْدَلٍ وَ قَالَ اِلاَّ بِجُلُبِّ السِّلاَحِ

১৬৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে সন্ধি। এ বিষয়ে আবূ সুফইয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তোমাদের ও পীতবর্ণীদের (রোমকদের) সাথে সন্ধি হবে। এ বিষয়ে সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ, আসমা ও মিসওয়ার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মূসা ইব্‌ন মাসঊদ (র)....... বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেছিলেন। তা হলো- মুশরিকরা কেউ (মুসলিম হয়ে) তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমদের কেউ (মুরতাদ হয়ে) তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। আর তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। কোষবদ্ধ অস্ত্র, তরবারী ও ধনুক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ইত্যবসরে আবূ জান্দাল (রা) শৃংখলিত অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর কাছে এল। তাকে তিনি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আবু আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, মুআম্মাল (র) সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আবু জান্দালের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি "কেবল কোষবদ্ধ তরবারী সহ" এটুকু উল্লেখ করেছেন

২৫২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ ، فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْا اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

২৫২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি উমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পছন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি উমরা করলেন এবং যেমন সন্ধি করেছিলেন তেমনিভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন।

২৫২১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ

২৫২১ মুসাদ্দাদ (রা)......... সাহল ইব্ন আবু হাসমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার সন্ধিবদ্ধ থাকাকালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল ও মুহাইয়াসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ (রা) খায়বার গিয়েছিলেন।

١٦٨٠. بَابُ الصُّلْحِ فِى الدِّيَةِ

১৬৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি

٢٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِىَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا الْاَرْشَ وَطَلَبُوْا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، قَالَ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْاَرْشَ

২৫২২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুবাইয়্যি বিনতে নাযর (রা) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ দাবী করল আর অপর পক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নবী ﷺ -এর কাছে এল। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইব্ন নাযর (রা) তখন বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রুবাইয়্যি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' তিনি বললেন, 'হে আনাস, আল্লাহ্র বিধান হল কিসাস।' তারপর বাদীপক্ষ রাযী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছেন যে, আল্লাহ্র নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফাযারী (র) হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা সম্মত হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল।

١٦٨١. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

১৬৮১. পরিচ্ছেদ ঃ হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর উক্তিঃ আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত আল্লাহ্ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ তোমরা তাদের উভয় দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও। (৪৯ ঃ ৯)

২৫২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ اسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِنِّى لَاَرٰى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّى حَتّٰى تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ اَىْ عَمْرُوْ اِنْ قَتَلَ هٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ مَنْ لِىْ بِاُمُوْرِ النَّاسِ مَنْ لِىْ بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِىْ بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ فَقَالَ اذْهَبَا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فَاَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلَا لَهُ وَاطْلُبَا اِلَيْهِ فَاَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ اِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ اَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِىْ دِمَائِهَا قَالَا فَاِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ اِلَيْكَ وَيَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِىْ بِهٰذَا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَاَلَهُمَا شَيْئًا اِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌّ اِلٰى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرٰى وَيَقُوْلُ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا صَحَّ عِنْدَنَا سِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ اَبِىْ بَكْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

২৫২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......... হাসান (বসরী) (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, হাসান ইব্ন আলী (রা) পর্বত সদৃশ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর মুখোমুখি হলেন। আম্র ইবন আস (রা) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন, আল্লাহ্র কসম! আর (মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস) (রা) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়া (রা) ছিলেন উত্তম

ব্যক্তি। 'হে 'আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে?' তারপর তিনি কুরায়শের বানূ আবদে শাম্স্ শাখার দু'জন আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-কে হাসান (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা উভয়ে এ লোকটির কাছে যাও এবং তাঁর কাছে (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।' তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) তাদের বললেন, 'আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে।' তারা উভয়ে বললেন, (মুআবিয়া (রা)) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব কে নিবে?' তারা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি।' এরপর তিনি তাদের কাছে যে সব প্রশ্ন করলেন, তারা (তার জওয়াবে) বললেন, 'আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।' তারপর তিনি তাঁর সাথে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (র) বলেন, আমি আবূ বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি, হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।' আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবূ বাকরা (রা) থেকে হাসানের শ্রুতি আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

١٦٨٢. بَابُ هَلْ يُشِيْرُ الْاِمَامُ بِالصُّلْحِ

১৬৮২. পরিচ্ছেদ ঃ আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُمَا ، وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِىْ شَىْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَاَلِّى عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ - فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَهُ اَىُّ ذَالِكَ اَحَبَّ

২৫২৪ ইসমাঈল ইব্ন আবূ উওয়াইস (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দরজায় বিবাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু'জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। একজন আরেকজনের কাছে ঋণের কিছু মাফ করে দেওয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর (কিছু সময় দেওয়ার) অনুরোধ

করছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, 'না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা করব না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে, সে লোকটি কোথায়? সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি। সে যা চাইবে তার জন্য তা-ই হবে।'

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ قَالَ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَأَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২৫২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)........ কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আল-আসলামীর কাছে তার কিছু মাল পাওনা ছিল। রাবী বলেন, একবার সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে ধরলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ চড়ে গেল। নবী ﷺ তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি যেন হাতের ইশারায় বলছিলেন, অর্ধেক (নাও)। তারপর তিনি তার পাওনার অর্ধেক নিলেন আর অর্ধেক ছেড়ে (মাফ করে) দিলেন।

١٦٨٣. بَابُ فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

১৬৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ফযীলত

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

২৫২৬ ইসহাক (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সাদ্‌কা রয়েছে। সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিদিন (অর্থাৎ প্রত্যহ) মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদ্‌কা।'

١٦٨٤ . بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

১৬৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا

اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاْىٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْاَنْصَارِىِّ فَلَمَّا اَحْفَظَ الْاَنْصَارِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْعٰى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِىْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ مَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ اِلاَّ فِىْ ذَالِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اَلْاٰيَةَ

২৫২৭ আবুল ইয়ামান (র)......... যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক আনসারীর সাথে বিবাদ করেছিলেন, যিনি বদরে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পাথরী যমীনের একটি নালা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তারা উভয়ে সে নালা থেকে পানি সেচ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইরকে বললেন, 'হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি সেচবে। তারপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দিবে।' আনসারী তখন রেগে গেল এবং বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আপনার ফুফুর ছেলে বলে (এ বিচার)?' এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার রঙ বদলে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'তুমি সেচ কর, তারপর পানি আটকে রাখ, বেষ্টনীর বরাবর পৌঁছা পর্যন্ত।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা)-কে তার পূর্ণ হক দিলেন। এর আগে যুবাইর (রা)-কে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যা আনসারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাগান্বিত করলে সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে যুবাইর (রা)-কে তিনি তার পূর্ণ হক দান করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা যে (আল্লাহ্র বাণী) ঃ কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫) আয়াতটি সে ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।'

١٦٨٥. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَاَصْحَابِ الْمِيْرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِىْ ذَالِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ اَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيْكَانِ فَيَأْخُذُ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَاِنْ تَوِىَ لِاَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

১৬৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন বাকী

আর একজন নগদ নিবে, তাতে কোন দোষ নেই। আর কারো মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে সে তার সাথীর নিকট দাবী করতে পারবে না

২৫২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوُفِّيَ أَبِيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيْهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلٰى أَبِيْ دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا فَقَالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا إِذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُوْنُ ذَالِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِيْ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ

২৫২৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যু হল, আর তার কিছু ঋণ ছিল। আমি তাঁর ঋণের বিনিময়ে পাওনাদারদের খেজুর নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। তাতে ঋণ পরিশোধ হবে না বলে তারা তা নিতে অস্বীকার করল। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয়ে তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, খেজুর পেড়ে মাচায় রেখে রাসূলুল্লাহ্কে খবর দিও। (যথা সময়ে) তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। তিনি খেজুর স্তূপের পার্শ্বে বসলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। পরে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক এবং তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। তারপর আমার পিতার পাওনাদারদের কেউ এমন ছিল না যার ঋণ পরিশোধ করিনি। এরপরও (আমার কাছে) তের ওয়াসক[১] খেজুর উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সাত ওয়াসক (عَجْوَةٌ) মিশ্র খেজুর আর ছয় ওয়াসক (لَوْنٌ) নিম্নমানের খেজুর কিংবা ছয় ওয়াসক মিশ্র ও সাত ওয়াস'ক নিম্নমানের খেজুর। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে তা বললাম। তিনি হাসলেন এবং

১. এক ওয়াসক প্রায় ছয় মন।

বললেন, আবু বকর ও উমরের কাছে গিয়ে তা বল।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আগেই জানতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করার তা করেছেন, তখন অবশ্য এরূপই হবে।' হিশাম (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে (বর্ণনায়) আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আবু বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাসার কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি বর্ণনা করেছেন, (জাবির (রা) বলেছেন) আমার পিতা তাঁর যিম্মায় ত্রিশ ওয়াসক ঋণ রেখে মারা গিয়েছেন। ইবন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে যোহরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٦٨٦. بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

১৬৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা

٢٥٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضٰى بْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ

২৫২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় একবার তিনি ইবন আবু হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। এতে উভয়ের আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুজরার পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন আর কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) বললেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।'

كِتَابُ الشُّرُوْطِ

শর্তাবলী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الشُّرُوْطِ

অধ্যায় ঃ শর্তাবলী

١٦٨٧. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى الْاِسْلاَمِ وَالْاَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

১৬৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ, আহ্‌কাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জায়িয

٢٥٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ اَحَدٌ وَ اِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذَالِكَ وَ امْتَعَضُوْا مِنْهُ ، وَاَبٰى سُهَيْلٌ اِلاَّ ذَالِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى ذَالِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ اَبَا جَنْدَلٍ اِلَى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَاْتِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلاَّ رَدَّهُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَ اِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْأَلُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا اِلَيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِنَّ : اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ

فَانْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَات فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ الْاٰيَةِ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ اِلَى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ اَمْرَاةٍ قَطُّ فِيْ الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِهِ

২৫৩০ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র).......মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন, সেদিন (সুলহে হুদায়বিয়ার দিন) সুহাইল ইবন আমর যখন সন্ধিপত্র লিখলেন তখন সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি এরূপ শর্ত আরোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার কাছে আসলে সে আপনার দীন গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। মুমিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে ক্রুদ্ধ হলেন। সুহাইল এটা ছাড়া সন্ধি করতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে শর্ত মেনেই সন্ধিপত্র লেখালেন। সেদিন তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইব্ন আমরের কাছে ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তির মেয়াদের কালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিলো মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মুমিন মহিলাগণও হিজরত করে আসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইব্ন আবু মুয়ায়ত (রা) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন এসে তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে দাবী জানালো। কিন্তু তাঁকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছিলেনঃ মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না (৬০ ঃ ১০)। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের পরীক্ষা করে দেখতেন। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে সম্মত হতো তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু একথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু (মুখের) কথার মাধ্যমে বায়আত করেছেন।

٢٥٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৩১ আবু নুআইম (র)...... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণ কামনার শর্ত আরোপ করলেন।

٢٥٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৩২ মুসাদ্দাদ (র)....... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি, সালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে।

١٦٨٨. بَابُ اِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ

১৬৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা

٢٥٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

২৫৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা তার ফল পাবে, অবশ্য ক্রেতা শর্তারোপ করলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ সে পাবে।

١٦٨٩. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْبَيْعِ

১৬৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ اِلَى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ بَرِيْرَةُ اِلَى اَهْلِهَا فَاَبَوْا ، وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ

عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِيْ فَاَعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৫৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র).......আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) একবার তাঁর কাছে এসে তার চুক্তি পত্রের (অর্থ আদায়ের) ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন পর্যন্ত সে চুক্তির অর্থ কিছুই আদায় করেনি। আয়িশা (রা) তাকে বললেন, 'তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা যদি ইহা পছন্দ করে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তিপত্রের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব, আর তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তাই করব।' বারীরা (রা) তার মালিককে সে কথা জানালে তারা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সাওয়াব হাসিল করতে চান তবে করুন, তোমার ওয়ালা কিন্তু আমাদেরই থাকবে। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে খরীদ কর এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা সে-ই পাবে যে আযাদ করবে।'

١٦٩٠. بَابٌ اِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ اِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

১৬৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়িয

٢٥٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَا فَمَرَّ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ اِلَى اَهْلِيْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَاَرْسَلَ عَلٰى اِثْرِيْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ لِاٰخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَالِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ فَبِعْتُهُ عَلٰى اَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتّٰى تَرْجِعَ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ

تَبَلَّغْ عَلَيْهِ اِلٰى اَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُوْنُ اُوْقِيَّةً عَلٰى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَاَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ اُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ ، وَقَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمَائَتَىْ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ اَحْسِبُهُ قَالَ بِاَرْبَعِ اَوَاقٍ وَقَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِىِّ بِوَقِيَّةٍ اَكْثَرُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاِشْتِرَاطُ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ عِنْدِىْ

২৫৩৫ আবু নুআইম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) আঘাত করে সেটির জন্য দুআ করলেন। ফলে উটটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন দ্রুত চলেনি। তারপর তিনি বললেন, 'এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার কাছে বিক্রি কর।' আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'এটি আমার কাছে এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।' তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার স্বজনের কাছে পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। তারপর উট নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। তারপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, 'তোমার উট নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এটি তোমারই মাল।' শু'বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটটির পেছনে মদীনা পর্যন্ত আমাকে সওয়ার হতে দিলেন। ইসহাক (র) জারীর (র) সূত্রে মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, 'মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সাওয়ার হওয়ার অধিকার আমার থাকবে। 'আতা (র) প্রমুখ বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন) মদীনা পর্যন্ত তোমার তাতে সওয়ার হওয়ার অধিকার থাকবে। ইব্ন মুনকাদির (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত করেছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে পারবে। আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাকে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে দিলাম। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি পরিজনের কাছে পৌছবে। উবাইদুল্লাহ্ ও ইব্ন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এক উকিয়ার বিনিময়ে সেটি

খরীদ করেছিলেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) ওয়াহাব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্‌ন জুরাইজ (র) আতা (র) প্রমুখ সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,) আমি এটাকে চার দীনারের বিনিময়ে নিলাম। দশ দিরহামে এক দীনার হিসাবে তাতে এক উকিয়াই হয়। মুগীরা (র) শাবী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে এবং ইবন মুনকাদির ও আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় মূল্য উল্লেখ করেননি। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় এক উকিয়া স্বর্ণ উল্লেখ করেছেন। সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে আবূ ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মিকসাম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে দাউদ ইবন কায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেটি তাবুকের পথে খরীদ করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। আবূ নাযরা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সেটি বিশ দীনারে খরীদ করেছেন। তবে শাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত, এক উকিয়াই অধিক বর্ণিত। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, (রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রকমের হলেও) শর্ত আরোপ কৃত রিওয়ায়েতই অধিক সূত্রে বর্ণিত এবং আমার মতে এটাই অধিক সহীহ।

١٦٩١. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمُعَامَلَةِ

১৬৯১. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী

٢٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالَ تَكْفُوْنَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

২৫৩৬ আবুল ইয়ামান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন।' তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে আর তোমাদের আমরা ফলের অংশ দিব।' তারা (মুহাজিরগণ (রা)) বললেন, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।'

٢٥٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَ يَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৫৩৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার (-এর ভূমি) ইয়াহুদীদেরকে দিলেন এ শর্তে যে, তারা তাতে কাজ করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তারা তার অর্ধেক পাবে।

١٦٩٢. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ اِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ وَلَكَ مَا اشْتَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ

১৬৯২ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী। উমর (রা)...... বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তারোপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছ, তাই তোমার প্রাপ্য। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তার এক জামাতার কথা বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করেছে

٢٥٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْابِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

২৫৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।

١٦٩٣ . بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৬৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ চাষাবাদের শর্তাবলী

٢٥٣٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنُهِيْنَا عَنْ ذَالِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ

২৫৩৯ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)......... রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরা অধিক শষ্য ক্ষেতের মালিক ছিলাম। তাই আমরা ক্ষেত বর্গা দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের তা করতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে দিতে নিষেধ করা হয়নি।

١٦٩٤. بَابُ مَالَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى النِّكَاحِ

১৬৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ اِنَاءَهَا

২৫৪০ মুসাদ্দাদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। আর তোমরা (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করবে না। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপরে দাম না বাড়ায় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের (বিয়ের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের চেষ্টা না করে, যেন তার পাত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

١٦٩٥. بَابُ الشُّرُوْطِ الَّتِىْ لاَتَحِلُّ فِى الْحُدُوْدِ

১৬৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا قَالاَ اِنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِاَمْرَاَتِهِ وَاِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاَءَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ فَسَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلَى ابْنِىْ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَنَّ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ

مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اُغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَمَهَا

২৫৪১ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)......... আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক ফয়সালা করুন।' তখন তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় সমঝদার সে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করুন এবং আমাকে (ঘটনাটি খুলে বলার) অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'বল'। সে বলল, আমার ছেলে এর কাছে মজুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রাজম প্রযোজ্য। তখন আমি তাকে (ছেলেকে) একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। পরে আমি আলিমদের জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর স্ত্রীর দণ্ড রাজম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। বাঁদী এবং একশ' বকরী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর তোমার ছেলের দণ্ড একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনায়স। আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম করবে। (রাবী বলেন) উনায়স (রা) পরদিন সকালে সে স্ত্রীলোকের কাছে গেলেন। সে যিনার অপরাধ স্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রাজম করা হল।

١٦٩٦ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ اِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلٰى اَنْ يُعْتَقَ

১৬৯৬ পরিচ্ছেদ ঃ মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জায়িয

٢٥٤٢ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اشْتَرِيْنِيْ فَاِنَّ اَهْلِيْ يَبِيْعُوْنِيْ فَاَعْتِقِيْنِيْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ اِنَّ اَهْلِيْ لاَ يَبِيْعُوْنِيْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِيْ قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ فَسَمِعَ ذَالِكَ النَّبِيُّ ﷺ اَو بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَاْنُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَا شَاؤُا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَاَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ

২৫৪২ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার কাছে এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে খরীদ করুন। কারণ আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তারপর আমাকে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, 'বেশ, বারীরা বলল, 'ওয়ালার অধিকার মালিকের থাকবে- এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না।' তিনি বললেন, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। পরে নবী ﷺ তা শুনলেন। কিংবা (রাবীর বর্ণনা) তাঁর কাছে সে সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপার কী? এবং বললেন, তাকে খরীদ কর। তারপর তাকে আযাদ করে দাও। তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর আমি তাকে খরীদ করলাম এবং আযাদ করে দিলাম। তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে, তারা শত শর্ত আরোপ করলেও।

١٦٩٧. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الطَّلاَقِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ الْحَسَنُ وَ عَطَاءٌ اِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ اَوْ اَخَّرَ فَهُوَ اَحَقُّ بِشَرْطِهِ

১৬৯৭ পরিচ্ছেদ ঃ তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী। ইব্ন মুসাইয়িব, হাসান ও আতা (র) বলেন, তালাক প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক, তা শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য

٢٥٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّىْ وَاَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلاَعْرَابِىِّ وَاَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا ، وَاَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ + تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ نُهِىَ وَقَالَ اٰدَمُ نُهِيْنَا وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهٰى

২৫৪৩ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মাল খরীদ করতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন লোক যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে)। মুআয ও আবদুস সামাদ (র) শু'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র)-এর অনুসরণ করেছেন। গুনদার ও আবদুর রহমান (র) نُهِىَ বলেছেন এবং আদম (র) বলেছেন, نُهِيْنَا আর নাযর ও হাজ্জাজ ইবন মিনহাল বলেছেন, نَهٰى।

١٦٩٨. بَابُ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৬৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ লোকদের সাথে মৌখিক শর্তারোপ

٢٥٤٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهٖ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى نِسْيَانًا وَالْوُسْطٰى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تُوَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ

২৫৪৪ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (রা)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল মূসা (আ) বলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। (এ প্রসঙ্গে খিযির (আ)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেন যা তিনি মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন), আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না? (মূসা (আ)-এর আপত্তি) প্রথমটি ছিল ভুলবশত, দ্বিতীয়টি শর্ত স্বরূপ, তৃতীয়টি ইচ্ছাকৃত। মূসা (আ) বললেন, আপনি আমার ভুলের কারণে আমার দোষ ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাঁরা উভয়ে এক বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিযির (আ) তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর এগিয়ে তাঁরা পতনোম্মুখ একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযির (আ) প্রাচীরটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আয়াতের (وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ) এর স্থলে اَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়েছেন।

١٦٩٩. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْوَلَاءِ

১৬৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'ওয়ালা'[১]-এর অধিকার লাভের শর্ত আরোপ

٢٥٤٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِىْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِىْ كُلِّ

عَامٍ أُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ اِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَعُدُّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِيْ ، فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبُوْ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّى قَدْ عَرَضْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৫৪৫ ইসমাঈল (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিকের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার এক চুক্তি করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে। তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আয়িশা (রা) বললেন, তারা যদি এ শর্তে রাযী হয় যে, আমি তাদের সমস্ত প্রাপ্য এক সাথে দিয়ে দিই এবং তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তা করব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে তাদের একথা বলল; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। তারপর বারীরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছি, ওয়ালার অধিকার তাদের জন্য না হলে, এতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নবী ﷺ শুনলেন এবং আয়িশা (রা)-ও তাঁকে অবহিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি বারীরাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার অধিকারের শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালা অধিকার তো তারই যে আযাদ করবে। আয়িশা (রা) তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, 'লোকদের কি হল যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই? আল্লাহ্র কিতাবের বহির্ভূত যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও শত শর্ত আরোপ করা হয়। আল্লাহ্র ফয়সালা যথার্থ ও তাঁর শর্ত সুদৃঢ়। ওয়ালা তো তারই যে আযাদ করে।'

١٧٠٠. بَابٌ اِذَا اشْتَرَطَ فِى الْمُزَارِعَةِ اِذَا شِئْتُ اَخْرَجْتُكَ

১৭০০. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব

٢٥٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَبُوْ غَسَّانَ الْكِنَانِىُّ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهْلُ

خَيْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ وَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ اِلٰى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُ هُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَاَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذَالِكَ اَتَاهُ اَحَدُ بَنِىْ اَبِى الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَالِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْبِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هٰذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ اَبِى الْقَاسِمِ ، قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ فَاَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَاَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَاِبِلاً وَعُرُوْضًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَالِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اخْتَصَرَهُ

২৫৪৬ আবূ আহ্মদ (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বারবাসীরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর হাত পা ভেঙ্গে দিল, তখন উমর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন আমরাও তোমাদের রাখব। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য খায়বার গমন করলে এক রাতে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর দু'টি হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কোন শত্রু নেই। তারাই আমাদের দুশমন। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উমর (রা) যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, তখন আবূ হুকায়ক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি আমাদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করবেন? অথচ মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সাথে বর্গাচাষের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে দেন।' উমর (রা) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি, তোমার কি অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে ছুটবে।' সে বলল, 'এ উক্তি তো আবুল কাসিম এর পক্ষ থেকে বিদ্রূপ স্বরূপ ছিল।' উমর (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ।' তারপর উমর

(রা) তাদের নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফসলাদি, মালপত্র, উট, লাগাম রশি ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়ায়াতটি হাম্মাদ ইবন সালামা (র)...... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

١٧٠١. بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْجِهَادِ وَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اَهْلِ الْحَرْبِ وَ كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৭০১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা

٢٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِيْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللّٰهِ مَا شَعَرَبِهِمْ خَالِدٌ حَتّٰى اِذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِيْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَاَلَحَّتْ ، فَقَالُوْا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ خَلاَتِ الْقَصْوَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَسْئَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَحُوْهُ وَشُكِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتّٰى صَدَرُوْا عَنْهُ ،

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ اِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِىُّ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ تِهَامَةَ ، فَقَالَ اِنِّىْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَىٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَىٍّ نَزَلُوْا اَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ اَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَاَضَرَّتْ بِهِمْ فَاِنْ شَاءُوْا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوْا بَيْنِىْ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاِنْ اَظْهَرْ ، فَاِنْ شَاءُوْا اَنْ يَدْخُلُوْا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا وَاِلاَّ فَقَدْ جَمُّوْا وَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى اَمْرِىْ هٰذَا حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِىْ ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ اَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَاُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ ، قَالَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى قُرَيْشًا ، قَالَ اِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلاً ، فَاِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لاَ حَاجَةَ لَنَا اَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَئٍ ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأىِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَىْ قَوْمِ اَلَسْتُ بِالْوَالِدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَوَ لَسْتُمْ بِالْوَلَدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِىْ قَالُوْا لاَ قَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّى اسْتَنْفَرْتُ اَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوْا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِاَهْلِىْ وَوَلَدِىْ وَمَنْ اَطَاعَنِىْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ قَالُوْا ائْتِهِ فَاَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ اَىْ مُحَمَّدُ اَرَاَيْتَ اِنِ اسْتَاصَلْتَ اَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِاَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ اَصْلَهُ قَبْلَكَ ، وَاِنْ تَكُنِ الْاُخْرٰى ، فَاِنِّى وَاللّٰهِ لَاَرٰى وُجُوْهًا ، وَاِنِّى لَاَرٰى اَشْوَابًا مِنَ

النَّاسِ خَلِيْقًا اَنْ يَفِرُّوْا وَيَدَعُوْكَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اُمْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ
اَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوْا اَبُوْ بَكْرٍ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ
لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ اَجْزِكَ بِهَا لَاَجَبْتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ
فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ
وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهْوٰى عُرْوَةُ بِيَدِهِ اِلٰى لِحْيَةِ النَّبِيِّ
ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ اَيْ غُدَرُ
اَلَسْتُ اَسْعٰى فِيْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا الْاِسْلَامَ فَاَقْبَلُ
وَاَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ ثُمَّ اِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ
ﷺ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِيْ
كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوْا اَمْرَهُ ، وَاِذَا
تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ ، وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ
وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَيْ
قَوْمِ وَاللّٰهِ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ، وَ وَفَدْتُ عَلٰى قَيْصَرَ وَكِسْرٰى وَالنَّجَاشِيِّ
وَاللّٰهِ اِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
مُحَمَّدًا ، وَاللّٰهِ اِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا
وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا اَمْرَهُ ، وَاِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى
وَضُوْئِهِ ، وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ
تَعْظِيْمًا لَهُ ، وَاِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ
مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ دَعُوْنِيْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا ائْتِهِ ، فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وَاَصْحَابِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فُلاَنٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ
فَابْعَثُوْهَا لَهُ فَبُعِثَتْ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ فَلَمَّا رَاَى ذَالِكَ قَالَ سُبْحَانَ
اللّٰهِ مَا يَنْبَغِىْ لِهٰؤُلاَءِ اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ قَالَ
رَاَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَاُشْعِرَتْ فَمَا اَرٰى اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَامَ
رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا اِئْتِهِ فَلَمَّا
اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ
النَّبِىَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ
فَاَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ سَهُلَ
لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
فَقَالَ : هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ
النَّبِىُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ : اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللّٰهِ
مَا اَدْرِىْ مَا هُوَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ
الْمُسْلِمُوْنَ : وَاللّٰهِ لاَ نَكْتُبُهَا اِلاَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ
ﷺ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا صَدَدْنَاكَ
عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلٰكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ
وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ
الزُّهْرِىُّ وَذَالِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْاَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ
اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ
فَنَطُوْفَ بِهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللّٰهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا اُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلٰكِنْ
ذَالِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ

وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِيْ قُيُوْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ اَسْفَلِ مَكَّةَ حَتّٰى رَمٰى بِنَفْسِهِ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ اَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ اَنْ تَرُدَّهُ اِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ، قَالَ فَوَاللّٰهِ اِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ اَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَجِزْهُ لِيْ قَالَ مَا اَنَا بِمُجِيْزٍ ذَالِكَ قَالَ بَلٰى فَافْعَلْ قَالَ مَا اَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ اَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُوْ جَنْدَلٍ اَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِيْ الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَسْتُ اَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِيْ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى فَاَخْبَرْتُكَ اَنَّا نَاتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ ، قَالَ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللّٰهِ اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى أَفَاَخْبَرَكَ اَنَّكَ تَاتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَالِكَ اَعْمَالاً قَالَ فَلَمَّا فَرِغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا

فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِىَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذَالِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذَالِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَاَوْا ذَالِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ حَتّٰى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ اِمْرَاَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِى الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ اِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَالْاُخْرٰى صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَاَرْسَلُوْا فِىْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِىْ جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَابِهِ حَتّٰى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوْا يَاْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِىْ وَاِنِّىْ لَمَقْتُوْلٌ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ قَدْ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِىْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ اَنْجَانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْلُ اُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ

فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَ اِلاَّ لَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ اِلاَّ اُعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ فَاَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللّٰهَ وَالرَّحِمَ ، لَمَّا اَرْسَلَ فَمَنْ اَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتّٰى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوْا اَنَّهُ نَبِىُّ اللّٰهِ وَلَمْ يُقِرُّوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ، وَبَلَغَنَا اَنَّهُ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنْ يَرُدُّوا اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لاَ يُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، اَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَيْنِ قُرَيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ وَبِنْتَ جَرْوَلِ الْخُزَاعِىِّ فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْاُخْرٰى اَبُوْ جَهْمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوْا بِاَدَاءِ مَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّى الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَاَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَاَمَرَ اَنْ يُعْطٰى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَّئِىْ هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ اِيْمَانِهَا ، وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرِ بْنِ اَسِيْدِ الثَّقَفِىَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِى الْمُدَّةِ ، فَكَتَبَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْاَلُهُ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

২৫৪৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)………. মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌছলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, 'খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে গোমায়ম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকে চল।' আল্লাহ্র কসম! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নবী ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন (তাকে উঠাবার জন্য) 'হাল-হাল' বলল, কাস্ওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হাতি বাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।' তারপর তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহ্র সম্মানিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।' এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নবী ﷺ তাদের পথ ত্যাগ করে হুদায়বিয়ার শেষপ্রান্তে অল্প পানিবিশিষ্ট কূপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে অল্প-অল্প পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র কসম, তখন পানি উপচে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পানি পান করলেন। এমন সময় বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা খুযাঈ তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে এল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আন্তরিক হিতাকাঙ্খী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইব্ন লুওয়াই ও আমির ইব্ন লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হুদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শাবক সহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি তো কারো সংগে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দুর্বল করে ফেলেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর জয়ী হই তাহলে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' বুদায়ল বলল, 'আমি আপনার বক্তব্য তাদের কাছে পৌছিয়ে দিব। এরপর বুদায়ল কুরাইশদের কাছে এসে বলল, আমি সেই লোকটির (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছে কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদের তা শোনাতে পারি।' তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, 'তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।' কিন্তু তাদের বিবেকবান লোকেরা বলল, 'তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, আমাদেরকে তা বল।' তারপর বুদায়ল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, সব তাদের শুনাল। তারপর উরওয়া ইব্ন মাসউদ উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, 'হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' উরওয়া বলল, 'তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' উরওয়া বলল, 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোন অভিযোগ আছে?' তারা বলল, না। উরওয়া বলল, তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাযবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। উরওয়া বলল, এই লোকটি তোমাদের কাছে একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তার কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নবী ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদায়লের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়া তখন বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। উরওয়া বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবূ বকর। উরওয়া বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম। রাবী বলেন, উরওয়া পুনরায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়িতে হাত দিত। তখন মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল একটি তরবারী ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ির দিকে তার হাত বাড়াতো মুগীরা (রা) তাঁর তরবারীর হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ি থেকে তোমার হাত হটাও। উরওয়া মাথা তুলে বলল, এ কে? লোকজন বললেন, মুগীরা ইব্‌ন শুবা। উরওয়া বলল, হে গাদ্দার! আমি কি তোমার গাদ্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি? মুগীরা (রা) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সংগে সংগে পালন করতেন। তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবীগণের কাছে এল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার কাছে কুরবানীর পশু নিয়ে আস। তারপর তার কাছে তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ্! এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরবানীর পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারত বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না। তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায ইব্ন হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, নবী ﷺ বললেন, এ হল মিকরায আর সে দুষ্ট লোক। সে নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্ন আম্র এল। মা'মার বলেন, ইকরিমা (র) সূত্রে আইয়ুব (র) আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহায়ল এল তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।' মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইব্ন আম্র এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। তারপর নবী ﷺ একজন লেখককে ডাকলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (লিখ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এতে সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! রাহমান কে - ? আমরা তা জানি না, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, লিখুন بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ. মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ছাড়া আর কিছু লিখব না। তখন নবী ﷺ বললেন, লিখ, بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ তারপর বললেন, এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ (এর তরফ থেকে)। তখন নবী ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল; কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার কর তবে লিখ, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ।' যুহরী (র) বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি আল্লাহ্র পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মান করার কোন কথা দাবী করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। তারপর নবী ﷺ বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা আমাদের ও কা'বা শরীফের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! আরববাসীরা যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে। তারপর লেখা হলো। সুহায়ল বলল, এ-ও লিখা হউক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবূ জানদাল

ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আম্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেবল এ লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি তা করব না। মিকরায বলল, আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবূ জানদাল (র) বলেন, হে মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহ্র রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতিত করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই আর আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হেয় হবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী।' আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এবছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবূ বকর। তিনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নন?' আবূ বকর (রা) বললেন, 'অবশ্যই।' আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? আবূ বকর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তবে কেন এখন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবূ বকর (রা) বললেন, 'ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি তাঁর রবের নাফরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ্র কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।' আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তার তাওয়াফ করব? আবূ বকর (রা) বললেন, অবশ্যই । কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে একথা কি তিনি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবূ বকর (রা) বললেন, 'তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।' যুহরী (র) বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফ্ফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।' রাবী বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না।' তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্র নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন।' সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হল যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে

লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ الْاٰيَةَ হে মুমিনগণ! মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিজরত করে আসলে, ...কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। ৬০ঃ১০। সেদিন উমর (রা) দু'জন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর স্ত্রী। তাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বিয়ে করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন আবূ বাসীর (রা) নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন)। তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌছে অবতরণ করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবূ বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসীর (রা) বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। তারপর লোকটি আবূ বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবূ বাসীর (রা) সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌছে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবূ বাসীর (রা)-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবূ বাসীর (রা) যখন একথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবূ জানদাল ইব্‌ন সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবূ বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবূ বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবী ﷺ-এর নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবূ বাসীরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)। তারপর নবী ﷺ তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এসময় আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন ঃ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ থেকে حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. পর্যন্ত। অর্থ ঃ তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত- তাদের থেকে বিরত রেখেছেন........ জাহেলী যুগের অহমিকা পর্যন্ত ৪৮ ঃ ২৬। তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ্‌র নবী বলে স্বীকার করেনি এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ মেনে নেইনি; বরং বায়তুল্লাহ্ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করেছিল। উকাইল (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন যে, আমার কাছে আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলিম মহিলাদের পরীক্ষা করতেন এবং আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন, মুসলমানগণ যেন মুশরিক স্বামীদের সে সব খরচ আদায় করে দেয়, যা তারা তাদের হিজরতকারী স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে এবং মুসলিমদের নির্দেশ দেন যেন তারা কাফির স্ত্রীদের আটকিয়ে না রাখে। তখন উমর (রা) তাঁর দুই স্ত্রী কুরায়বা বিন্‌তে আবূ উমায়্যা ও বিনতে জারওয়াল খুযায়ীকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর কুরায়বাকে মু'আবিয়া ও অপর জনকে আবূ জাহাম বিয়ে করে নেয়। তারপর কাফিররা যখন মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচকৃত অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করল, তখন নাযিল হল ঃ وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَئٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তোমরা তার বদলা নিবে। ৬০ ঃ ১১ বদলা হলঃ কাফিরদের স্ত্রী যারা হিজরত করে চলে আসে, তাদের কাফির স্বামীকে মাহর মুসলিমদের যা দিতে হয়, এ সম্বন্ধে নবী ﷺ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মুসলিমদের যে সব স্ত্রী চলে গেছে ঐ অর্থ তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দেয়। (যুহরী (র) আরো বলেন) এমন কোন মুহাজির রমণীর কথা আমাদের জানা নেই, যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে চলে গেছে। আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আবূ বাসীর ইব্‌ন আসীদ সাকাফী (রা) ঈমান এনে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নবী ﷺ-এঁর কাছে হিজরত করে চলে আসলেন। তখন আখনাস ইব্‌ন শারীক আবূ বাসীর (রা)-কে ফেরত চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٢. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُّسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ اِذَا اَجَلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ

১৭০২. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা। লায়স (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে ব্যক্তি জনৈক বানূ ইসরাঈলের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে তা দিল। ইবনে উমর (রা) এবং আতা (র) বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত করে নিলে তা জায়েয

١٧٠٣. بَابُ الْمُكَاتَبِ وَمَالاَ يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوْطِ الَّتِىْ تُخَالِفُ كِتَابَ اللّٰهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى الْمُكَاتَبِ شُرُوْطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

১৭০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতব প্রসংগে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহ্‌র পরিপন্থী তা বৈধ নয়। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) মুকাতব সম্পর্কে বলেন, গোলাম ও মালিকের মধ্যে সম্পাদিত শর্তই ধর্তব্য। ইব্‌ন উমর

অথবা উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের (কুরআনের) বিরোধী যে কোন শর্ত বাতিল তা শত শর্ত হলেও

٢٥٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلاَءُ لِىْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُهُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

২৫৪৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার কিতাবতের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (কিতাবতের সমুদয় প্রাপ্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিতে পারি এবং ওয়ালার অধিকার হবে আমার। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন, তিনি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই! যে এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, সে তার অধিকারী হবে না যদিও শত শর্ত আরোপ করে।'

١٧٠٤. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِى الْاِقْرَارِ وَالشُّرُوْطِ الَّذِىْ يَتَعَارَفُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَاِذَا قَالَ مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ اِرْحَلْ رِكَابَكَ فَاِنْ لَمْ اَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلٰى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِنْ لَمْ اٰتِكَ الْاَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِىْ اَنْتَ اَخْلَفْتَ فَقَضٰى عَلَيْهِ

১৭০৪. পরিচ্ছেদ ঃ শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসংগে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু' ব্যতীত একশ'? (তবে হুকুম কি হবে)। ইব্‌ন আওন (র) ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার (সওয়ারীর) কেরায়াদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী রাখ আমি যদি অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তুমি একশ' দিরহাম পাবে, কিন্তু সে গেলো না। কাযী শুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিনা চাপে নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তা তার উপর বর্তায়। ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে আইয়ুব (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করল এবং (ক্রেতা) তাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার কাছে না আসি তবে তোমার আমার মধ্যে কোন বেচা-কেনা নেই। তারপর সে এল না। তাতে কাযী শুরাইহ (র) ক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা খেলাপ করেছ। তাই তিনি ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

٢٥٤٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৫৪৯ আবুল ইয়ামান (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧٠٥. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْوَقْفِ

১৭০৫. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্তাবলী

٢٥٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَوْنٍ اَنْبَانِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنِّى اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُبِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا اَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ

عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً

২৫৫০ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি আদেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্ফে আবদ্ধ করতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদ্কা করতে পার।' ইব্ন উমর (রা) বলেন, 'উমর (রা) এ শর্তে তা সাদ্কা (ওয়াক্ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সাদ্কা করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহ্র রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে যথাবিহিত খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তারপর আমি ইব্ন সীরীন (র)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অসীয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় ঃ অসীয়াত

١٧٠٦. بَابُ الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ اِلٰى جَنَفًا جَنَفًا مَيْلاً مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ

১৭০৬. পরিচ্ছেদ ঃ অসীয়াত প্রসঙ্গে এবং নবী ﷺ -এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত আকারে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ তোমাদের অসীয়াত করার বিধান দেওয়া হল। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতামাতার জন্য,......... পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত। (২ ঃ ১৮০-১৮২) جَنَفًا অর্থ-ঝুঁকে যাওয়া পক্ষপাতিত্ব করা مُتَجَانِف ঐ ব্যক্তি, যে ঝুঁকে পড়ে, পক্ষপাতিত্ব করে।

٢٥٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَئٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না। মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনায় মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন। এ সনদে আমর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخِىْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৫৫২ ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস (র)......... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শ্যালক অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ইন্‌তিকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, তাঁর হাতিয়ার এবং সে জমি যা তিনি সাদ্‌কা করেছিলেন, তাছাড়া কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা কোন জিনিস রেখে যাননি।'

٢٥٥٣ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْصٰى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْ اُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ

২৫৫৩ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফরয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র কিতাবের (অনুযায়ী আমল করার) অসীয়াত করেছেন।

٢٥٥٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ قَالَتْ حَجْرِىْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِىْ حَجْرِىْ فَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ

২৫৫৪ আমর ইব্‌ন যুরারা (র)........ আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আয়িশা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আলী (রা) নবী ﷺ-এর ওয়াসী[১] ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তস্তুরি চাইলেন, তারপর আমার কোলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?'

١٧٠٧. بَابُ اَنْ يُتْرِكَ وَرَثَتَهُ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَتَكَفَّفُوْا النَّاسَ

১৭০৭. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয়

٢٥٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّه قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ اَيْدِيهِمْ وَاِنَّكَ مَهْمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتّٰى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَاَتِكَ وَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ ابْنَةٌ

২৫৫৫ আবু নু'য়াইম (র)....... সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করে, সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ্ রহম করুক ইব্‌ন আফ্‌রা-র উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসীয়াত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে

---

১. নবী ﷺ আলী (রা)-এর জন্য খিলাফতের অসীয়াত করেছিলেন।

যাওয়া শ্রেয়। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সাদ্‌কারূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। হয়ত আল্লাহ্ পাক তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ ছিল না।

١٧٠٨ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوْزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ اِلاَّ الثُّلُثَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

১৭০৮. পরিচ্ছেদ ঃ এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা। হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, যিম্মির (কাফির) জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়াত করা জায়িয নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যিম্মিদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী। (৫ ঃ ৪৯)

٢٥٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ اِلَى الرُّبْعِ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَبِيْرٌ اَو كَثِيْرٌ

২৫৫৬ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত (তবে ভাল হতো) কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশ।

٢٥٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِى النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ يَرُدَّنِىْ عَلٰى عَقِبِىْ قَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اُوْصِىَ وَاِنَّمَا لِىْ اِبْنَةٌ فَقُلْتُ اُوْصِىْ بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَو كَبِيْرٌ قَالَ فَاَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَالِكَ لَهُمْ

২৫৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র)...... আমির ইবন সা'দ (র)-এর পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে না নেন।'[১] তিনি বললেন, 'আশা করি আল্লাহ্ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার দ্বারা লোকদের উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, 'আমি অসীয়াত করতে চাই। আমার তো একটি মাত্র কন্যা রয়েছে।' আমি আরো বললাম, 'আমি অর্ধেক অসীয়াত করতে চাই।' তিনি বললেন, অর্ধেক অনেক বেশী। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আচ্ছা এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ বেশী বা তিনি বলেছেন বিরাট। সা'দ (রা) বলেন, এরপর লোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করতে লাগল। আর তা-ই বৈধ হলো।

١٧٠٩. بَابُ قَوْلِ الْمُوْصِىْ لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِىْ وَمَا يَجُوْزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

১৭০৯. পরিচ্ছেদ ঃ অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি ঃ তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জায়িয

٢٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِىْ مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ

২৫৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)........ নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মীণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্‌বা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ভাই সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে এই বলে অসীয়াত করেন যে, যামআর দাসীর ছেলেটি আমার ঔরসজাত। তাকে তুমি তোমার অধিকারে আনবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে নিয়ে নেন এবং বলেন, সে আমার ভাতিজা (আমার ভাই) আমাকে এর

১. অর্থাৎ আমি যেখান থেকে হিজরত করে চলে এসেছি আল্লাহ তাআলা যেন সেখানে আমার মৃত্যু না দেন।

ব্যাপারে অসীয়াত করে গেছেন। আব্‌দ ইব্‌ন যামআ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম হয়েছে। তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে আমার ভাইয়ের পুত্র এবং তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসীয়াত করে গেছেন। আব্‌দ ইব্‌ন যামআ (রা) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আব্‌দ ইব্‌ন যামআ, সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে, সে-ই সন্তানের অধিকারী। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারপর তিনি সাওদা বিন্‌তে যামআ (রা)-কে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটি থেকে পর্দা কর।' কেননা তিনি ছেলেটির সঙ্গে উত্‌বা-র সাদৃশ্য দেখতে পান। ছেলেটির আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখেনি।

١٧١٠ بَابٌ اِذَا اَوْمَأَ الْمَرِيْضُ بِرَأْسِهِ اِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

১৭১০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য

২৫৫৯ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اَبِىْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ اَفُلاَنٌ اَوْ فُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ ، فَاَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِىْءَ بِهٖ فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى اِعْتَرَفَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

২৫৫৯ হাস্‌সান ইবন আবু আব্বাদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তা তেঁথলে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এমন করেছে? কি অমুক, না অমুক ব্যক্তি? অবশেষে যখন সেই ইয়াহুদীর নাম নেওয়া হল তখন মেয়েটি মাথা দিয়ে ইশারা করল, হ্যাঁ। তারপর সেই ইয়াহুদীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সে স্বীকার করল। নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। সে মতে পাথর দিয়ে তার মাথা তেঁথলিয়ে দেয়া হলো।

١٧١١. بَابٌ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

১৭১১. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই

২৫৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذَالِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

২৫৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সেকালে) উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়াত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পছন্দ মোতাবেক এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠমাংশ, স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ, (না থাকলে) এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক, (থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

١٧١٢. بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৭১২. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় দান খায়রাত করা

٢٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

২৫৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সাদ্‌কা কোন্‌টি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তুমি দারিদ্রের আশংকা রাখ, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

١٧١٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ، وَيُذْكَرُ اَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ اُذَيْنَةَ اَجَازُوْا اِقْرَارَ الْمَرِيْضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ اَحَقُّ مَا يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ اٰخِرَ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكَمُ اِذَا اَبْرَاَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ ، وَاَوْصٰى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنْ لاَ

تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ اِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ اَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ اِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا اِنَّ زَوْجِيْ قَضَانِيْ وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ لِسُوْءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)। ৪ ঃ ১২ উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরাইহ, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইব্ন উযায়না (র) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তিকে বৈধ বলেছেন। হাসান (র) বলেন, দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হওয়া মানুষ যে স্বীকারোক্তি করে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ও হাকাম (র) বলেন, উত্তরাধিকারী যদি (মৃতের) ঋণ মাফ করে দেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। রাফি' ইব্ন খাদীজ (র) অসীয়াত করেন যে, যে সকল মাল ফাযারিয়া গোত্রের তার স্ত্রীর ঘরে আবদ্ধ রয়েছে, তা যেন বের করা না হয়। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুর সময় তার ক্রীতদাসকে বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি তবে তা বৈধ। শাবী (র) বলেন, যদি কোন স্ত্রী মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার হক আদায় করে দিয়েছেন এবং আমি তা নিয়ে নিয়েছি, তবে তা বৈধ। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়ারিস সম্পর্কে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে তার সম্বন্ধে কুধারণা হতে পারে। তারপর ইস্তিহসান করে বলেন যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আমানত, পুঁজি ও শরীকী ব্যবসা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি বৈধ। অথচ নবী ﷺ বলেছেন যে, তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা। কোন মুসলমানের মাল হালাল নয় ; কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামাত হল-তার নিকট কিছু আমানাত রাখা হলে সে তা খেয়ানাত করে। আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানাত তার হকদারের কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দিবে। ৪ ঃ ৫৮ এতে তিনি উত্তরাধিকারী কিংবা অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٥٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

২৫৬২ সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ আবূ রাবী' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

١٧١٤. بَابُ تَاوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَيُذْكَرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ اَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوْصِى الْعَبْدُ اِلَّا بِاِذْنِ اَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ

১৭১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে) ৪ ঃ ১১ এর ব্যাখ্যা। উল্লেখ রয়েছে যে, নবী ﷺ অসীয়াতের পূর্বে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হক্‌দারের কাছে ফিরিয়ে দিবে। ৪ ঃ ৫৮ কাজেই নফল অসীয়াত পূরণ করার আগে আমানত আদায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ স্বচ্ছলতা ব্যতীত সাদকা করতে নেই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অসীয়াত করবে না। নবী ﷺ বলেন, গোলাম তার মালিকের সম্পদের হিফাজতকারী

٢٥٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ، قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَابٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبٰى اَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَئِ فَيَابٰى اَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ

২৫৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে হাকীম। এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতীক্ষা কাতর অন্তরে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চাইতে উত্তম।' হাকীম (রা) বলেন, তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কিছু চাইব না। (কোন কিছু নেব না) এরপর আবূ বকর (রা) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহবান করেন, কিন্তু হাকীম (রা) তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারপর উমর (রা)-ও হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত গনীমতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন; হাকীম (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নবী ﷺ -এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি।

٢٥٦٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ

২৫৬৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, পুত্র তার পিতার সম্পদের দায়িত্ববান।

١٧١٥. بَابُ اِذَا وَقَفَ اَوْ اَوْصٰى لِاَقَارِبِهِ وَمَنِ الْاَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ اَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّىْ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَاُبَىٍّ مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ اِلٰى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا اِلٰى سِتَّةِ اٰبَاءٍ اِلٰى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا اَوْصٰى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ اِلٰى اٰبَائِهِ فِى الْاِسْلَامِ

১৭১৫. পরিচ্ছেদ ঃ যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা? সাবিত (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবূ তালহাকে বলেন, তুমি (তোমার বাগানটি) তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। তারপর তিনি বাগানটি হাস্সান ও উবাই ইব্ন কা'বকে দিয়ে দেন। আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে সাবিত (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, আবূ তালহা (রা) বাগানটি হাস্সান এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চাইতে তার নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবূ তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্সান এবং উবাই (রা)-এর সম্পর্ক ছিল এরূপঃ আবূ তালহা (রা) নাম-যায়দ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। (হাস্সানের বংশ পরিচয় হলোঃ) হাস্সান ইব্ন সাবিত ইব্ন মুন্যির ইব্ন হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি তৃতীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইব্ন আম্র ইব্ন যায়দ যিনি মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। অতএব

হাস্‌সান, আবূ তালহা ও উবাই (রা) ষষ্ঠ পুরুষে এসে আমর ইব্‌ন মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। কাজেই আম্‌র ইব্‌ন মালিক এসে হাস্‌সান, আবূ তালহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম বাপ-দাদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২৫৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِى طَلْحَةَ اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

২৫৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাই আবূ তালহা (রা) তার বাগানটি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দেন (২৬:২১৪)। তখন নবী ﷺ কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানূ ফিহ্‌র, হে বানূ আদী, তোমরা সতর্ক হও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলোঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬ ঃ ২১৪)। তখন নবী ﷺ বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়।

١٧١٦. بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِى الْاَقَارِبِ

১৭১৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

২৫৬৬ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَ هَا اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لَا

أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـئًا يَا بَنِيْ عَبْـدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسَ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِيْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْـئًا تَابَعَهُ أَصْـبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

২৫৬৬ আবুল ইয়ামান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা (আল্লাহ্র আযাব থেকে) আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যা! রাসূলুল্লাহ্র ফুফু, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (র) ইবন ওয়াহব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٧١٧. بَابٌ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْـرُهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً اَوْ شَيْـئًا لِلّٰهِ فَلَهُ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

১৭১৭. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফকারী তার কৃত ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি? উমর (রা) শর্তারোপ করেছিলেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী হবে, তার জন্য তা থেকে কিছু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্‌ফকারী নিজেও মুতাওয়াল্লী হতে পারে, আর অন্য কেউও হতে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি উট বা অন্য কিছু আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করে তার জন্যও তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেমন অন্যদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, যদিও শর্ত আরোপ না করে

٢٥٦٧ حَـدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ حَـدَّثَـنَا اَبُـوْ عَوَانَـةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْـهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُـلاً يَسُوْقُ بَدَنَـةً فَقَالَ لَـهُ ارْكَبْـهَا فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ اَوْ وَيْحَكَ

২৫৬৭ কুতাইবা (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়বার বা চতুর্থবার তাকে বললেন, তার উপর সওয়ার হয়ে যাও, দুর্ভোগ তোমার জন্য কিংবা বললেন, তোমার প্রতি আফসোস।

٢٥٦٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِىْ الثَّالِثَةِ

২৫৬৮ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। লোকটি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো কুরবানীর উট।' তিনি দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার বললেন, এর উপর সওয়ার হও, দুর্ভোগ তোমার জন্য।

١٧١٨. بَابٌ اِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ اِلٰى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَفَ ، وَقَالَ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَّاْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ اَنْ وَلِيَهُ عُمَرُ اَوْ غَيْرُهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ

১৭১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয। কেননা, উমর (রা) এই রকম ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লী হবেন, না অন্য কেউ তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। নবী করীম ﷺ আবূ তালহা (র)-কে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (তোমার সাদ্কাকৃত বাগানটি) তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব। তারপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন

١٧١٩. بَابٌ اِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلّٰهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ اَوْ غَيْرِهِم فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا

فِي الْأَقْرَبِيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ حِيْنَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَالِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوْزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

১৭১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয। সে তা আত্মীয়দের-মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে। আবূ তালহা (রা) যখন বললেন যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা করলাম। তখন নবী ﷺ তা জায়িয রেখেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যতক্ষণ না কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিকতর সহীহ

١٧٢٠. بَابٌ إِذَا قَالَ أَرْضِيْ أَوْ بُسْتَانِيْ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ عَنْ أُمِّيْ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَالِكَ

১৭২০. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাদ্‌কা তবে তা জায়িয, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে

২০৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৬৯ মুহাম্মদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে (সা'দ) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার অনুপস্থিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদ্‌কা করি, তাহলে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ্ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদ্‌কা করলাম।'

١٧٢١. بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيْقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

১৭২১. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সাদ্‌কা বা ওয়াক্‌ফ করে তবে তা জায়িয

٢٥٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَ اِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ

২৫৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)........ কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার তাওবা (কবুলের শুকরিয়া) হিসাবে আমি আমার যাবতীয় মাল আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের উদ্দেশ্যে সাদ্কা করে মুক্ত হতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 'তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।'

١٧٢٢. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ اِلَى وَكِيْلِهِ ، ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ اِلَيْهِ ، وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرُحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِىَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ اَرْجُوْ بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ يَا اَبَا طَلْحَةَ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ ﷺ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَتَصَدَّقَ بِهِ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلٰى ذَوِىْ رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ اُبَىٌّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقِيْلَ لَهُ تَبِيْعُ صَدَقَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ اَلاَ اَبِيْعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيْقَةُ فِىْ مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِىْ حُدَيْلَةَ الَّذِىْ بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

১৭২২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদ্‌কা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল। ইসমাঈল (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাযিল হলোঃ “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পূণ্য লাভ করঁতে পারবে না। (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এবং আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। আনাস (রা) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন। আবূ তালহা (রা) বলেন এটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে দান কর। আমি এর বিনিময়ে ছাওয়াব ও আখিরাতের সঞ্চয়ের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বেশ, হে আবূ তালহা। এটি লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারপর আবূ তালহা (রা) তা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্‌কা করে দিলেন। আনাস (রা) বলেন যে, এদের মধ্যে উবাই এবং হাস্‌সান (রা)-ও ছিলেন। হাস্‌সান তার অংশ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বিক্রি করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি আবূ তালহা-এর সাদকাকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছ? হাস্‌সান (রা) বললেন, আমি কি এক সা' দিরহামের বিনিময়ে এক সা' খেজুর বিক্রি করব না? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি ছিল বনূ হুদায়লা প্রাসাদের স্থানে অবস্থিত, যা মুআবিয়া (রা) নির্মাণ করেন।

١٧٢٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ

১৭২২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী ঃ মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়,ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে। (৪ ঃ ৮)

٢٥١٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا نُسِخَتْ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِىْ يَرْزُقُ وَوَالٍ لاَ يَرِثُ وَقَالَ فَذَاكَ الَّذِىْ يَقُوْلُ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلَ لاَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ اُعْطِيَكَ

২৫৭১ আবূ নুমান মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাযল (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের ধারণা, উক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম। আয়াতটি মানসূখ হয়নি; বরং লোকেরা এর উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আত্মীয় দু' ধরনের- এক, আত্মীয় যারা ওয়ারিস হয়, এবং তারা

উপস্থিতদের কিছু দিবে। দুই, এমন আত্মীয় যারা ওয়ারিস নয়, তারা উপস্থিতদের সঙ্গে সদালাপ করবে এবং বলবে, আমাদের অধিকার কিছু নেই, যা তোমাদের দিতে পারি।

١٧٢٤. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فَجَأَةً اَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ ঃ হঠাৎ মারা গেলে তারপক্ষ থেকে সাদকা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মান্নত আদায় করা

٢٥٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا

২৫৭২ ইসমাঈল (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সাদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাদকা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে সাদ্কা কর।

٢٥٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

২৫৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাদ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মান্নত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

١٧٢٥ : بَابُ الْاِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ

১৭২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ, সাদ্কা ও অসীয়াতে সাক্ষী রাখা

٢٥٧٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلٰى اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ

اَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَخَا بَنِىْ سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৭৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)………. ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানু সাঈদার নেতা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করি, তবে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখ্‌রাফের বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা করলাম।'

١٧٢٤. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ، وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র তাআলার বাণী ঃ ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সংগে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ ঃ ২-৩)

٢٥٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هِىَ الْيَتِيْمَةُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِى جَمَالِهَا وَ مَالِهَا ، وَيُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ، قَالَتْ فَبَيَّنَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْآيَةَ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِاِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَلَمَّا يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا ، اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا الْاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا

২৫৭৫ আবুল ইয়ামান (র)......... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ঃ৩)। আয়াতটির অর্থ কি? আয়িশা (রা) বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। এরপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার সমমানে মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ করতে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ছাড়া অন্য মেয়েদের· বিবাহ করতে। আয়িশা (রা) বলেন, এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ এবং লোকে আপনার কাছে মহিলাদের বিষয়ে জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন (৪ঃ১২৭)। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীম মেয়েরা সুন্দরী ও সম্পদশালী হলে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু পূর্ণ মাহর প্রদান করে না। আবার ইয়াতীম মেয়েরা গরীব হলে এবং সুশ্রী না হলে তাদের বিয়ে করতে চায় না বরং অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়িশা (রা) বলেন যে, আকর্ষণীয় না হলে তারা যেমন ইয়াতীম মেয়েদের পরিত্যাগ করে, তেমনি আকর্ষণীয় মেয়েদেরও তারা বিয়ে করতে পারবে না, যদি তাদের ইনসাফ মাফিক পূর্ণ মাহর প্রদান এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় না করে।

١٧٢٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ اِلٰى قَوْلِهِ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ، حَسِيْبًا كَافِيًا وَمَا لِلْوَصِيِّ اَنْ يَعْمَلَ فِىْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَمَا يَاْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

১৭২৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে ঐ সম্পদ হতে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন তাদের সম্পদ হতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। .... এক নির্ধরিত অংশ পর্যন্ত (৪ ঃ ৬-৭) حَسِيبًا অর্থ যথেষ্ট আর অসী ইয়াতীমের মাল কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তার শ্রমের অনুপাতে কী পরিমাণ সে ভোগ করতে পারবে

٢٥٧٦ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِيْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَالِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى، وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ، اَوْ يُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ

২৫৭৬ হারুন (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে উমর (রা) নিজের কিছু সম্পত্তি সাদ্‌কা করেছিলেন, তা ছিল, ছামাগ নামে একটি খেজুর বাগান। উমর (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি সেটি সাদ্‌কা করতে চাই।' নবী ﷺ বলেন, 'মূল সম্পদটি এ শর্তে সাদ্‌কা কর, যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিস হবে না, বরং তার ফল (আল্লাহ্‌র পথে) দান করা হবে। তারপর উমর (রা) সেটি এভাবেই সাদ্‌কা করলেন। তার এ সাদ্‌কা ব্যয় হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।

٢٥٧٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِيْ وَالِي الْيَتِيْمِ اَنْ يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ

২৫৭৭ উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ) যে বিত্তবান সে যেন বিরত থাকে আর যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে বিধি মোতাবেক ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খেতে পারবে।

١٧٢٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْـوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

১৭২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (৪ ঃ ১০)

٢٥٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

২৫৭৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।

١٧٢٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَيَسْـأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْـلاَحٌ لَهُم خَيْـرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْـوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَـاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْـزٌ حَكِيْمٌ ، لَاَعْنَتَكُم لَاَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَارَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلٰى اَحَدٍ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ

اَحَبُّ الْاَشْيَاءِ اِلَيْهِ فِىْ مَالِ الْيَتِيْمِ اَنْ يَجْتَمِعَ اِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَاَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ اِذَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْيَتَامٰى قَرَأَ : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِىْ يَتَامٰى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ يُنْفِقُ الْوَلِىُّ عَلٰى كُلِّ اِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ

১৭২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন (২ ঃ ২২০)। لَاَعْنَتَكُمْ এর অর্থ তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং কষ্টে ফেলতে পারতেন। عَنَتْ শব্দের অর্থ নত হল, (ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ) সুলাইমান (র)........ নাফি (র) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন উমর (রা) কখনো কারো অসীয়াত প্রত্যাখ্যান করেননি। ইব্‌ন সীরীন (র)-এর কাছে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে সবচাইতে প্রিয় বিষয় ছিল, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্খীদের একত্রিত হওয়া, যাতে তারা তার কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। তাউস (র)-এর কাছে ইয়াতীমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঠ করতেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট হোক কিংবা বড়, অভিভাবক তার অংশ থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত ব্যয় করতে পারবে।

١٧٣٠. بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْيَتِيْمِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ اِذَا كَانَ لَهُ صَلاَحًا وَنَظَرِ الْاُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيْمِ

১৭৩০. পরিচ্ছেদ ঃ আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা

٢٥٧٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِىْ لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلاَ لِشَىْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا

২৫৭৯ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদিম ছিল না। আবূ তালহা (রা) আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।' এরপর প্রবাসে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কৃত কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এরূপ কেন করলে না?

١٧٣١. بَابٌ اِذَا وَقَفَ اَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُوْدَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذٰلِكَ الصَّدَقَةُ

১৭৩১. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ। অনুরূপ সাদ্কাও

٢٥٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اَوْ رَايِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهِ ، وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ

২৫৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহার খেজুর বাগান-সম্পদ সবচাইতে বেশী ছিল। আর সকল সম্পদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল মসজিদের (নববীর) সামনে অবস্থিত বায়রুহা বাগানটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে

বাগানে যেতেন এবং এর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন নাযিল হলঃ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পারবে না। আবূ তালহা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী হাসিল করতে পারবে না। আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। সেটি আল্লাহ্র নামে সাদকা। আমি আল্লাহ্র কাছে এর সওয়াব ও কিয়ামতের সঞ্চয়ের আশা করি। আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী আপনি তা ব্যয় করুন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'বেশ! এটি লাভজনক সম্পদ অথবা (বললেন), অস্থায়ী সম্পদ।' ইব্ন মাসলামা সন্দেহ পোষণ করেন। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন) তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মতে তুমি তা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তা-ই করব।' তারপর তিনি তা তার আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) মালিক (র)-এর (সন্দেহ ছাড়াই) رَابِح (অস্থায়ী) বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ لِيْ مِخْرَافًا ، فَاِنَّهُ اُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

২৫৮১ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার মা মারা গেছেন। তার পক্ষ থেকে যদি আমি সাদ্কা করি তাহলে তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাহাবী বললেন, আমার একটি বাগান আছে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি তার পক্ষ থেকে সাদ্কা করলাম।

١٧٣٢. بَاب اِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ اَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

১৭৩২. পরিচ্ছেদ ঃ এক দল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িয

٢٥٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ

২৫৮২ মুসাদ্দাদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, হে বানূ নাজ্জার, তোমরা এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে

বিক্রি কর। তারা বলল, এরূপ নয়। আল্লাহ্র কসম! আমরা একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই এর মূল্যের আশা রাখি।

١٧٣٣. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

১৭৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ কিভাবে লেখা হবে?

٢٥٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْنٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ ، قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ

২৫৮৩ মুসাদ্দাদ (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াক্ফ করে তার উৎপন্ন সাদ্কা করতে পার। উমর (রা) এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহ্র পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদ্কা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করবে না।

١٧٣٤. بَابُ الْوَقْفِ لِلْفَقِيْرِ وَالْغَنِيِّ وَالضَّيْفِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্ত ধনী, ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্ফ করা

٢٥٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِى الْقُرْبٰى وَالضَّيْفِ

২৫৮৪ আবূ আসিম (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদ্‌কা করতে পার। তারপর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত,মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সাদ্‌কা করে দেন।

١٧٣٥. بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা

٢٥٨٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ حَائِطَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৫৮৫ ইসহাক (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, 'হে বানূ নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' তারা বলল, 'এরূপ নয়, আল্লাহ্‌র কসম! একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।'

١٧٣٦. بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوْضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ فِيْمَنْ جَعَلَ اَلْفَ دِيْنَارٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدَفَعَهَا اِلٰى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُبِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ هَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْاَلْفِ شَيْئًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ، قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

১৭৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ জন্তু জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্‌ফ করা। যুহরী (র) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে আল্লাহ্‌র পথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করল এবং তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে তা দিল, সে যেন তা দিয়ে ব্যবসা করে আর লভ্যাংশটি মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্‌কা করে দিল। লোকটি সেই এক হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ থেকে খেতে পারবে কি? যদিও সে এর লভ্যাংশ মিসকীনদের জন্য সাদ্‌কা করেনি। যুহরী (র) বলেন, তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না

٢٥٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ اَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ

২৫৮৬ মুসাদ্দাদ (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আরোহণ করার জন্য দিয়েছিলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে তা আরোহণ করার জন্য দিলেন। উমর (রা)-কে জানান হলো যে, ঘোড়াটি সে ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদ্‌কা করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিবে না।'

١٧٣٧ . بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

১৭৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ

٢٥٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৫৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মীনীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদ্‌কা।'

٢٥٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِيْ وَقْفِهِ اَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً

২৫৮৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) তাঁর ওয়াক্‌ফে এই শর্তারোপ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা থেকে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকেও খাওয়াতে পারবে, তবে সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।

١٧٣٨. بَابٌ اِذَا وَقَفَ اَرْضًا اَوْ بِئْرًا ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاَوْقَفَ اَنَسٌ دَارًا ، فَكَانَ اِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ اَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا ، فَاِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنٰى لِذَوِى الْحَاجَةِ مِنْ اٰلِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوْصِرَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ ، وَلاَ اَنْشُدُ اِلاَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا ، اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ ، قَالَ فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ فِىْ وَقْفِهِ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَأْكُلَ ، وَقَدْ يَلِيْهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ

১৭৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। যখন তিনি সেখানে আসতেন, তখন তাতে অবস্থান করতেন। যুবায়র (রা) তার ঘর সাদ্কা করে তার কন্যাদের মধ্যে যারা তালাক প্রাপ্তা তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে তারা এখানে বসবাস করতে পারবে; এবং তাদেরও যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়। তবে তারা যদি স্বামী গ্রহণ করে অভাবমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের হক থাকবে না । ইব্ন উমর (রা) তার পিতা উমর (রা)-এর ওয়ারিস হিসাবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন সেটি তার অভাবগ্রস্ত বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আবদান (র) ...... আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আর আমি নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন; যে ব্যক্তি রূমার কূপটি খনন করে দিবে সে জান্নাতী এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবূকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রী ব্যবস্থা করে দেবে, সে জান্নাতী এবং আমি তা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। উমর(রা) তাঁরওয়াকফসম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে আহার করতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী কখনো নিজে মুতাওয়াল্লী হয় আবার কখনো অপর ব্যক্তি হয়। এ ব্যাপারে সকলের জন্য অবকাশ রয়েছে

١٧٣٩. بَابٌ اِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ فَهُوَ جَائِزٌ

১৭৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহ্র কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িয

٢٥٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ

২৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বললেন, হে বানূ নাজ্জার! তোমাদের বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহ্র কাছে আশা রাখি।

١٧٤٠. بَابٌ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِلَى وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ، وَقَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَاَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِىٍّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ اَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

১৭৪০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে

সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আল্লাহ্ তাআলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না। (৫ ঃ ১০৬-১০৮) আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইব্ন বাদ্দা (র) -এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত জিনিষ পত্র নিয়ে ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি রূপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে তাদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কসম করালেন। তারপর তারা পেয়ালাটি মক্কায় পেল। (যাদের কাছে পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (র)-এর নিকট থেকে ক্রয় করেছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু'জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিক গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

١٧٤١. بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُوْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

১৭৪১. পরিচ্ছেদ ঃ অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা

٢٥٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ اَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِيْ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ ، قَالَ اِذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ اُغْرُوْا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأٰى مَا يَصْنَعُوْنَ طَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِيْ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَاضٍ اَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِيْ ، وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِيْ بِتَمْرَةٍ ، فَسَلِمَ وَاللّٰهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا ، حَتّٰى اَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اُغْرُوْا بِيْ هَيَّجُوْا بِيْ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

২৫৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিক (র) কিংবা ফযল ইব্‌ন ইয়াকূব (র)..... মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিক (র)-এর মাধ্যমে...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়। তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান আর তাঁর উপর ঋণও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে আর তিনি অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা আপনাকে দেখে নিক। (হয়ত এতে তারা কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে পারে।) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যাও। (খেজুর কেটে) এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা কর। আমি তা-ই করলাম। এরপর তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। লোকেরা (পাওনাদাররা) যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের এরূপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তুপটির চারদিকে তিনবার ঘুরলেন, এরপর তার উপর বসে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র কসম,আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, আমার পিতার ঋণ আল্লাহ্ পরিশোধ করে দেন, এবং আমি আমার বোনদের কাছে একটি খেজুরও নিয়ে না ফিরি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সমস্ত স্তুপই যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তুপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে ছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন أُغْرُوا بِي এর অর্থ হলো هَيَّجُوا بِي অর্থাৎ আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।" (৫ ঃ ১৪)

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

١٧٤٢. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَ السِّيَرِ وَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ، اِلٰى قَوْلِهٖ : وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُوْدُ الطَّاعَةُ

১৭৪২. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত। আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী ঃ আল্লাহ্‌ মুমিনদের নিকট থেকে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য............এবং মুমিনদেরকে আপনি শুভ সংবাদ দেন। (৯ ঃ ১১১-১২) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حُدُودُ অর্থ (আল্লাহ্‌র) আনুগত্য

২৫৯১ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَالٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَالِيْدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ

২৫৯১ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'সময় মত সালাত আদায় করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বলেন, 'এরপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি (কথা) বাড়াতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।

٢٥٩٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

২৫৯২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়।'

٢٥٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

২৫৯৩ মুসাদ্দাদ (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।'

٢٥٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَصِيْنٍ اَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

حَدَّثَـهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْـدِلُ الْجِهَادَ ، قَالَ لاَ اَجِدُهُ ، قَالَ هَلْ تَسْـتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْـمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْـجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْـتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْـتَطِيْعُ ذٰلِكَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْـرَةَ اِنَّ فَـرَسَ الْـمُجَاهِـدِ لَيَسْـتَنُّ فِىْ طِوَلِـهِ ، فَيُكْتَبُ لَـهُ حَسَنَاتٍ ،

২৫৯৪ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।'

١٧٤٣. بَابٌ اَفْـضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِـدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِـهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَوْلُـهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْـوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ اِلٰى قَوْلِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১৭৪৩ পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে সে মুমিন মুজাহিদই উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে......... এ-ই মহাসাফল্য। (৬১ ঃ ১০-১২)

٢٥٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْـبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْـثِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْـدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْـضَلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ ، قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

২৫৯৫ আবুল ইয়ামান (র)........ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'সেই মুমিন যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।'

٢٥٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَتَوَفَّاهُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ

২৫৯৬ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ্ তাআলা তার পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

١٧٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

১৭৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ। উমর (রা) বলেন, 'হে আল্লাহ্, আমাকে আপনার রাসূলের শহরে শাহাদাত নসীব করুন'।

٢٥٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ اُمُّ

حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ اِسْحٰقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

২৫৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাচতে থাকেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাসির কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহ্র পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখ্তে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (র) সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার মাথা রাখেন (ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসার কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহ্র পথে জিহাদরত কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সময় উম্মে হারাম (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

١٧٤٥. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُقَالُ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ

১৭৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় هٰذِهِ سَبِيْلِيْ স্ত্রীলিঙ্গ ও هٰذَا سَبِيْلِيْ পুংলিঙ্গ অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন غُزًّى—এর এক বচন হল غَازٍ এবং هُمْ دَرَجَاتٌ এর অর্থ لَهُمْ دَرَجَاتٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা

٢٥٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ ، وَاَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِيْ اَرْضِهِ الَّتِى وُلِدَ فِيْهَا ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ، قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ اَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ قَالَ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ

২৫৯৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালিহ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুলাইহ্ (র) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপর রয়েছে আরশে রহমান।

٢٥٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ

دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

২৫৯৯ মূসা (র)........ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

١٧٤٦. بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

১৭৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারোর একটি ধনুক পরিমাণ স্থান

٢٦٠٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

২৬০০ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

٢٦٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ الْغَدْوَةُ اَوِ الرَّوْحَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

২৬০১ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা (পৃথিবী) থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা সূর্যের উদয়াস্তের স্থান (পৃথিবী)-এর চাইতে উত্তম।

٢٦٠٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا فِيْهَا

২৬০২ কাবীসা (র)........ সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٧. بَابُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ شَدِيْدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ ، شَدِيْدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ اَنْكَحْنَاهُمْ .

১৭৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী। তাদের দর্শনে দৃষ্টি স্থির থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ্র। (এই জন্যই তাদের হুরে'ঈন বলা হয়)। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থ --জান্নাতীদের আমি হুরে'ঈনের সাথে বিয়ে করিয়ে দিব।

٢٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلاَّ الشَّهِيْدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ مَرَّةً اُخْرَى قَالَ وَسَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدِهِ يَعْنِىْ سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

২৬০৩ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে

দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। রাবী হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীর সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٨. بَابُ تَمَنِّيْ الشَّهَادَةِ

১৭৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা

٢٦٠٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيِيْ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيِيْ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيِيْ ثُمَّ اُقْتَلُ

২৬০৪ আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।

٢٦٠٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ اَيُّوْبُ ، اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

২৬০৫ ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব আস সাফ্ফার (র)........ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ (রা) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করল, সেও শহীদ হল। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করল এবং সেও শহীদ হল। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধারণ করল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়। আইয়ুব (র) বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট আদৌ আনন্দদায়ক নয়, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

١٧٤٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى :

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ، وَقَعَ وَجَبَ

১৭৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয় এবং (পথিমধ্যে) তার মৃত্যু ঘটে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। (৪ ঃ ১০০)

٢٦٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهٖ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّيْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقُلْتُ مَا اَضْحَكَكَ ، قَالَ اُنَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ ، يَرْكَبُوْنَ هٰذَا الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ ، كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ

مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا اَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ ، فَقُرِّبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ

২৬০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উম্মে হারাম (রা) আগের মতই বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মুআবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইব্‌ন সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উম্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন।

١٧٥٠. بَابُ مَن يُنْكَبُ اَوْ يُطْعَنُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

১৭৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্শা বিদ্ধ হল

٢٦٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّام عَنْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَقْوَامًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ اِلٰى بَنِىْ عَامِرٍ فِىْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِىْ اَتَقَدَّمُكُمْ فَاِنْ اَمَّنُوْنِىْ حَتّٰى اُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّىْ قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَاَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَوْمَؤُا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَاَنْفَذَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ مَالُوْا عَلٰى بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ اِلاَّ

رَجُلاً اَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّام أُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ ، فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَاَرْضَاهُمْ ، فَكُنَّا نَقْرَاُ اَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَ بَنِيْ لِحْيَانَ وَبَنِيْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

২৬০৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বানূ সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বানূ আমিরের কাছে পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছলে আমার মামা (হারাম ইব্ন মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনূ আমিরের কাছে যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী পৌঁছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সাথে অন্য একজন ছিলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতার দরুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহয়ান ও বানূ উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দুআ করেন।

٢٦٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ ، وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

২৬০৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..........জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি (এই কবিতাটি) পড়েছিলেন ঃ هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র; তুমি তো রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহ্‌রই পথে।

١٧٥١. بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৭৫১. পরিচ্ছেদ ঃ যে মহান আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়

٢٦٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

২৬০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহত হলে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্‌কের সুগন্ধি ছড়াবে এবং আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে তার পথে আহত হবে।

١٧٥٢. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

১৭৫২ পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? (৯ ঃ ৫২) যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায়।

٢٦١٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ ، فَزَعَمْتَ اَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ ، فَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ

২৬১০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)......... আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রাসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। তারপর ভাল পরিণতি তাঁদেরই হয় (তাঁরাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন)।

١٧٥٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً

১৭৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সংগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ ঃ ২৩)

٢٦١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْخُزَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا ح حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ ، وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ الْمُشْرِكِيْنَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلاَّ اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ ، قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ اَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ ، اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، وَقَالَ اِنَّ اُخْتَهُ وَهِىَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ اَنَسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوْا بِالْاَرْشِ

وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ

২৬১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ খুযায়ী (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইব্‌ন নাযার (রা) বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ্ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।' তারপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইব্‌ন নাযার (রা) বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! এরা অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কাছে ওযর পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সাদ ইব্‌ন মুআযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে সাদ ইব্‌ন মুআয, (আমার কাম্য)। নাযারের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তার বোন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ الاٰيَةَ তাঁর এবং তাঁদের মত মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আনাস (রা) আরো বলেন, রুবায়্যি নামক তার এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কিসাসের নির্দেশ দেন। আনাস (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা কসম করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করে দেন।'

٢٦١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ اَجِدْهَا اِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ ، الَّذِيْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

২৬১২ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)....... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না। যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পড়তে শুনেছি। একমাত্র খুযাইমা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। যার সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্থ করেছিলেন। সে আয়াতটি হলো ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। (৩৩ ঃ ২৩)

١٧٥٤. بَابُ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اِنَّمَا تُقَاتِلُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ .... بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ،

১৭৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের আগে নেক আমল। আবু দারদা (রা) বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। .....সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। (৬১ ঃ ২-৩)

٢٦١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ وَاُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَاُجِرَ كَثِيْرًا

২৬১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহীম (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও।' তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল।'

١٧٥٥. بَابُ مَنْ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

১৭৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে

٢٦١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ ، وَهِيَ

أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ ، اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى

২৬১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে রুবায়্যি বিনতে বারা, যিনি হারিসা ইব্‌ন সুরাকার মা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া নবীয়াল্লাহ্‌! আপনি হারিসা (রা) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রা) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরত কাঁদতে থাকবো।' রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, 'হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।'

١٧٥٦. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

১৭৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

٢٦١٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৬১৫ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)........ আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল।'

١٧٥٧. بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

১৭৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ যার দু' পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া........ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (৯ ঃ ১২০)

٢٦١٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْسٍ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَبْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

২৬১৬ ইসহাক (র)........ আবদুর রাহমান ইব্‌ন জাবর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দু'পা ধুলিধূসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এরূপ হয় না।'

١٧٥٨. بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে মাথায় লাগা ধুলি মুছে ফেলা

٢٦١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ائْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ اَخُوْهُ فِىْ حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِه فَلَمَّا رَاٰنَا جَاءَ فَاحْتَبٰى و جَلَسَ ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ

২৬১৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)....... ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন যে, তোমরা আবূ সাঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। তারপর আমরা তার কাছে গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই বাগানে পানি সেঁচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার (রা) দু'দুটি করে বহন করছিল। সে সময় নবী

ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছে ফেললেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে (আম্মার) (রা) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে।

١٧٥٩. بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

১৭৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের পর ও ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা

٢٦١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَ وَضَعَ السِّلَاحَ وَ اغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَ اللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاَوْمَا اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৬১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিবরীল (আ) তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পট্টির ন্যায় ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিলেন অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানূ কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

١٧٦٠. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ، فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

১৭৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মর্যাদা ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযক প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত আর আল্লাহ্ মুমিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না। (৩ ঃ ১৬৯-১৭১)

٢٦١٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنَسٌ اُنْزِلَ فِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

২৬১৯ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীক সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই রি'ল ও যাক্‌ওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বী'রে মাউনার কাছে শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা, মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো)

بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

"তোমরা আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"

٢٦٢٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اِصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ اٰخِرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ

২৬২০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, এরপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান (র)-কে প্রশ্ন করা হলঃ সেই দিনের শেষ বেলায়? তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই।

١٧٦١. بَابُ ظِلِّ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

১৭৬১. পরিচ্ছেদ ঃ শহীদের উপর ফিরিশ্‌তাদের ছায়াদান

٢٦٢١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جِئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلِمَ تَبْكِىْ اَوْ

فَلاَ تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيْهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ

২৬২১ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী ﷺ -এর কাছে অংগ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনী শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে আমরের কন্যা বা ভগ্নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফিরিশ্তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি (ইমাম বুখারী (র) বলেন) সাদাকা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির (রা)) কখনো তাও বলেছেন।

١٧٦٢. بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

১৭৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা

٢٦٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

২৬২২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

١٧٦٣. بَابُ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوْفِ ، وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

১৭৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জান্নাতে পৌঁছে গেল। উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলেন, আমাদের শহীদগণ জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হ্যাঁ

٢٦٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ . تَابَعَهُ الْاُوَيْسِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ

২৬২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবুন নাযর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত। উয়াইসী (র) ইব্‌ন আবুযযিনাদ (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্‌ন উকবা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইব্‌ন আমর (র) আবূ ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্‌ন উকবা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

١٧٦٤. بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى مِائَةِ امْرَاَةٍ اَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاتِىْ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ .

১৭৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাংখা করে। লায়স..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছেন নিরান্নবই জন স্ত্রীর সাথে সংগত হব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ্! কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলেন নি। ফলে

একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের ﷺ-এর প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত।

١٧٦٥. بَابُ الشَّجَاعَةِ فِى الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

১৭৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা

٢٦٢٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلٰى فَرَسٍ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا .

২৬২৪ আহমদ ইব্‌ন আবদুল মালেক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মদীনাবাসীগণ একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমরা একটি সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।

٢٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ لَوْ كَانَ لِىْ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا

২৬২৫ আবুল ইয়ামান (র)...... জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, হুনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই সব কাঁটাযুক্ত গাছের সমপরিমাণ বক্‌রী থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না।

١٧٦٦. بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

১৭৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া

٢٦٢٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ

২৬২৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... আমর ইব্ন মায়মূন আউদী (র) থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সাদ (রা) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি ভীরুতা, অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।' রাবী বলেন, আমি মুসআব (রা) -এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٦٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২৬২৭ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।'

١٧٦٧. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ قَالَهُ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

১৭৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আবূ উসমান (র) তা সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

٢٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنِّىْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ

২৬২৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সাদ, মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর সঙ্গ লাভ করেছি। আমি তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তবে তালহা (রা)-কে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٧٦٨. بَابُ وُجُوْبِ النَّفِيْرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلِهِ : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا اِلَى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ .يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ وَ يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِيْنَ وَ يُقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ

১৭৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে................. তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্ জানেন (৪১ঃ৪২)। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর (৯ঃ৩৮)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ রয়েছে, فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ অর্থ হলো-বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। ثُبَاتٍ শব্দটির একবচন ثُبَةٌ অর্থ ছোট দল

২৬২৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا .

২৬২৯ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, 'এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যখনই তোমাদের বের হওয়ার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

١٧٦٩. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ .

১৭৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়

২৬৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

২৬৩০ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

২৬৩১ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْهِمْ لِىْ فَقَالَ بَعْضُ بَنِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلّٰى

عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَانٍ يَنْعٰى عَلَىَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْـرَمَهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَىَّ وَلَمْ يُهِنِّىْ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَسْـهَمَ لَهُ اَوْ لَمْ يُسْـهِمْ لَهُ قَالَ سُفْـيَانُ وَحَدَّثَنِيْـهِ السَّعِيْدِىُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ السَّعِيْدِىُّ هُوَ عَمْرُوْ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ

২৬৩১ হুমায়দী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমাকেও (গনীমতের) অংশ দিন।' তখন সাঈদ ইবন আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাকে অংশ দিবেন না।' আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, সে তো ইবন কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সাঈদ ইবন আসের পুত্র বললেন, দান (ضَان) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের কাছে আগত বিড়াল মাশি জন্তুটি, (সেই ব্যক্তির) কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ্ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেননি। আব্বাস (রা) বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান (র) বলেন, আমাকে সাঈদী (র) তার দাদার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, সাঈদী হলেন, আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ইবন আমর ইবন সাঈদ ইবন আস।

١٧٧٠. بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

১৭৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়

٢٦٣٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ يَصُوْمُ عَلٰى عَهْـدِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَجْـلِ الْـغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ الـنَّبِىُّ ﷺ لَمْ اَرَهُ يُفْـطِرُ اِلاَّ يَوْمَ فِطْـرٍ اَوْ اَضْحٰى

২৬৩২ আদম (র)........... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর জীবনকালে আবূ তালহা (রা) জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হা ব্যতীত তাকে আর কখনো সিয়াম ছেড়ে দিতে দেখিনি।

١٧٧١ . بَابُ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

১৭৭১. পরিচ্ছেদ ঃ নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে

٢٦٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৬৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকার মৃত ব্যক্তি শহীদঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হলো, সে ব্যক্তি।

٢٦٣٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৬৩৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

١٧٧٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ : غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

১৭৭২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়...... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৪ ঃ ৯৫-৯৬)

٢٦٣٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ

২৬৩৫ আবুল ওয়ালীদ (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ (রা)-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্তুর একটি চওড়া হাঁড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইব্‌ন উম্মে মাকতুম জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল হয়।

٢٦٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمْلٰى عَلَيْهِ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ

২৬৩৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)........ সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইব্ন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত, لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল করেন।

١٧٧٣. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ

٢٦٣٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى كَتَبَ فَقَرَاْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا

২৬৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... সালিম আবু নাযর (র) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) লিখে পাঠালেন, আর আমি এতে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

١٧٧٤. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ .

১৭৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ মুমিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন

٢٦٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِىْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَاٰى مَابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةْ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

২৬৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দকের দিকে বের হলেন, হীম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরীখা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন, হে আল্লাহ্! সুখের জীবন আখিরাতের জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। প্রত্যুত্তরে তারা বলে উঠেনঃ আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।

١٧٧٥. بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

১৭৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ পরীখা খনন

٢٦٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ

الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَالنَّبِىُّ ﷺ يُجِيْبُهُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةْ ، فَبَارِكْ فِىْ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ

২৬৩৯ আবূ মা'মার (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরীখা খনন করেছিলেন এবং তারা পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করতেছিলেনঃ আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যতদিন আমরা বেঁচে থাকি। আর নবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

٢٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُوْلُ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

২৬৪০ আবু ওয়ালীদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না।

٢٦٤١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا ، وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا ، اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

২৬৪১ হাফস ইব্ন উমর (র)....... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (ইয়া আল্লাহ্)ঃ আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না; সাদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন। ওরা (মুশরিকরা) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা যখনই কোন ফিত্না সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

١٧٧٦. بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

১৭৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়

٢٦٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ اَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا اِلاَّهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ، وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوَّلُ عِنْدِيْ اَصَحُّ

২৬৪২ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ও সুলাইমান ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায় আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, কিন্তু তারাও এতে আমাদের সঙ্গে আছে। ওযরই তাদের বাধা দিয়েছে। মূসা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী)(র) বলেন, প্রথম সনদটি আমার নিকট অধিক সহীহ।

١٧٧٧. بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত

٢٦٤٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

২৬৪৩ ইসহাক ইব্‌ন নাস্‌র (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

١٧٧٨. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার ফযীলত

٢٦٤٤ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِىْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

২৬৪৪ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার প্রহরী তাকে আহবান করবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবূ বকর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

٢٦٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَا بِاِحْدَاهُمَا وَثَنّٰى بِالْاُخْرٰى ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ قُلْنَا يُوْحٰى اِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ ، ثُمَّ اِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا اَوَ خَيْرٌ هُوَ ثَلاَثًا اِنَّ الْخَيْرَ لاَيَاتِىْ اِلاَّ بِالْخَيْرِ وَاِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ ، حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ ، وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ لَمْ يَاْخُذْ هَا

بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ لاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنَ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৪৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে?' নবী ﷺ নীরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তাকে কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস অথবা ধ্বংসোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চয়ই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

١٧٧٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

১৭৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

২৬৪৬ আবূ মা'মার (র)...... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

٢٦٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّيْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيْ

২৬৪৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদীনায় উম্মে সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না কিন্তু তাঁর সহধর্মিনীদের কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'উম্ম সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই'।

١٧٨٠. بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৮০. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

٢٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ اَتٰى اَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ اَن لاَ تَجِيْءُ قَالَ الْاٰنَ يَا ابْنَ اَخِيْ وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، يَعْنِيْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِيْ الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتّٰى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ اَقْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ

২৬৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)....... মূসা ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখল?' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, এখনই যাব।' এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে পড়। যাতে আমরা শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা কখনো এরূপ করিনি। কত খারাপ তা যা তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অভ্যস্ত করেছ।' হাম্মাদ (র) সাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٨١. بَابُ فَضْلِ الطَّلِيْعَةِ

১৭৮১. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত

٢٦٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَاتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ

الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ

২৬৪৯ আবূ নুআইম (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রা) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবায়র (রা) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।'

١٧٨٢. بَابٌ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

১৭৮২. পরিচ্ছেদ ঃ একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?

٢٦٥٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِىُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًا وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

২৬৫০ সাদাকা (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ লোকদের আহবান জানালেন। সাদাকা (র) বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় লোকদের আহবান করলেন। এবারও কেবল যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা)।'

١٧٨٣. بَابُ سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ

১৭৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ দু'জনের ভ্রমণ

٢٦٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ اَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا

২৬৫১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতী করবে।

١٧٨٤. بَابُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

٢٦٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٦٥٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ * تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ

২৬৫৩ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)...... উরওয়া ইব্‌ন জা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। সুলাইমান (র) শুবা (র) সূত্রে উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) থেকে।

٢٦٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ

২৬৫৪ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে বরকত রয়েছে।

١٧٨٥. بَابُ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ

نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

٢٦٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৬৫৫ আবূ নুআইম (র)....... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনীমতের মাল।

١٧٨٦. بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

১৭৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে

٢٦٥٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِىَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৫৬ আলী ইব্‌ন হাফ্‌স (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও তার যত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।

١٧٨٧. بَابُ اِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

১৭৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও গাধার নামকরণ

٢٦٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ اَبُوْ قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهٖ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ

اَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكَلَ وَاَكَلُوْا فَنَدِمُوْا فَلَمَّا اَدْرَكُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَكَلَهَا

২৬৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বক্‌র (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বের হন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সংগী সহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবূ কাতাদা (রা) ব্যতীত তার সঙ্গীরা সকলেই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। আবূ কাতাদা (রা) দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবূ কাতাদা (রা) গাধাটি দেখা মাত্রই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অস্বীকার করলে তখন আবূ কাতাদা (রা) নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশ্‌ত আহার করেন। (সঙ্গীগণ) এতে তারা লজ্জিত হন। তারপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে একটি পায়া আছে। নবী ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

٢٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ اَللُّخَيْفُ

২৬৫৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী ﷺ-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন "লুখাইফ" খা আমর দিয়ে।

٢٦٥٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ يَحْيٰى بْنَ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا

২৬৫৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কি? এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হলো, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

٢٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সময় মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে নবী ﷺ আমদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, 'ভীতির কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।'

١٧٨٨. بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

১৭৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

٢٦٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ

২৬৬১ আবুল ইয়ামান (র).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিষে অকল্যাণ রয়েছেঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ীতে।

٢٦٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

২৬৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে, তবে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতে।

١٧٨٩. بَابُ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً

১৭৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ ঃ ৮)

٢٦٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا وَاٰثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَالِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

২৬৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। আর যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার নেকী রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত ছাড়া। (আল্লাহ্র বাণীঃ) কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। (৯৯ ঃ ৭-৮)

١٧٩٠. بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِى الْغَزْوِ

১৭৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে

٢٦٦٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِىْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ اَبُوْ عَقِيْلٍ لَاَدْرِىْ غَزْوَةً اَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا اَنْ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَن يَّتَعَجَّلَ اِلٰى اَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ قَالَ جَابِرٌ فَاَقْبَلْنَا وَاَنَا عَلٰى جَمَلٍ لِىْ اَرْمَكَ لَيْسَ فِيْهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِىْ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ قَامَ عَلَىَّ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ يَاجَابِرُ اِسْتَمْسِك فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اَتَبِيْعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِىْ طَوَائِفِ اَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِىْ نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَعْطُوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اِسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৬৬৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)....... আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার কাছে কিছু বর্ণনা করুন। তখন জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সঙ্গে ছিলাম। আবূ আকীল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না উমরা পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে আগ্রহী, তারা তাড়াতাড়ি যাও। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিল। পথিমধ্যে আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়লে নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি থাম। তারপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি অকস্মাৎ দ্রুত চলতে লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর মদীনায় পৌছলে নবী ﷺ সাহাবীদের একদল সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেঁধে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে উটটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। তারপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে,

এগুলো জাবিরকে দাও। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই।

١٧٩١. بَابُ الرُّكُوْبِ عَلَى دَابَّةٍ صَعْبَةٍ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّوْنَ الْفُحُوْلَةَ لِأَنَّهَا اَجْرَى وَاَجْسَرُ

১৭৯১. পরিচ্ছেদ ঃ অবাধ্য পশু এবং তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা। রাশিদ ইব্‌ন সাদ (র) বলেন, সালফে সালেহীন তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। কেননা এ (শ্রেণীর) ঘোড়া অতি দ্রুতগামী ও খুব সাহসী

٢٦٦٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٍ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬৫ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মদীনাতে ভীতি দেখা দিলে নবী ﷺ আবূ তালহার মানদুব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন ভীতি দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।

١٧٩٢. بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا ولا يَسْهِمُ لِاَكْثَرَ مِن فَرَسٍ

১৭৯২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমাতে ঘোড়ার অংশ। মালিক (র) বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমাতে অংশ দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ ঃ ৮) একটি ঘোড়ার অধিক হলে এর কোন অংশ দেওয়া হবে না

٢٦٦٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ،

২৬৬৬ উবাইদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

١٧٩٣. بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِى الْحَرْبِ

১৭৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে

٢٦٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ اِنَّ هَوَازِنَ كَانُوْا قَوْمًا رُمَاةً وَ اِنَّا لَمَّا لَقِيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوْا ، فَاَقْبَلَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ ، فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

২৬৬৭ কুতাইবা (র)..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-কে বলল, আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা-সামনি যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। এই সুযোগে শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, 'আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

١٧٩٤. بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

১৭৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে

٢٦٦٨ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

২৬৬৮। উবাইদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সাওয়ার হয়ে পা-দানীতে কদম মুবারক রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন।

١٧٩٥. بَابُ رُكُوْبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

১৭৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ

٢٦٦٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى فَرَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ

২৬৬৯। আম্‌র ইব্‌ন আওন (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল ঝুলন্ত তলোয়ার।

١٧٩٦. بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوْفِ

১৭৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া

٢٦٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَزِعُوْا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ اَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارٰى

২৬৭০। আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাবাসীগণ ভীত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি (শহর প্রদক্ষিণ করে) ফিরে এসে বললেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগতি সম্পন্ন) পেয়েছি। পরবর্তীকালে ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না।

١٧٩٧. بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

১৭৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٦٧١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ

الْوَدَاعِ وَاَجْرَى مَالَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ اَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ، قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ اَمْيَالٍ اَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ

২৬৭১ কাবীসা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফ্‌য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। সুফিয়ান (র) বলেন, হাফ্‌য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

١٧٩٨. بَابُ اِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

১৭৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান

٢٦٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الاَمَدُ

২৬৭২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)........ আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্‌ (বুখারী (র)) বলেন, أمداً এর অর্থ সীমা।

١٧٩٩. بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

১৭৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা

٢٦٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لِمُوسٰى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَ كَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِيْ زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِيْلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا

২৬৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং সানিয়্যাতুল বিদায় শেষ হয়েছে। (রাবী আবূ ইসহাক (র) বলেন), আমি মূসা (র)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়্যাতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বানূ যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যকার দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার অনুরূপ। ইব্‌ন উমর (রা) এতে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

١٨٠٠. بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ

১৮০০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর উষ্ট্রী প্রসঙ্গে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ উসামাকে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পেছনে বসান। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি

٢٦٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ

২৬৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি উষ্ট্রী ছিল যাকে আযবা বলা হত।

٢٦٧٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

২৬৭৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযবা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে পারত না। হুমাইদ (র) বলেন, কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে সক্ষম হতো না। একদিন এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলমানগণের মনে কষ্ট হল। এমনকি নবী ﷺ -ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, 'দুনিয়ার সবকিছুরই উত্থানের পর পতন রয়েছে।'

١٨٠١. بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

১৮০১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাদা খচ্চর। আনাস (রা) তা বর্ণনা করেছেন। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, আয়লার শাসক নবী ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন

٢٦٧٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

২৬৭৬ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)..... আম্‌র ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (ইন্‌তিকালের সময়) তাঁর সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সাদ্‌কা স্বরূপ ছেড়ে যান।

٢٦٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عُمَارَةَ وَ لَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلٰكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اَخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

২৬৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).......... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবূ উমারা। আপনারা হুনায়নের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, না। নবী ﷺ কখনো পলায়ন করেননি। বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কিছু লোক হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস (রা) এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

١٨٠٢. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

১৮০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জিহাদ

٢٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا .

২৬৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)....... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ।'

٢٦٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهٰذَا وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَاَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ

২৬৭৯ কাবীসা (র).... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর সহধর্মিনীগণ জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো হজ্জ।

١٨٠٣. بَابُ غَزْوِ الْمَرْاَةِ فِى الْبَحْرِ

১৮০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

٢٦٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ اَوْ مِمَّ ذٰلِكَ

فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَقَالَتْ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِيْنَ قَالَ ، قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

২৬৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিলহানের কন্যার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন হাসছেন?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের দৃষ্টান্ত সিংহাসনের উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। মিলহান (রা)-এর কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্, আপনি মিলহানের কন্যাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আবার তিনি বিশ্রাম নিলেন,এরপর হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা বললেন, এ কেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। মিলহান (রা)-এর-কন্যা বললেন, আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে আছ, পেছনের দলে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, তারপর তিনি উবাদা ইব্ন সামিতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সঙ্গে সমুদ্র সফর করেন। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন তা থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে ইন্তিকাল করেন।

١٨٠٤. بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُوْنَ بَعْضِ نِسَاءِهِ

১৮০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া

٢٦٨١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ كُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ

২৬৮১ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)....... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাঁকেই নবী ﷺ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাতে আমার নাম আসল এবং আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

١٨٠٥. بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

১৮০৫. পরিচ্ছেদঃ মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

٢٦٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ

২৬৮২ আবূ মা'মার (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম, আয়িশা বিন্‌তে আবূ বকর ও উম্মে সুলাইম (রা) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশ্‌ক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

١٨٠٦. بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ اِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

১৮০৬. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মহিলাদের মশ্‌ক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া

٢٦٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيْنَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا

أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيْطٍ أَحَقُّ وَأُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ

২৬৮৩ আবদান (র)........সা'লাবা ইব্‌ন আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। তারপর একটি ভাল চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কাছে উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ চাদরটি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাতিন উম্মে কুলসুম বিন্‌তে আলী (রা) যিনি আপনার কাছে আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর (রা) বলেন, উম্মে সালীত (রা) এই চাদরটির অধিক হক্‌দার। উম্মে সালীত (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের একজন। উমর (রা) বলেন, কেননা, উম্মে সালীত (রা) উহুদের যুদ্ধে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি পানি) বহন করে নিয়ে আসতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, تَزْفِرُ অর্থ তিনি সেলাই করতেন।

١٨٠٧. بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحٰى فِى الْغَزْوِ

১৮০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা

٢٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِىْ وَنُدَاوِى الْجَرْحٰى ، وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৬৮৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).........রুবাইয়ি' বিন্‌ত মুআব্‌বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম। আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

١٨٠٨. بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى

১৮০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান

٢٦٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِى الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র)....... রুবাইয়ি' বিন্‌ত মুআব্‌বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।'

١٨٠٩. بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

১৮০৯. পরিচ্ছেদ ঃ শরীর থেকে তীর বের করা

٢٦٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رُمِىَ اَبُوْ عَامِرٍ فِىْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ

২৬৮৬ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র).........আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক যুদ্ধে) আবূ আমিরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলো, আমি তাঁর কাছে গেলাম। আবূ আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে সে স্থান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আবূ আমির উবায়দকে ক্ষমা করুন।'

١٨١٠. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِى الْغَزْوِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৮১০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা

٢٦٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ سَهِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِىْ يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ، فَقَالَ اَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِاَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِىُّ ﷺ

২৬৮৭ ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে কাটান। তারপর তিনি যখন মদীনায় এলেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ

শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? লোকটি বলল, আমি সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তারপর নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٦٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ لَمْ يَرْفَعْهُ اِسْرَائِيْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ وَزَادَ لَنَا عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتُقِشَ ، طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ ، وَاِن كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ، فَتَعْسًا كَأَنَّهُ يَقُوْلُ فَاَتْعَسَهُمُ اللّٰهُ خَيَّبَهُمُ اللّٰهُ ، طُوْبٰى فُعْلٰى مِنْ كُلِّ شَيْئٍ طَيِّبٍ وَهِىَ يَاءٌ حُوِّلَتْ اِلَى الْوَاوِ وَهِىَ مِنْ يَطِيْبُ

২৬৮৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইউসুফ (র)..........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাঈল এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুহাদা, আবূ হুসাইনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি। আর আমর, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আমাদেরকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার

সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। فَتَعْسًا বলা হয় فَاتْعَسَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক। طُوْبٰى অর্থ উত্তম।.... فُعْلٰى এর কাঠামোতে গঠিত। মূলত ঃ طُيبى ছিল। واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে

١٨١١. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِى الْغَزْوِ

১৮১১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে খেদ্‌মতের ফযীলত

٢٦٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ اَنَسٍ ، قَالَ جَرِيْرٌ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لاَ اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ اَكْرَمْتُهُ

২৬৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক) সফরে আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। অথচ তিনি আনাস (রা)-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (রা) বলেন, আমি আন্‌সারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার ফলে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।

٢٦٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ اَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَالَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ اِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا

২৬৯০ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম আর আমি তাঁর খেদমত করছিলাম। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।' তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! ইব্‌রাহীম (আ) যেমন মক্কাকে হারাম (সম্মানিত স্থান) বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান করুন।'

٢٦٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِىْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوْا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ

২৬৯১ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবূ রাবী' (র)..........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'যারা সাওম পালন করে নি তারাই আজ অধিক সাওয়াব হাসিল করল।'

١٨١٢. بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِى السَّفَرِ

১৮১২. পরিচ্ছেদ ঃ সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত

٢٦٩٢ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلَامٰى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

২৬৯২ ইসহাক ইব্ন নাস্‌র (র)..........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সাদ্‌কা রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সাদ্‌কা। উত্তম কথা বলা ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদ্‌কা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া সাদ্‌কা।'

١٨١٣. بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا الْاٰيَةَ

১৮১৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফযীলত। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকেও ধৈর্যে উৎসাহিত কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক.........আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ২০০)

٢٦٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

২৬৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র)..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়ি'দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহ্র পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।'

١٨١٤. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

১৮১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়

٢٦٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ حَتّٰى اَخْرُجَ اِلٰى خَيْبَرَ ، فَخَرَجَ بِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِيَّ وَاَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ ، فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى اِذَا

بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

২৬৯৪ কুতাইবা (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ তালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। তারপর আবূ তালহা (রা) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতামঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইব্ন আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদ্দুস্ সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সাফিয়্যা (রা) হায়েয থেকে পবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। এরপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়সা' (এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাফিয়্যার বিয়ের ওয়ালিমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সাফিয়্যাকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়্যা (রা) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।'

١٨١٥. بَابُ رُكُوْبِ الْبَحْرِ

১৮১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্র সফর

٢٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَرَامٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِىْ بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَنْتِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَيَقُوْلُ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا اِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا

২৬৯৫ আবূ নুমান (রা).......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন নবী ﷺ তার বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উম্মে হারাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মাতের একদলের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমুদ্র সফর করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। যখন তিনি তাঁর আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর জানোয়ারের নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়।

١٨١٦. بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِىْ قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ

১৮১৬. পরিচ্ছেদ ঃ দুর্বল ও সৎলোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, আবূ সুফিয়ান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রোম সম্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী লোক, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা–এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়

٢٦٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

২৬৯৬ সুলাইমান ইব্‌ন হার্‌ব (র)………মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সা'দ (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশী। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমরা দুর্বলদের উসিলায়ই সাহায্য ও রিয্‌ক প্রাপ্ত হ্‌চ্ছো।'

٢٦٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاتِيْ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ

২৬৯৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)……… আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঈন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবে–তাবেঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।'

١٨١٧. بَابٌ لاَ يَقُوْلُ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ

১৮১৭. পরিচ্ছেদ ঃ অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে কে জিহাদ করছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আল্লাহই সমধিক অবগত আছেন

২৬৯৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْتَقٰى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا اَجْزَاَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِى الْاَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن اَهْلِ الْجَنَّةِ

২৬৯৮ কুতাইবা (র)......... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুশ্‌রিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ সৈন্যদলের কাছে ফিরে এলেন, মুশ্‌রিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশরিককে একাকী দেখলেই তার পশ্চাদ্ধাবন করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)) বলেন, আজ আমাদের কেউ

অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে। তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী হয় এবং অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।'

١٨١٨. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

১৮১৮. পরিচ্ছেদ ঃ তীরান্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। (৮ ঃ ৬০)

٢٦٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوْا بَنِيْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوْا وَاَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ قَالُوْا كَيْفَ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوْا فَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

২৬৯৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)............সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরান্দাজীর অনুশীলন করছিল। নবী ﷺ বললেন, হে বানূ ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ

তীরান্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কেমন করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

٢٧٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ أُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِىْ اَكْثَرُوْكُمْ

২৭০০ আবূ নু'আঈম (র)..........আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। আবূ আব্দুল্লাহ্ (র) বলেন اَكْثَبُوْكُمْ এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়।

١٨١٩ . بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

১৮১৯. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা

٢٧٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَاَهْوٰى اِلَى الْحَصٰى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ ، وَزَادَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِى الْمَسْجِدِ

২৭০১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল হাব্‌শী লোক নবী ﷺ-এর কাছে বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় উমর (রা) সেখানে এলেন এবং হাতে কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদের করতে দাও। আলী......... মা'মার (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মসজিদে ঘটেছিল।

١٨٢٠ . بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ تَتَرَّسَ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

১৮২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে

২৭০২ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ اِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ اِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهِ

২৭০২. আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তাল্‌হা (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবূ তালহা (রা) ছিলেন একজন ভাল তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন নবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা লক্ষ্য রাখতেন।

২৭০৩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ ، وَاُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمُ

২৭০৩. সাঈদ ইব্‌ন উফাইর (র).........সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে যখন নবী ﷺ-এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন আলী (রা) ঢালে করে ভরে ভরে পানি আনতেন এবং ফাতিমা (রা) ক্ষতস্থান ধুতে ছিলেন। যখন ফাতিমা (রা) দেখলেন যে, পানির চাইতে রক্তক্ষরণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

২৭০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৭০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..........উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

١٨٢١. بَابٌ

১৮২১. পরিচ্ছেদ

٢٧٠٥ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّيْ رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ

২৭০৫ কাবীসা (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সা'দ (রা) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।'

١٨٢٢. بَابُ الدَّرَقِ

১৮২২. পরিচ্ছেদ ঃ চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে

٢٧٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا ، فَلَمَّا عَمِلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ لِيْ اَتَشْتَهِيْنَ اَنْ تَنْظُرِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلٰى خَدِّهِ وَيَقُوْلُ دُوْنَكُمْ بَنِيْ اَرْفِدَةَ ،

حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَاذْهَبِىْ قَالَ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا غَفَلَ

২৭০৬ ইসমাঈল (র).........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধ সম্পর্কীয় গৌরবগাঁথা গাইছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) এলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে শয়তানের বাদ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। তারপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি বালিকা দু'টিকে (হাত দিয়ে) খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। আয়িশা (রা) বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানূ আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন যাও। আহমদ (র) ইবন ওয়াহব (র) সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন।

١٨٢٣. بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

১৮২৩. পরিচ্ছেদ ঃ খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান

٢٧٠٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ ، وَاَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرٰى وَفِىْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ قَالَ اِنَّهُ لَبَحْرٌ

২৭০৭ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনার লোকেরা আতংকিত হয়ে উত্থিত শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবূ তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারী ঝুলান ছিল।। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায়গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র অর্থাৎ অতি বেগবান।

١٨٢٤. بَابُ حِلْيَةِ السُّيُوْفِ

১৮২৪. পরিচ্ছেদ ঃ তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ

٢٧٠٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ : لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمُ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ اِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِىُّ وَالْاٰنُكَ وَالْحَدِيْدَ

২৭০৮ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন সব লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য মণ্ডিত।

١٨٢٥. بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِى السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

১৮২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

٢٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِنَانُ بْنُ اَبِىْ سِنَانِ الدُّؤَلِىُّ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ، فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا ، وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِىٌّ ، فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِىْ وَاَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِىْ يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ فَقُلْتُ اللّٰهُ اَللّٰهُ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ وَرَوَى مُوْسٰى بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ هِشَامٌ السَّيْفُ لَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

২৭০৯ আবূল ইয়ামান (র)......... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে

প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তার উপর তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।

١٨٢٦. بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

১৮২৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিরস্ত্রাণ পরিধান করা

২৭১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ ، فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِه ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِىٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ اَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيْدُ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ حَصِيْرًا فَاَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ اَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ ـ

২৭১০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)........ সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা (রা) রক্ত ধুইতে ছিলেন আর আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

١٨٢٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৮২৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না

২৭১১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৭১১ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)........আমর ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি, শুধু তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও একখণ্ড জমি, যা তিনি সাদ্‌কা করে গিয়েছিলেন।

١٨٢٨ . بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْاِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

১৮২৮. পরিচ্ছেদ ঃ দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা

٢٧١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ اَبِيْ سِنَانٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُمَا ـ ح وَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِيْ سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

২৭১২ আবুল ইয়ামান ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..........জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্রামের সময়-হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নবী ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক, অথচ তিনি তার সম্পর্কে টের পাননি। তখন নবী ﷺ বললেন, এই লোকটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে লোক তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করল। আর এই সে লোক, এখানে বসা, কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।

١٨٢٩ . بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ الرِّمَاحِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلٰى مَنْ خَالَفَ اَمْرِيْ

১৮২৯. পরিচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়াতলে আমার রিযক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত

২৭১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا ، فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضٌ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ فِى الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيْثِ اَبِىْ النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ

২৭১৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..........আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিলেন। মক্কার পথে কোন এক স্থানে পৌছার পর আবূ কাতাদা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং (তা শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীরা কেউ কেউ এর গোশ্ত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহার্য বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) আবূ কাতাদা (রা) থেকে আবূ নাযর (রা)-এর অনুরূপ বন্য গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে তার কিছু গোশ্ত আছে কি?

١٨٣٠. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيْصِ فِى الْحَرْبِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৮৩০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বর্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত। নবী ﷺ বলেন, খালিদ (ইব্‌ন ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের জন্য) ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে

২৭১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ، وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

২৭১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন একটি গুম্বুজরাজি তাঁবুতে অবস্থান কালে দু'আ করছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না।' এ সময় আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে দু'আ করেছেন।' সে সময় নবী ﷺ বর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঃ শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অধিকন্তু কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ ঃ ৪৫. ৪৬) ওহাইব (র) বলেন, খালিদ (র) বলেছেন, 'বদরের দিন'।

২৭১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ وَقَالَ مُعَلّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ وَقَالَ يَعْلٰى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيْدٍ

২৭১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ইনতিকালের সময় তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা'-এর বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক ছিল। মুআল্লা আবদুল ওয়াহিদ (র) সূত্রে আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা (র) আমাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার।

٢٧١٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا ، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ اَثَرَهُ ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ ، فَسَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : فَيَجْهَدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ

২৭১৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির ন্যায়, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কন্ঠায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হাত কণ্ঠের সাথে লেগে যায়। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

١٨٣١. بَابُ الْجُبَّةِ فِى السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

১৮৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা

٢٧١٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ

يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ

২৭১৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)…. মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (প্রাকৃতিক) হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করেন। তাঁর পরিধানে ছিল শামী (সিরিয়া) জোব্বা। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

١٨٣٢. بَابُ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

১৮৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা

٢٧١٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِيْ قَمِيْصٍ مِنْ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭১৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন মিকদাম (র)……..আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও যুবায়র (রা)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧١٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِى الْقَمْلَ فَاَرْخَصَ لَهُمَا فِيْ الْحَرِيْرِ ، فَرَاَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِيْ غَزَاةٍ

২৭১৯ আবুল ওয়ালিদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান (র)……..আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ও যুবায়র (রা) নবী ﷺ -এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের রেশমী পোষাক পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের শরীরে তা দেখেছি।

٢٧٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ اَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ فِيْ حَرِيْرٍ

২৭২০ মুসাদ্দাদ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ ও যুবায়র ইব্নুল আওয়ামকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন।

٢٧٢١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَخَّصَ اَوْ رُخِّصَ لَهَا لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭২১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানীর জন্য তাদের দু'জনকে (আবদুর রাহমান ও যুবায়র) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

١٨٣٣. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّيْنِ

১৮৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা

٢٧٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ اِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَاَلْقَى السِّكِّيْنَ

২৭২২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)........আম্‌র ইব্ন উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (বকরীর) বাহু থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উযু করেননি। আবুল ইয়ামান (র) শুয়াইব সূত্রে যুহরী (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ছুরি রেখে দিলেন।

١٨٣٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ قِتَالِ الرُّوْمِ

১৮৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

٢٧٢٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِىْ سَاحِلِ حِمْصَ وَهُوَ فِىْ بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ اُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتنَا اُمُّ حَرَامٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِىْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ اَوجَبُوْا قَالَتْ اُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِيْهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِىْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ فَقُلْتُ اَنَا فِيْهِمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ

২৭২৩ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ দিমাশকী (র)........উমাইর ইব্‌নু আসওয়াদ আনসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা (রা) হিম্‌স উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর (র) বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম (রা) বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার (রোমক সম্রাট) এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি কি তাদের মধ্যে হবো?' নবী ﷺ বললেন, 'না।'

١٨٣٥. بَابُ قِتَالِ الْيَهُوْدِ

১৮৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ اَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ

২৭২৪ ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ফার্‌বী (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

٢٧٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِىُّ ، يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِى فَاقْتُلْهُ

২৭২৫ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

١٨٣٦. بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

১৮৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ ، وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৬ আবু নুমান (র)........আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আর একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখমণ্ডল পিটানো চামড়ার ঢাল।

٢٧٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلْفَ الْاُنُوْفِ ، كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

২৭২৭ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

١٨٣٧. بَابُ قِتَالِ الَّذِيْنَ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ

১৮৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ، قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيْهِ اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ ، ذُلْفَ الْاُنُوْفِ ، كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। সুফিয়ান (র) বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আবূযিনাদ এই রেওয়ায়তে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেপ্টা, তাদের চেহারা যেন পিটানো ঢালের ন্যায়।

١٨٣٨. بَابُ مَنْ صَفَّ اَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيْمَةِ ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

১৮৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা

٢٧٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، وَسَاَلَهُ رَجُلٌ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا اَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ لاَ وَاللّٰهِ ، مَا وَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ

وَاَخْفَافُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ فَاَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِيْ نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِؤُنَ ، فَاَقْبَلُوْا هُنَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ، ثُمَّ قَالَ : اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، ثُمَّ صَفَّ اَصْحَابَهُ

২৭২৯ আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র).........বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ উমারা! হুনায়নের যুদ্ধে আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পলায়ন করেননি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ার বিহীন অবস্থায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানূ হাওয়াযিন ও বানূ নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরান্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয়নি। সেখান থেকে তারা নবী ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। এরপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।

١٨٣٩. بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِالْهَزِيْمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

১৮৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত করার দু'আ

٢٧٣٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ، شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ

২৭৩০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র).........আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেন, 'আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা আসরের সালাত থেকে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।'

٢٧٣١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ فِى الْقُنُوْتِ : اَللّٰهُمَّ

اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، اَللّٰهُمَّ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ

২৭৩১ কাবীসা (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুনূতে নাযিলায় এই দুআ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্‌ন হিশামকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ-কে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! দুর্বল মু-মিনদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ মুযার গোত্রকে সমূলে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! (মুশরিকদের উপর) ইউসুফ (আ)-এর সময়কালীন দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।'

٢٧٣٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُ

২৭৩২ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দুআ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের পরাভূত করুন এবং পর্যুদস্ত করুন।'

٢٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَاَرْسَلُوْا فَجَاؤُا مِنْ سَلاَهَا وَطَرَحُوْهُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ فِىْ قَلِيْبِ بَدْرٍ قَتْلَى ، قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ

وَنَسِيْتُ السَّابِعَ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ اُمَيَّةُ اَوْ اُبَىٌّ وَالصَّحِيْحُ اُمَيَّةُ

২৭৩৩ আবদুল্লাহ ইবন আবূ শায়বা (র)........আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার ছায়ায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবূ জাহল ও কুরায়েশদের কিছু লোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন পাঠিয়ে সেখান থেকে এর গর্ভথলি নিয়ে এলো এবং তারা নবী ﷺ -এর পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা (রা) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবূ জাহ্ল, ইব্ন হিশাম, উতবা ইব্ন রবী'আ, শায়বা ইব্ন রবীআ', ওয়ালীদ ইব্ন উতবা, উবাই ইব্ন খাল্ফ এবং উকবা ইব্ন আবী মু'আইত (তাদের ধ্বংস করুন)। আবদুল্লাহ (র) বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে নিহত দেখেছি। আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। শুবা (র) বলেন, উমাইয়া অথবা উবাই। তবে সহীহ হলো উমাইয়া। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইউসুফ ইব্ন আবূ ইসহাক (র) আবূ ইসহাক (র) সূত্রে উমাইয়া ইব্ন খালফ।

٢٧٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْيَهُوْدَ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنَتْهُمْ فَقَالَ مَالَكِ قَالَتْ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ، قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

২৭৩৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একদিন কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, তোমার মৃত্যু ঘটুক। (তা শুনে) আয়িশা (রা) তাদের অভিশাপ দিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেলেন, তোমার কী হলো? আয়িশা (রা) বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যে বলেছি, তোমাদের উপর, তা কি তুমি শোননি?

١٨٤٠. بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ اَهْلَ الْكِتَابِ اَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

১৮৪০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে?

٢٧٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ

২৭৩৫ ইসহাক (র)........আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমারই উপর বর্তাবে।

١٨٤١. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ بِالْهُدٰى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

১৮৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়

٢٧٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِىُّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاْتِ بِهِمْ

২৭৩৬ আবুল ইয়ামান (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইব্ন আম্র দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।' তারপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন।'

١٨٤٢. بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُوْدِىِّ وَالنَّصَارٰى، وَعَلٰى مَايُقَاتَلُوْنَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৮৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়? নবী ﷺ কায়সার ও কিস্‌রা-এর কাছে যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

٢٧٣٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ

قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৭৩৭ আলী ইব্ন জা'দ (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ রোমের (সম্রাটের) প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাকে বলা হলো যে, তারা মোহরকৃত পত্র ছাড়া পাঠ করে না। তারপর তিনি রূপার একটি মোহর নির্মাণ করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর শুভ্রতা দেখছি। তিনি তাতে খোদাই করেছিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

٢٧٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرٰى خَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ

২৭৩৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).........আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রসহ কিস্রার কাছে (দূত) পাঠালেন এবং দূতকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার হাওলা করে। পরে বাহরায়নের শাসনকর্তা তা কিসরার কাছে পৌছিয়ে দেন। কিস্রা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দুআ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।

١٨٤٣. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ وَاَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

১৮৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী ﷺ -এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও। তা তার জন্য শোভনীয় নয়। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ৭৯)

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ اِلٰى اِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا اَبْلَاهُ اللّٰهُ ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوْا لِيْ هَاهُنَا اَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِاَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوْا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُوْلُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ ، فَانْطُلِقَ بِيْ وَبِاَصْحَابِيْ ، حَتّٰى قَدِمْنَا اِيْلِيَاءَ فَاُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ ، وَاِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ اِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِيْ ، فَقَالَ قَيْصَرُ اَدْنُوْهُ ، وَاَمَرَ بِاَصْحَابِيْ فَجُعِلُوْا خَلْفَ ظَهْرِيْ عِنْدَ كَتِفِيْ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لِاَصْحَابِهِ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَاِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ اَنْ يَأْثُرَ اَصْحَابِيْ عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِيْنَ سَاَلَنِيْ عَنْهُ وَلٰكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ اَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّيْ فَصَدَقْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هٰذَا الرَّجُلِ فِيْكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ

قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ ، قُلْتُ لاَ : فَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ عَلَى
الْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ ، قُلْتُ لاَ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟
قُلْتُ لاَ : قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ
، قَالَ فَيَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ ؟ قُلْتُ ، بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ
سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ؟ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ لاَ :
وَنَحْنُ الاٰنَ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ اَنْ يَغْدِرَ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَلَمْ
يُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا اَنْتَقِصُهُ بِهِ لاَ اَخَافُ اَنْ تُؤْثَرَ عَنِّيْ غَيْرُهَا
، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ
وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ
الْاُخْرٰى ، قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَأْمُرُنَا اَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ
وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ
قُلْ لَهُ اِنِّيْ سَاَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ ذُوْ نَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ
تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ،
فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ
يَاتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ
يَقُوْلَ مَا قَالَ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ اَنْ
لاَ فَقُلْتُ ، لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَاَلْتُكَ اَشْرَافُ
النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ
الرُّسُلِ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ
الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سُخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ

فِيْــــــه فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَّاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدٌ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُوْنَ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ اَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنُ دُوَلاً ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُوْنَ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَةُ ، وَسَاَلْتُكَ بِمَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ ، قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ ، قَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلٰكِن لَمْ اَظُنَّ اَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَاِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوْشِكُ اَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ اَرْجُوْ اَنْ اَخْلُصَ اِلَيْهِ ، لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ، سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ : فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ ، اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِيْسِيِّيْنَ ، وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : فَلَمَّا اَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ عَلَتْ اَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوْمِ ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلاَ اَدْرِيْ مَاذَا قَالُوْا ، وَاُمِرَ بِنَا فَاُخْرِجْنَا فَلَمَّا اَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِيْ وَخَلَوْتُ بِهِمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِيْ الْاَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : وَاللّٰهِ مَا زِلْتُ ذَلِيْلاً مُسْتَيْقِنًا بِاَنَّ اَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ قَلْبِيْ الْاِسْلاَمَ وَاَنَا كَارِهٌ

২৭৩৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র).........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবীর (রা)-এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পণ করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিম্‌স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিঠি এসে পৌছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবূ সুফিয়ান (রা) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবূ সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদের কায়সারের দরবারে হাজির করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে? আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সবার্ধিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ছাড়া আব্‌দ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাষীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলিয়া দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সম্পর্কিত কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন লোক কি ইতিপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জাবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এ নবুওয়াতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি। যাতে রাসূল ﷺ -কে খাট করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি

বললাম, যুদ্ধ কূয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তিনি সে সবের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে; সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে। আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরষেরা যে সবের ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত আদায় করতে, সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের গুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিলঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি ...যারা হিদায়াতের

অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। 'হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।' আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তিরা চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।

٢٧٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ ، فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذٰلِكَ اَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوْا اَنْ يُعْطٰى فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ ، فَاَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَاَ مَكَانَهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْئٌ ، فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

২৭৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).........সাহল ইব্ন সা'আদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় অর্জিত হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুখই ছিল না। তখন আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং

তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহ্র কসম, যদি একটি লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়।

٢٧٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً

২৭৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহ-লে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে পৌঁছলাম।

٢٧٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَا بِنَا ....ح -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَ يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

২৭৪২ কুতাইবা ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে পৌঁছলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করেন না। যখন সকাল হলো ইয়াহুদীরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হল এবং যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেলো, তখন তারা বলে উঠল, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত। নবী ﷺ তখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্বংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ!

٢٧٤٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ

الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصِمَ مِنِّىْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৭৪৩ আবুল ইয়ামান (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে হিফাজত করে নিল। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

١٨٤٤. بَابُ مَنْ اَرَادَ غَزْوَةً فَوَرّٰى بِغَيْرِهَا وَمَنْ اَحَبَّ الْخُرُوْجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

১৮৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে

٢٧٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا

২৭৪৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).........আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন কা'বের পুত্রদের মধ্যে পথপ্রদর্শক, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন।

٢٧٤٥ ح وَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْزُوْهَا اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَغَزَاهَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيْرٍ ، فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا اُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ ، وَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ ، وَعَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

২৭৪৫ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা)......... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন, প্রচণ্ড গরম এবং সম্মুখীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। তাই তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আর ইউনুস (র) যুহরী (র) সূত্রে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় বৃহস্পতিবারেই রওয়ানা করতেন।

٢٧٤٦ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

২৭৪৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা).........কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হন আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

١٨٤٥ . بَابُ الْخُرُوْجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

১৮৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ যুহরের পর সফরে বের হওয়া

٢٧٤٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا

২৭৪৭ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে দু'রাকআত আসর সালাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও উমরা উভয়টির তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

١٨٤٦. بَابُ الْخُرُوْجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

১৮৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া। কুরাইব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-কা'দার পাঁচ দিন থাকতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং যুল-হিজ্জার ৪ তারিখে মক্কায় পৌঁছেন।

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى اِلاَّ الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ اَتَتْكَ وَاللّٰهِ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ

২৭৪৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশ্‌ত পৌঁছানো হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٧. بَابُ الْخُرُوْجِ فِيْ رَمَضَانَ

১৮৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে সফর করা

٢٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৭৪৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফিয়ান (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ আব্দুল্লাহ (র) বলেন, এটা যুহরী (র)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য।

١٨٤٨. بَابُ التَّوْدِيْعِ عِنْدَ السَّفَرِ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَن بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا اِنْ لَقِيْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ ، قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ ، فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ ، وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

১৮৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ সফরকালে বিদায় দান করা। ইব্‌ন ওহব (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নামোল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুকের সাক্ষাত পাও তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা করার প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আগুনের মাধ্যমে শাস্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

١٨٤٩. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْاِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

১৮৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে গুনাহর কাজের নির্দেশ না দেয়

٢٧٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

২৭৫০ মুসাদ্দাদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...........ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'পাপ কার্যের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কার্যের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।'

١٨٥٠. بَابٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْاِمَامِ وَيُتَّقٰى بِهٖ

১৮৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা

٢٧٥١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهٗ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ ، وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ، وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ ، وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ ، وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهٖ وَيُتَّقٰى بِهٖ ، فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهٗ بِذٰلِكَ اَجْرًا ، وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

২৭৫১ আবুল ইয়ামান (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বাগ্রে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী

করল আর যে ব্যক্তি (শরীয়ত স্বীকৃত) আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অনন্তর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে।

١٨٥١. بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ اَنْ لاَ يَفِرُّوْا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮৫১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন, মৃত্যুর উপর বায়আত করা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার নিকট বৃক্ষতলে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। ৪৮ ঃ ১৮

٢٧٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ، فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ لاَ بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ

২৭৫২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)........ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমাদের মধ্য হতে দু'জন লোকও যে বৃক্ষের নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয় নি। তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি নাফি (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে,তাঁদের নিকট হতে কিসের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুর উপর?' তিনি বললেন, 'না, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট হতে অটল থাকার উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।'

٢٧٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ اَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ لَهُ اِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى هٰذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৭৫৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হার্‌রা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইব্‌ন হানযালা (রা) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর আমি তো কারো নিকট এরূপ বায়আত করব না।

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ اِلٰى ظِلِّ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ وَاَيْضًا : فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ عَلٰى اَيِّ شَيْئٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

২৭৫৪ মাক্‌কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).........সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। তারপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, 'ইব্‌ন আকওয়া! তুমি কি বায়আত করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আরেকবার হোক না।' তখন আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবূ মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করেছিলে?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর উপর।'

٢٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدًا

فَاَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشَ الْاٰخِرَه + فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

২৭৫৫ হাফস ইব্‌ন উমর (র).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন ঃ "আমরাই হচ্ছি সে সকল লোক, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হস্তে জিহাদ করার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তদুত্তরে ইরশাদ করেন ঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করুন।

২৭৫৬ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِابْنِ اَخِىْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لاَهْلِهَا ، فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا ، قَالَ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ

২৭৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).......মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাদেরকে হিজরতের উপর বায়আত নিন।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়আত নিবেন?' তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর।'

١٨٥٢. بَابُ عَزْمِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيْمَا يُطِيْقُوْنَ

১৮৫২. পরিচ্ছেদ ঃ জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন

২৭৫৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ اَتَانِى الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِىْ عَنْ اَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا ، يَخْرُجُ مَعَ اُمَرَائِنَا فِى الْمَغَازِىْ ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِىْ اَشْيَاءَ لاَ يُحْصِيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِلاَّ اَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَسٰى اَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِىْ اَمْرٍ اِلاَّ مَرَّةً حَتّٰى تَفْعَلَهُ وَاَنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللّٰهَ ، وَاِذَا شَكَّ فِىْ نَفْسِهِ شَىْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَاَوْشَكَ اَنْ لاَ تَجِدُوْهُ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ مَا اَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِىَ كَدَرُهُ

২৭৫৭ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)........আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কি দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না।' লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আমীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি

বললাম, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অত্যাসন্ন যে, তোমরা এমন লোক পাবে না। শপথ সেই সত্তার যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

١٨٥٣. بَابٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اَوَّلَ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ

১৮৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন

٢٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِى لَقِىَ فِيْهَا انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا ، وَاَعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِىَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ ، اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

২৭৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...........উমর ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবূ নাযর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শত্রুদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ হে লোক সকল! শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! কুরআন

অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

١٨٥٤. بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْاِمَامَ ، لِقَوْلِه : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ

১৮৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোন সমষ্টিগত বিষয়ে একত্রিত হয়, তখন তাঁরা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না। (২৪ ঃ ৬২)

٢٧٥٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ اَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ ، فَقَالَ لِىْ مَا لِبَعِيْرِكَ قَالَ قُلْتُ اَعْيِىْ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَالَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَىِ الْاِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ اَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ اَفَتَبِيْعُنِيْهِ ، قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَبِعْنِىْ قَالَ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ عَلٰى اَنَّ لِىْ فَقَارَ ظَهْرِه حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ عَرُوْسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِىْ فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِىْ خَالِىْ فَسَاَلَنِىْ عَنِ الْبَعِيْرِ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيْهِ فَلاَمَنِىْ، قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ حِيْنَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا ، فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوُفِّىَ وَالِدِىْ اَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِىْ اَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَأَعْطَانِىْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ ، قَالَ الْمُغِيْرَةُ هٰذَا

فِيْ قَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا

২৭৫৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনী-টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দুআ করলেন। এরপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার উটনীটির কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌঁছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বল-লেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলাধূলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলাধূলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমবয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতে কোন দোষ মনে করি না।

١٨٥٥ . بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيْهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٦. بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ নববিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٧. بَابُ مُبَادَرَةِ الْاِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

১৮৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া

٢٧٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَيْئٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৭৬০ মুসাদ্দাদ (র).........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনায় ভীতির সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।

١٨٥٨. بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِى الْفَزَعِ

১৮৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা

٢٧٦١ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ بَطِيْئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُوْنَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا اِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ

২৭৬১ ফায্ল ইব্ন সাহল (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর মন্থরগতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং একাকী ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। (ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিছুই না, তোমরা ভয় করো না। এ ঘোড়াটি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়াটি কারো পেছনে পড়েনি।

١٨٥٩. بَابُ الْخُرُوْجِ فِي الْفَزَعِ وَحْدَهُ

১৮৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া

١٨٦٠. بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فِي السَّبِيْلِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ الْغَزْوُ قَالَ اِنِّيْ أُحِبُّ اَنْ أُعِيْنَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِيْ قُلْتُ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيَّ ، قَالَ اِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَاِنِّيْ أُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ مَالِيْ فِيْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ اِنَّ نَاسًا يَأْخُذُوْنَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوْا ، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُوْنَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِمَالِهِ حَتّٰى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا اَخَذَ ، وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ اِذَا دُفِعَ اِلَيْكَ شَيْئٌ تَخْرُجُ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ اَهْلِكَ

১৮৬০. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহ্র রাহে সাওয়ারী দান করা। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি, (ইব্ন উমর (রা)) বললেন, তোমার স্বচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর (রা) বলেন, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য (বায়তুলমাল হতে) অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা এরূপ করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নিব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, যখন আল্লাহ্র রাহে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পার

٢٧٦٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَشْتَرِيْهِ ، فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ

২৭৬২ হুমায়দী (র)..........উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। তারপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তা ক্রয় করে নিব?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (প্রদত্ত) সাদ্কা ফেরত নিও না।'

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَاَرَادَ اَنْ يَّبْتَاعَهُ ، فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৭৬৩ ইসমাঈল (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জনৈক অশ্বারোহীকে আল্লাহ্র রাহে একটি অশ্ব দান করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার প্রদত্ত সাদ্কা ফেরত নিও না।'

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَالِحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ حَمُوْلَةً وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَىَّ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ ، وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ قَاتَلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ

২৭৬৪ মুসাদ্দাদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাচ্ছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমি পুনরায় শহীদ হবো। এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

١٨٦١. بَابُ الْأَجِيْرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يُقْسَمُ لِلْاَجِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَاَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَخَذَ مِائَتَيْنِ وَاَعْطٰى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

১৮৬১. পরিচ্ছেদ ঃ মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। হাসান বসরী ও ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, মজদুরকেও গনীমত লব্ধ সম্পদে অংশ দান করা হবে। আতিয়্যা ইব্‌ন কায়েস (রা) জনৈক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনীমত লব্ধ সম্পদে প্রাপ্ত অংশ অর্ধেক করে বন্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে চারশ' দীনার লাভ করেছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্বের মালিককে দিয়ে দেন

٢٧٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَحَمَلْتُ عَلٰى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْثَقُ اَعْمَالِيْ فِيْ نَفْسِيْ فَاسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا فَقَالَ اَيَدْفَعُ يَدَهُ اِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

২৭৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ....ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (জনৈক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, একজন অপরজনের হাত কামড়িয়ে ধরে সে তার হাত কামড়দাতার মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নি। আর তিনি বললেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের ন্যায় কামড়াতে থাকবে।

١٨٦٢. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

٢٧٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

২৭৬৬ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়ম (র) ....কায়েস ইব্ন সাদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পতাকা বহনকারী, তিনি হজ্জের সংকল্প করেন, তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়িয়ে নিলেন।

٢٧٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ، فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا فِىْ صَبَاحِهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ، اَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَوْقَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِىٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ ، فَقَالُوْا هٰذَا عَلِىٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

২৭৬৭ কুতাইবা ইব্নে সাঈদ (র) ....সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব? এরপর আলী (রা) বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে আলী (রা) খায়বার জয় করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা অর্পণ করব, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভাল-বাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে। আল্লাহ্ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, আলী (রা) এসে উপস্থিত, অথচ আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করিনি। তারা বললেন, এই যে আলী (রা) এসে গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পতাকা অর্পণ করলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁরই হাতে খায়বারের বিজয় দান করলেন।

٢٧٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ

২৭৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ....ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যুবাইর (রা)-কে বলেছিলেন, এখানেই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে পতাকা পুঁতে রাখতে আদেশ করেছিলেন?

١٨٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ :
سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ قَالَهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি ঃ এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহ্র শরীক করেছে। ৩ ঃ ১৫১ (এ প্রসঙ্গে) জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدَيَّ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا

২৭৬৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা তা বের করছ।

٢٧٧٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ وَهُوَ بِاِيْلِيَاءَ ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ ، فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ بْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ اَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ

২৭৭০ আবুল ইয়ামান (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবূ সুফিয়ান জানিয়েছেন, (রোম সম্রাট) হিরাক্‌ল (হিরাক্লিয়াস) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া (বর্তমান ফিলিস্তিন) নামক

স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন, যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। এরপর আমাদেরকে (দরবার হতে) বাইরে নিয়ে আসা হল। তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললাম, যখন আমরা বহিষ্কৃত হচ্ছিলাম, আবূ কাবশার পুত্রের[১] বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে।

١٨٦٤. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

১৮৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পাথেয় বহন করা। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ ঃ ১৯৭

٢٧٧١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِيْ اَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ اَبِيْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ ، وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبُطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُ بِهِ اِلاَّ نِطَاقِيْ، قَالَ فَشُقِّيْهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيْ بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالْاٰخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ

২৭৭১ উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাথেয় গুছিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা (রা) বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাচ্ছিলাম না। তখন আবূ বকর (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার কোমর বন্ধনী ব্যতীত বাঁধার কিছুই পাচ্ছি না। আবূ বকর (রা) বললেন, একে দ্বিখণ্ডিত কর। এক খণ্ড দ্বারা মশক এবং অপর খণ্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই আমাকে বলা হত দু' কোমর বন্ধনীর অধিকারীণী।

٢٧٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ

১. আবূ কাবশা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুধ মা হালীমা (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেকার ঘটনা হিসাবে তাচ্ছিল্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আবূ কাবশার পুত্র বলেছিলেন।

الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৭৭২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগের কুরবানীর গোশত মদীনা পর্যন্ত পাথেয়রূপে গ্রহণ করতাম।

২৭৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِيْ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ أَدْنٰى خَيْبَرَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا

২৭৭৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ....সুয়াইদ ইব্‌ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তাঁরা সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নবী ﷺ -এর নিকট যবের ছাতু ব্যতীত কিছুই উপস্থিত করা হয়নি। আমরা তা পানির সাথে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সালাত আদায় করলাম।

২৭৭৪ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُوْنَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثٰى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوْا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৭৭৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মারহুম (র) ....সালামা (ইব্‌ন আকওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাদের উট যবেহ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর (রা)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, উট যবেহ করে তারপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সকল লোক উট যবেহ করে খেয়ে ফেলার পর কিরূপে বাঁচবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবারের জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।'

١٨٦٥. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

১৮৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁধে পাথেয় বহন করা

٢٧٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِىَ زَادُنَا حَتّٰى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً ، قَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ ، قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا حَتّٰى اَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا حُوْتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا اَحْبَبْنَا

২৭৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কি করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারানোটা অনুভব করলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটি বিরাট মাছ তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি তৃপ্তি সহকারে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম।

١٨٦٦. بَابُ اِرداف اَلْمَرْأَة خَلْفَ اَخِيْهَا

১৮৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো

٢٧٧٦ حَدَّثَنَا عَمْــرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْــمَانُ بْنُ الْاَسْــوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِاَجْرِ حَجٍّ وَعُمْـرَةٍ ، وَلَمْ اَزِدْ عَلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَنْ يُعْـمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ، فَانْتَظَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ حَتّٰى جَاءَتْ

২৭৭৬ আমর ইব্‌ন আলী (র) ....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাহাবীগণ তো হজ্জ ও উমরার সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন, আর আমি তো হজ্জ থেকে অতিরিক্ত কিছুই করতে পারলাম না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যাও, আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উঁচুভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

٢٧٧٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْــرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْــدِ الرَّحْــمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اُرْدِفَ عَائِشَةَ فَاُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ

২৭৭৭ আবদুল্লাহ্ (র) ....আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আয়িশা (রা)-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

١٨٦٧. بَابُ الْاِرْتِدَافِ فِى الْغَزْوِ وَالْحَجِّ

১৮৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা

٢٧٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْــبَةُ بْنُ سَعِيْــدٍ حَدَّثَنَا عَبْــدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ

اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَانَّهُمْ لَيَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

২৭৭৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালনার্থে লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করছিল।

١٨٦٨. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

১৮৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা

٢٧٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ ، وَاَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ

২৭৭৯ কুতাইবা (র) ....উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার পিঠে পালান লাগিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে আরোহণ করেন। আর উসামা (রা)-কে তাঁর পেছনে বসালেন।

٢٧٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفُتِحَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلاً ، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا ، فَسَأَلَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسْأَلَهُ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ

২৭৮০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) ....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা) এবং চাবি সংরক্ষক উসমান ইব্ন তালহা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। তারপর উসমান (রা)-কে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবার (দ্বার) খুলে দেওয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভেতের প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান (রা)। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?

١٨٦٩. بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

১৮৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ রিকাব বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা

٢٧٨١ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيْطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ۔

২৭৮১ ইসহাক (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদকা রয়েছে। প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা।

١٨٧٠. بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ الَى اَرْضِ الْعَدُوِّ ، وكَذٰلِكَ يُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ الْقُرْاٰنَ

১৮৭০. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ সহ শত্রু ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয়। অনুরূপ মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র) ....ইব্ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর অনুসরণকারী ইব্ন ইসহাকও........... ইব্ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা) শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআনুল করীম জানতেন

٢٧٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

২৭৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٧١. بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

১৮৭১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা

٢٧٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَؤُا اِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ، وَاَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادٰى مُنَادِيْ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا ، تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ

২৭৮৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতি প্রত্যুষে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহূদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ্ আগমন করেছে। ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন ভয় প্রদর্শিতদের সকাল মন্দ হয় এবং আমরা সেখানে কিছু গাধা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা এগুলোর (গোশ্ত) রান্না করলাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশত (আহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। (এতদশ্রবণে) ডেকগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হল তাতে যা ছিল তা সহ। আলী (রা) সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ তাঁর দু'হাত উপরে উঠান বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٨٧٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِى التَّكْبِيْرِ

১৮৭২. পরিচ্ছেদ ঃ তাকবীর জোরে জোরে বলা অপছন্দনীয়

٢٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ

২৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)........আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী।

١٨٧٣. بَابُ التَّسْبِيْحِ اِذَا هَبَطَ وَادِيًا

১৮৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পড়া

٢٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

١٨٧٤. بَابُ التَّكْبِيْرِ اِذَا عَلاَ شَرَفًا

১৮৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

٢٧٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَاِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচুস্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

٢٧٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ ثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ الْغَزْوِ يَقُوْلُ كُلَّمَا اَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : اَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، قَالَ لاَ

২৭৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এরূপ বলেছেন যে, যখন জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি ঘাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌছে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদত পালনকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন।" সালেহ (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, আবদুল্লাহ্ কি ইনশাআল্লাহ্ বলেননি? তিনি বললেন, না।

١٨٧٥. بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْاِقَامَةِ

১৮৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায়

٢٧٨٨ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى مِرَارًا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

২৭৮৮ মাতার ইব্ন ফাযল (র)..........আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়াযিদ ইব্ন আবূ কাবশা (রা) সফরে ছিলেন। আর ইয়াযিদ (রা) মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবূ বুরদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি আবূ মূসা (আশআরী) (রা)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে মুকীম অবস্থায় বা সুস্থ অবস্থায় আমল করত।

١٨٧٦. بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ

১৮৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ একাকী ভ্রমণ করা

٢٧٨٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلاَثًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ : الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

২৭৮৯ হুমাইদী (র) ....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে আহবান করেন। যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, আবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। এরূপ তিনবার বললেন। নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ মদদগার থাকে আর আমার বিশেষ মদদগার হচ্ছে যুবাইর।' সুফিয়ান (র) বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়।

٢٧٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ

২৭৯০ আবুল ওয়ালীদ ও আবূ নুআইম (র).........ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফর করতে কি অনিষ্ট রয়েছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

١٨٧٧. بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَي الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ الْحَدِيْثَ

১৮৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক, কাজেই যে ব্যক্তি আমার সাথে তাড়াতাড়ি যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি চলে

٢٧٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيٰى يَقُوْلُ وَاَنَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّىْ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ

২৭৯১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া (র) বলতেন, উরওয়া (র) বলেন, "আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা বাদ পড়েছে। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত খালি জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চাইতে দ্রুত গতিতে চলা।

٢٧٩٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

২৭৯২ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র).........আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ (রা)-এর ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি উট থেকে অবতরণ করে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করেন। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত চলার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার উভয় সালাত পরপর এক সাথে আদায় করতেন।

٢٧٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ

২৭৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সফর যেন আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন সফরে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, সে যেন তারপর নিজ পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত চলে আসে।

١٨٧٨. بَابٌ اِذَا حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فَرَاٰهَا تُبَاعُ

১৮৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৭৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহ্র রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। তারপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা ক্রয় করে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফেরত নিও না।

٢٧٩٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَابْتَاعَهُ اَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ بِدِرْهَمٍ ، فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ

২৭৯৫ ইসমাঈল (র).........উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে তা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট

করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি ক্রয় করতে ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সাদকা দান করত ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়।

١٨٧٩. بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

১৮৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া

٢٧٩٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَيٌّ وَالِدَاكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

২৭৯৬ আদম (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের খেদমত করতে চেষ্টা কর।'

١٨٨٠. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِيْ أَعْنَاقِ الْاِبِلِ

১৮৮০. পরিচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে

٢٧٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً اَنْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ

২৭৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ....আবূ বাশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আবদুল্লাহ্ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি

(আবূ বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন সংবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।[১]

١٨٨١. بَابٌ مَنِ اكْتُتِبَ فِيْ جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً ، اَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنَ لَهُ

১৮৮১. পরিচ্ছেদ ঃ যার নাম জিহাদে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওযর দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?

২৭৯৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً ، قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

২৭৯৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।'

١٨٨٢. بَابُ الْجَاسُوْسِ التَّجَسُّسُ التَّبَحُّثُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ،

১৮৮২. পরিচ্ছেদ ঃ গোয়েন্দাগিরী করা। তাজাস্‌সুস শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজ-খবর নেওয়া। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (৬০ ঃ ১)

১. জাহেলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্য লটকানো হতো যাতে উট নজর থেকে রক্ষা পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।

২৭৯৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ وَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ ، فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ ، فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ اِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ ، فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ ، قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ سُفْيَانُ وَاَيُّ اِسْنَادٍ هٰذَا

২৭৯৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ....আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ্ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।' তখন আমরা রওনা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে

চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্ নামক বাগানে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বাহির কর।' সে বলল, 'আমার কাছে তো কোন পত্র নেই।' আমরা বললাম, 'তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।' তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হে হাতিব! একি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, যদ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।' তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' সুফিয়ান (র) বলেন এ সনদটি কতই না উত্তম।

١٨٨٣. بَابُ الْكِسْوَةِ لِلأُسَارَى

১৮৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীদের পোশাক প্রদান

২৮০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِىَ بِأُسَارَى وَأُتِىَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَهُ قَمِيْصًا ، فَوَجَدُوا قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النَّبِىُّ ﷺ اِيَّاهُ ، فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِىُّ ﷺ قَمِيْصَهُ الَّذِى اَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يُكَافِئَهُ

২৮০০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং আব্বাস (রা)-কেও আনা হল আর তখন তাঁর

শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী ﷺ সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী ﷺ নিজ জামা খুলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে (তার মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্‌ন উয়াইনাহ্ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর প্রতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন।

١٨٨٤. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى يَدَيْهِ رَجُلٌ

১৮৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার ফযীলত

٢٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَهْلٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطٰى فَغَدَوْا كُلُّهُم يَرْجُوْهُ ، فَقَالَ اَيْنَ عَلِىٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ ، فَقَالَ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

২৮০১ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)........সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে, আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ভালবাসেন। লোকেরা সারা রাত এ চিন্তায় কাটিয়ে দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেওয়া হয়? আর পরদিন সকালে প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ্) বললেন, 'তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা অপরিহার্য

তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

١٨٨٥. بَابُ الْأُسَارَى فِى السَّلَاسِلِ

১৮৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী

٢٨٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى السَّلَاسِلِ

২৮০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٨٨٦. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

১৮৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা

٢٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَىٍّ اَبُوْ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُوْنُ لَهُ الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا يُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ اَدَبَهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِىْ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اٰمَنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِىْ يُؤَدِّى حَقَّ اللّٰهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْئٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِىْ اَهْوَنَ مِنْهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৮০৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ....আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তিন প্রকারের ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য

থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারপর নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। যে গোলাম আল্লাহ্‌র হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে) শা'বী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ছাড়াই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মদীনা পর্যন্ত সফর করতেন।

١٨٨٧. بَابُ اَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالْذَّرَارِىُّ بَيَاتًا لَيْـــلاً لَنُبَيِّتَنَّهُ لَيْلاً بَيَّتُ لَيْلاً

১৮৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত بَيَاتًا - لَنُبَيِّتَنَّهُ এবং بَيَّتَ এ শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে রাতের সময় বুঝানো হয়েছে।

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُم قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِى الذَّرَارِىِّ وَكَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ

২৮০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...........সা'ব ইব্ন জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

١٨٨٨. بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৮০৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত পাওয়া যায়, তখন নবী ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

١٨٨٩. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা

٢٨٠٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لاَبِيْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ مَغَازِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৮০৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

١٨٩٠. بَابٌ لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللّٰهِ

১৮৯০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না

٢٨٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ

بَعْث فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ اِنِّىْ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

২৮০৭ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে।' তারপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম. তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কিন্তু আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সমীচীন নয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।'

٢٨٠٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اُحَرِّقْهُمْ لاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

২৮০৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ....ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

١٨٩١. بَابٌ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فِيْهِ حَدِيْثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ يَعْنِىْ يَغْلِبَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا الاية

১৮৯১. পরিচ্ছেদ ঃ (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন) এর পর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। (৪৭ ঃ ৪) প্রসঙ্গে সুমামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট বন্দী থাকবে দেশে ব্যাপক ভাবে শত্রুপরাভূত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ দেশে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ। (৮ ঃ ৬৭)

١٨٩٢. بَابٌ هَلْ لِلأَسِيْرِ اَنْ يَقْتُلَ اَوْ يَخْدَعَ الَّذِيْنَ اَسَرُوْهُ حَتّٰى يَنْجُوْ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيْهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৮৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে, তাদের সাথে কৌশল করত তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করবে কি? এ প্রসঙ্গে মিসওয়ার (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٩٣. بَابٌ اِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

১৮৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে?

٢٨٠٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِنَا رِسْلاً قَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ اِلاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا حَتّٰى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا وَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ، فَاَتَى الصَّرِيْخُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتّٰى اُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَتَلُوْا وَسَرَقُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِى الْاَرْضِ فَسَادًا

২৮০৯ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র),........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উক্ল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ -এর নিকট এল। মদীনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য দুগ্ধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বল-লেন, তোমরা বরং সাদকার উটের পালের কাছে যাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। তারপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলমান হওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন জনৈক সংবাদদাতা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। নবী ﷺ অশ্বারোহীদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত

দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করেনি। ইতোমধ্যেই তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে লৌহশলাকা উত্তপ্ত করে তাদের চোখে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদেরকে প্রস্তরময় উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে তারা মারা যায়। আবূ কিলাবা (রা) বলেন, (তাদেরকে এরূপ শাস্তি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে,) তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে (ধর্ম ত্যাগী হয়ে) যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াতে চেষ্টা করেছে।

١٨٩٤. بَابٌ

১৮৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٨١٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ اللّٰهَ

২৮১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলিকার সমগ্র আবাসটি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপিলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠকারী জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

١٨٩٥. بَابُ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيْلِ

১৮৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া

٢٨١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِىْ جَرِيْرٌ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِىْ خَشْعَمَ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ

قَالَ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ ، وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِخَبَرِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْوَفُ اَوْ اَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِىْ خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

২৮১১ মুসাদ্দাদ (র)........জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশআম গোত্রে একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রা) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীর সাথে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা নিপুণ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রা) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' তারপর জারীর (রা) সেখানে গমন করেন এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সংবাদ নিয়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রা)-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

٢٨١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ

২৮১২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)........ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বনী নাযীর ইয়াহুদীদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

١٨٩٦. بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ

১৮৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা

٢٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ

قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِيْ رَافِعٍ لِيَقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِيْ مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ قَالَ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ فَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا يَطْلُبُوْنَهُ فَخَرَجْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ اُرِيْهِمْ اَنِّيْ اَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوْا وَدَخَلْتُ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوْا الْمَفَاتِيْحَ فِيْ كُوَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوْا اَخَذْتُ الْمَفَاتِيْحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ فَاَجَابَنِيْ فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَاَنِّيْ مُغِيْثٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ فَقَالَ مَالَكَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَانُكَ قَالَ لَا اَدْرِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِيْ قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِيْ فِيْ بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَاَنَا دَهِشٌ فَاَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِاَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِيْ فَخَرَجْتُ اِلٰى اَصْحَابِيْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتّٰى اَسْمَعَ الْوَاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى سَمِعْتُ نَعَايَا اَبِيْ رَافِعٍ تَاجِرِ اَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِيْ قَلَبَةٌ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ

২৮১৩ আলী ইব্ন মুসলিম (র)..........বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একটি দল আবূ রাফে ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহূদীদের দুর্গে ঢুকে পড়ল। তিনি বলেন, তারপর আমি তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধার খোঁজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দুর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলো একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম এবং দুর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবূ রাফের নিকট পৌঁছলাম

এবং বললাম, হে আবূ রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার মা ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সব শক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তার হাঁড় পর্যন্ত পৌছে কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিঁড়ির কাছে এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীণীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিজাযবাসীদের বণিক আবূ রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং আমার তখন কোনরূপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।

٢٨١٤ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

২৮১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).........বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একদলকে আবূ রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক (রা) রাত্রীকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

١٨٩٧. بَابُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

১৮৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না

٢٨١٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوْعِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُوْ النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَرَاْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا

২৮১৫ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)..........উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্র আযাদকৃত গোলাম আবুন নাযার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্র লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) একখানি পত্র লিখেন। যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম--তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর সাথে কোন এক মুখোমুখী যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ্, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'

মূসা ইব্ন উকবা (র) বলেন, সালিম আবুন নযর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লার লেখক ছিলাম। তখন তার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর একখানা পত্র পৌঁছল এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আবূ আমির (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

١٨٩٨. بَابُ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ

১৮৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ হল কৌশল

٢٨١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ الْخَدْعَةَ

২৮১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).........আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রা ধ্বংস হবে, তারপর আর কিস্‌রা হবে না। আর (রোমক সম্রাট) কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারপর আর কায়সার হবে না। এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাহে বন্টিত হবে। আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেন।

٢٨١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَصْرَمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ بَوْرُ بْنُ اَصْرَمَ

২৮১৭ আবূ বকর ইব্‌ন আসরাম (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আবূ বকর হলেন বূর ইব্‌ন আসরাম।

٢٨١٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ

২৮১৮ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধ হল কৌশল।'

١٨٩٩. بَابُ الْكَذِبِ فِى الْحَرْبِ

১৮৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

٢٨١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ قَد عَنَّانَا وَسَاَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَاَيضًا وَاللّٰه قَالَ فَاِنَّا قَد اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ اَن نَدعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى مَا يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى اِسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

২৮১৯ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার বললেন, 'কে আছ যে কা'ব ইব্‌ন আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদকা চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'ব বলল, 'এখন আর কী হয়েছে?' তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ট হয়ে পড়বে।' মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বললেন, 'আমরা তাঁর অনুসরণ করেছি, এখন তাঁর পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

١٩٠٠. بَابُ الْفَتْكِ بِاَهْلِ الْحَرْبِ

১৯০০. পরিচ্ছেদ ঃ হারবীকে গোপনে হত্যা করা

٢٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِىْ فَاَقُوْلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

২৮২০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, 'কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাস-লামা (রা) বললেন, 'আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি প্রদান করলাম।'

١٩٠١. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحُدِّثَ بِهِ فِيْ نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَاصَافُ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

১৯০১. পরিচ্ছেদ ঃ যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ। লায়স (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে সাথে নিয়ে ইব্ন সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন লোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের আড়াল করতে লাগলেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে গুণগুণ করছিল। তখন ইব্ন সাইয়াদ-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে বলে উঠল, হে সাফ ! (ইব্ন সাইয়াদের সংক্ষিপ্ত নাম) এই যে, মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইব্ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ মহিলা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যেত।

١٩٠٢. بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِيْهِ سَهْلٌ وَاَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ

১৯০২. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরীখা খননকালে স্বর উঁচু করা। এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ (র) সালামা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে

٢٨٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتّٰى وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ

اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا = وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا = وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَ قَيْنَا

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا = اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

২৮২১ মুসাদ্দাদ (র)........বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ আপনি যদি আমাদেরকে হিদায়ত না করতেন, তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না। আর আমরা সাদ্‌কা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শত্রুগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিত্‌না সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।" আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন।

١٩٠٣. بَابُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

১৯০৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না

٢٨٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اِنِّىْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِى وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا

২৮২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন্ নুমাইর (র).......জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ্! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত বানান।'

١٩٠٤. بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ اَبِيْهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِى التُّرْسِ

১৯০৪. পরিচ্ছেদ ঃ চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَالُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِيْ تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِيْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ ثُمَّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

২৮২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).........সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখম কিরূপে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল (রা) বলেন, এখন আর এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ অবশিষ্ট নেই। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে নিয়ে আনছিলেন, আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন এবং একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখমের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

١٩٠٥. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْاِخْتِلَافِ فِى الْحَرْبِ وَعُقُوْبَةِ مَنْ عَصَى اِمَامَهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ يَعْنِى الْحَرْبَ

১৯০৫ পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (৮ ঃ ৪৬) الرِّيْحُ অর্থাৎ যুদ্ধ

٢٨٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَاَبَا مُوْسٰى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

২৮২৪ ইয়াহ্ইয়া (র).........আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ও আবূ

মূসা (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও নির্দেশ দেন যে, 'লোকদের প্রতি নম্রতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর মতৈক্য পোষণ করবে, মতভেদ করবে না।'

২৮২৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَانُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَاَوْطَانَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ ، فَهَزَمَهُمْ قَالَ فَاَنَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَسُوْقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ اَىْ قَوْمُ الْغَنِيْمَةَ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا اَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ فَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ اِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ اُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَاَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً ، فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُجِيْبُوْهُ ثُمَّ قَالَ : اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ : اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوْا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللّٰهِ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لاَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُوْؤُكَ ، قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ اِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِىْ ، ثُمَّ اَخَذَ يَرْتَجِزُ اُعْلُ

هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ تُجِيْبُوْهُ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ قَالَ اِنَّ لَنَا الْعُزّٰى وَلاَ عُزّٰى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ تُجِيْبُوْهُ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ

২৮২৫। আমর ইব্ন খালিদ (র)........বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পক্ষীকুল ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি মুশরিকদের মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ পরিধেয় বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করেছে। যাতে পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, 'লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের?' তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলে গিয়েছো?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করব।' তারপর যখন তাঁরা স্বস্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বারজন লোক ব্যতীত অপর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। কাফিরগণ এ সুযোগে মুসলমানদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বদর যুদ্ধে নবী ﷺ -ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সত্তরজনকে বন্দী ও সত্তর জনকে নিহত করেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল--'লোকদের মধ্যে কি আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বকর (রা) জীবিত আছে?' পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র (উমর (রা) জীবিত আছে?' তারপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, 'এরা সবাই নিহত হয়েছে।' এ সময় উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওহে আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্র শপথ, তুমি মিথ্যা বলছো। যাঁদের তুমি নাম উচ্চারণ করেছো তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। তোমাদের জন্য চরম পরিণতি অবশিষ্ট রয়েছে।' আবূ সুফিয়ান বলল, 'আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির ন্যায়। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত দেখবে, আমি এর আদেশ করিনি কিন্তু তা আমি অপছন্দও করিনি।' এরপর বলতে লাগল, 'হে হুবাল (মূর্তি)! তুমি উন্নত শির হও। হে হুবাল! তুমি উন্নত শির হও।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এর উত্তর দিবে না?' তাঁরা বললেন, 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ তা'আলাই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তিনিই মাহিমান্বিত।' আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের জন্য উয্যা (দেবতা) রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা কি তার উত্তর দিবে না?' বারা (রা) বলেন, 'সাহাবাগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।'

١٩٠٦. بَابٌ اِذَا فَزِعُوْا بِاللَّيْلِ

১৯০৬. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে যখন (শত্রুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়

٢٨٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا ، قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى فَرَسٍ لاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِى الْفَرَسَ

২৮২৬ কুতায়বা (র).........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও সর্বাধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মদীনাবাসী রাতের বেলায় একটি আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর গদীবিহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারী ঝুলিয়ে তাদের সম্মুখে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা ভয় পেয়ো না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।'

١٩٠٧. بَابٌ وَمَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتّٰى يُسْمِعَ النَّاسَ

১৯০৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, "বিপদ আসন্ন!" যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে

٢٨٢٧ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِىْ غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَابِكَ

قَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِىِّ ﷺ قُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ ، فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ اَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى اَلْقَاهُمْ وَقَدْ اَخَذُوْهَا ، فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَقُوْلُ : اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَشْرَبُوْا فَاَقْبَلْتُ بِهَا اَسُوْقُهَا فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَاِنِّىْ اَعْجَلْتُهُمْ اَنْ يَشْرَبُوْا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِى اِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ : مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ ، اِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِىْ قَوْمِهِمْ

২৮২৭ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাবাহ্‌ নামক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উচুঁস্থানে পৌছলাম, সেখানে আমার সাথে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাত হল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, নবী ﷺ -এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ্‌ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত লোক ছিল সকলকে আওয়ায শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ায়ের পুত্র (সালামা) আর আজ কমিনাদের ধ্বংসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নবী ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকগুলো পিপাসার্ত । আমি এত দ্রুততার সাথে কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার অবকাশ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইব্‌ন আক্‌ওয়া! তুমি তাদের উপর জয়ী হয়েছ, এখন তাদের ব্যাপার ছাড়। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌছে গেছে, তথায় তাদের আতিথেয়তা হচ্ছে।'

١٩٠٨. بَابُ مَنْ قَالَ خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ فُلاَنٍ وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ

১৯০৮. পরিচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপকালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) আমি অমুকের পুত্র। আর সালামা (ইব্‌ন আকওয়া (রা) তীর নিক্ষেপ কালে) বলেছেন, এটা লও (পালিও না) আমি আকওয়ার পুত্র।

٢٨٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ

الْبَرَاءُ وَاَنَا اَسْمَعُ ، اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ فَمَارُؤِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْهُ

২৮২৮ উবাইদুল্লাহ (র) ....আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আবূ উমারাহ! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? বারা (রা) বললেন, (আবু ইসহাক (র) বলেন), আর আমি তা শুনছিলাম, সেদিন তো রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ্র নবী, মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান । তিনি (বারা) (রা) বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুদৃঢ় আর কাউকে দেখা যায়নি।

١٩٠٩. بَابٌ اِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلٰى حُكْمِ رَجُلٍ

১৯০৯. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে

٢٨٢٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبٰى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

২৮২৯ সুলাইমান ইব্ন হারব্ (র).......... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তখন সা'দ (রা) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট

বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমিই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর)।' সা'দ (রা) বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করেছ।'

١٩١٠. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

১৯১০. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা

٢٨٣٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ

২৮৩০ ইসমাঈল (র)..........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইব্‌ন খাতাল্ কা'বার পর্দা ধরে জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাকে হত্যা কর।'

١٩١١ بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرِ وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

১৯১১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু' রাকআত (সালাত) আদায় করল

٢٨٣١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ ، وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدْأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ

حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَاٰهُمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَؤُا اِلٰى فَدْفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوْا لَهُمْ اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْنَا بِأَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ لاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَمِيْرُ السَّرِيَّةِ اَمَّا اَنَا فَوَ اللّٰهِ لاَ اَنْزِلُ الْيَوْمَ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْاَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَاَوْثَقُوْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ فِيْ هٰؤُلاَءِ لَأُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبٰى فَقَتَلُوْهُ فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا فَأَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ ، فَاَخَذَ اِبْنًا لِيْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِيْ وَجْهِيْ ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ ، وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ فَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّٰهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُوْنِيْ اَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوْهُ

فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ اَنْ تَظُنُّوْا اَنَّ مَا بِىْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَقَالَ

لَسْتُ أُبَالِىْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيْبَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلٰى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى اَنْ يَقْطَعَا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

২৮৩১ আবুল ইয়ামান (র)..........আমর ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইব্ন সাবিত আনসারীকে তাঁদের দলপতি নিযুক্ত করেন। যিনি আসিম ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাবের মাতামহ ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহ্ইয়ান বলা হয় তাদের কাছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজ ব্যক্তিকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহাবীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফিরগণ তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসিম (রা) সহ সাত জনকে শহীদ করলো। এরপর অবশিষ্ট তিন জন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেঁধে ফেললো। তখন

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'সূচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন।' কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইব্‌ন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে ফেলে। এ বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইব্‌ন আ'মিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রা) হারিস ইব্‌ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আয়ায্ অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব (রা)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার নিকট থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। (হারিসের কন্যা বলল) আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুর ছড়া থেকে খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এসময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হেরেম থেকে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রা) তাদের বললেন, আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দান করল। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন।' তারপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেন ঃ "যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।" অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকআত সালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রা)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসিম (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা' যা' আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আসিম (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসিম (রা) কুরাইশদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের (হেফাজতের জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল (এই মৌমাছিরা) তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর দেহ হতে কোন এক টুকরা গোশ্‌ত কেটে নিতে সক্ষম হয়নি।

١٩١٢. بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯১২. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে আবূ মুসা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে

২৮৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِيَ ، يَعْنِي الْاَسِيْرَ ، وَاَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ

২৮৩২ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).......... আবূ মূসা (আশয়ারী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।

২৮৩৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ اَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ اِلاَّ مَافِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلاً فِي الْقُرْاٰنِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ ، وَاَنْ لاَيُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৮৩৩ আহ্‌মদ ইব্ন ইউনুস (র)..........আবূ জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট ওহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দীয়াতের বিধান, বন্দী মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত নির্দেশ)।'

١٩١٣. بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

১৯১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের মুক্তিপণ

২৮৩৪ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ اسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْنَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ فَاِنِّى فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ خُذْ فَاَعْطَاهُ فِىْ ثَوْبِهِ

২৮৩৪ ইসমাঈল ইব্ন আবূ উয়াইস (র)...আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারীগণের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, একটি দিরহামও ছেড়ে দিবে না। ইব্রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট আব্বাস (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকীলেরও মুক্তিপণ আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিয়ে নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন।

٢٨٣٥ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ جَاءَ فِى اُسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ

২৮৩৫ মাহমুদ (র).......জুবাইর (ইব্ন মুতয়িম) (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট) এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি।

١٩١٤. بَابُ الْحَرْبِىِّ اِذَا دَخَلَ دَارَ الْاِسْلاَمِ بِغَيْرِ اَمَانٍ

১৯১৪. পরিচ্ছেদঃ হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

٢٨٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ يَعْنِىْ اَعْطَاهُ

২৮৩৬ আবূ নুআঈম (র)....... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।' নবী ﷺ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

١٩١٥. بَابٌ يُقَاتَلُ عَنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ يُسْتَرَقُّوْنَ

১৯১৫. পরিচ্ছেদ ঃ জিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না

٢٨٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَ ذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ

২৮৩৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পর যিনি খলীফা হবেন) আমি তাঁকে এ অসীয়ত করছি যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থ্যের বাইরে তাদের উপর যেন জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) ধার্য করা না হয়।'

١٩١٦. بَابٌ هَلْ يُسْتَشْفَعُ اِلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُعَامَلَتِهِمْ

১৯১৬. পরিচ্ছেদ ঃ জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

١٩١٧. بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

১৯১৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন প্রদান

٢٨٣٨ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوْا اَهَجَرَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِىْ فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ ، وَاَوْصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ، اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ ، وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ، وَقَالَ يَعْقُوْبُ : وَالْعَرْجُ اَوَّلُ تِهَامَةَ

২৮৩৮ কাবীসা (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে (যমিনের) কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ত্যাগ করছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশেষে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবূ আব্দুল্লাহ (র) বলেন, ইব্ন মুহাম্মদ (র) ও ইয়াকূব (র) বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন আবদুর রাহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকূব (র) বলেন, 'তিহামা আরম্ভ হল 'আরজ থেকে ।'

١٩١٨. بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُوْدِ

১৯১৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া

٢٨٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى

اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ .

২৮৩৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র).........(আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) একজোড়া রেশমী কাপড় বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি খরীদ করুন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ লেবাস তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন, রাবীর সন্দেহ) এরূপ লেবাস সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই।' এ অবস্থায় উমর (রা) কিছুদিন অবস্থান করেন, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল। এরপর নবী ﷺ একটি রেশমী জুব্বা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ লেবাস তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে,) তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে), তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে।

١٩١٩. بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْاِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِيِّ

১৯১৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?

٢٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَىٍ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاذَا تَرٰى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُلِّطَ

عَلَيْكَ الْاَمْـرُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْـئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ
الدُّخُّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
ائْذَنْ لِىْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ
وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِىْ قَتْلِهِ * قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ
وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِىْ فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ النَّخْلَ
طَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنُ صَيَّادٍ اَنْ يَسْمَعَ
مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فِىْ
قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ ، فَرَأَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ
النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ
النَّبِىُّ ﷺ لَوْتَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى
النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ
وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ
لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِاَعْوَرَ

২৮৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইব্ন সাইয়াদের কাছে যান । তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইব্ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আগমন সম্পর্কে) সে কোন কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (হে ইব্ন সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল? তখন ইব্ন সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল। ইব্ন সাইয়াদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট সত্য- মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে। নবী ﷺ আরও বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি (বলতো তা' কি?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধুঁয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর (রা) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, যদি

সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইব্‌ন সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইব্‌ন সাইয়াদের অজ্ঞাতসারে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইব্‌ন সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কি কি যেন গুণগুণ করছিল। তার মা নবী ﷺ -কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ ডালের আড়ালে আসছেন। তখন সে ইব্‌ন সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, মহিলাটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর সালিম (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানান নি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে কানা আর অবশ্যই আল্লাহ কানা নন।

١٩٢٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْيَهُوْدِ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

১৯২০. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ "ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে"। এ বাণী মাকবুরী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

١٩٢١. بَابُ اِذَا اَسْلَمَ قَوْمٌ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَهُمْ مَالٌ وَاَرْضُوْنَ فَهِيَ لَهُمْ

১৯২১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে

٢٨٤١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيْ

২৮৪১ মাহমুদ (র)......... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল আপনি মক্কায় পৌছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি

বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে? এরপর বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বানূ কানানার মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করব। যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফরীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানূ কানানা ও কুরায়েশগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানূ হাশেমের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিজগৃহে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী (র) বলেন, খায়ফ হচ্ছে একটি উপত্যকা।

٢٨٤٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعٰى هُنَيًّا عَلَى الْحِمٰى ، فَقَالَ يَاهُنَىُّ اُضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَاَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَاِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَاِنَّهُمَا اِنْ تَهْلِكْ مَا شِيَتُهُمَا يَرْجِعَا اِلٰى زَرْعٍ وَ نَخْلٍ وَاِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ اِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا ، يَأْتِنِىْ بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَتَارِكُهُمْ اَنَا لاَ اَبَالَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ اَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ اَنْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ اِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَاَسْلَمُوْا عَلَيْهَا فِى الْاِسْلاَمِ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِىْ اَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا

২৮৪২ ইসমাঈল (র)......আসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) হুনাইয়া নামক তাঁর এক আযাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হুনাইয়া! মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, মজলুমের দু'আ কবূল হয়। আর স্বল্প সংখ্যক উট ও স্বল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এ (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দিবে। আর আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ ও উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর পশু ব্যাপারে সর্তক থাকবে (প্রবেশ করতে দিবে না)। কেননা যদি তাঁদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাঁরা তাঁদের কৃষি ক্ষেত ও খেজুর বাগানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশু ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি তাদের বঞ্চিত করতে পারব? হে অবুঝ! সুতরাং পানি ও ঘাস দেওয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রৌপ্য দেওয়ার চাইতে। আল্লাহ্‌র শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহেলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোদ্ধাগণকে আল্লাহর

রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘত পরিমাণ জমিও সংরক্ষণ করতাম না।

١٩٢٢. بَابُ كِتَابَةِ الْاِمَامِ النَّاسَ

১৯২২. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

٢٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبُوْا لِىْ مَنْ يَلْفِظُ بِالْاِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ اَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ ، فَلَقَدْ رَاَيْتُنَا اُبْتُلِيْنَا حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ

২৮৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........... হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হুযাইফা (রা) বলেন, তখন আমরা একহাজার পাঁচশ' লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা একহাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

٢٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةٍ ، وَ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مَابَيْنَ سِتِّمِائَةٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةٍ

২৮৪৪ আবদান (র)...........আ'মাশ (র) থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ' পেয়েছি। আবূ মুয়াবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, ছয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি।

٢٨٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَاِمْرَاَتِىْ حَاجَّةٌ ، قَالَ اِرْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ اِمْرَاَتِكَ

২৮৪৫ আবূ নু'আইম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর আমার স্ত্রী

হজ্জ আদায়ের সংকল্প করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করে নাও।'

١٩٢٣. بَابٌ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

১৯২৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْاِسْلاَمَ ، هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِيْ قُلْتَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى بِالنَّاسِ اِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২৮৪৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ (র)………. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এসময় সংবাদ এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে

ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।

١٩٢٤. بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِى الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ اِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

১৯২৪. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা

٢٨٤٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِىْ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَاِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ

২৮৪৭ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বা দিতে গিয়ে বললেন, (মোতার যুদ্ধে) যায়িদ (ইব্‌ন সাবিত (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন, এরপর জাফর (ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর খালিদ ইব্‌ন অলীদ (রা) মনোনয়ন ছাড়াই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের কাছে পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন,(রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন) আর তাঁর চক্ষু যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

١٩٢٥. بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ

১৯২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা

٢٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِىٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْ لَحْيَانَ فَزَعَمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوْا وَاسْتَمَدُّوْهُ عَلٰى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ ، قَالَ اَنَسٌ : كُنَّا نُسَمِّيْهِمْ

الْقُرَّاءَ يَحْطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوْا بِهِمْ حَتّٰى بَلَغُوْ بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْابِهِمْ وَقَتَلُوْهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِىْ لَحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّهُمْ قَرَؤُابِهِمْ قُرْاٰنًا اَلاَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا بِاَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ

২৮৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট রি-ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বানূ লাহ্‌ইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন নবী ﷺ সত্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁদের ক্বারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তাঁরা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌছল, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রিল, যাকওয়ান ও বানূ লাহ্‌ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দুআ করে একমাস যাবত কুনূতে নাযিলা পাঠ করেন। কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেন ঃ "আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।' এরপর এ আয়াত পাঠ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মানসূখ হয়ে যায়।

١٩٢٦ . بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَاَقَامَ عَلٰى عَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا

১৯২৬. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাঙ্গনে তিন দিন অবস্থান করা

٢٨٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَلَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ * تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৮৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহীম (র).........আবূ তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের বহিরাঙ্গনে তিন রাত অবস্থান করতেন। মুআয ও আবদুল আ'লাও আবূ তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় রাওহা ইবনে উবাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٩٢٧. بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيْمَةَ فِىْ غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ .

১৯২৭. পরিচ্ছেদ ঃ সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা। রাফে' (রা) বলেন, আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা (গনীমত স্বরূপ) উট ও বকরী লাভ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করেন

٢٨٥٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ

২৮৫০ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জিরানা নামক স্থান থেকে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গনীমত বন্টন করেছিলেন।

١٩٢٨. بَابٌ اِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُوْنَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ

১৯২৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয়, তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়। ইব্‌ন নুমায়র ....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রু তা আটক করে। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন সে ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেই তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আর তাঁর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তখন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পর তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন

٢٨٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، وَاَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ ، عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوْهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَارَ اِشْتَقَّ مِنَ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ الْوَحْشِ اَىْ هَرَبَ .

২৮৫১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)......... নাফি (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা)-এর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌছে যায়। এরপর উক্ত এলাকা মুসলমানদের করতলগত হলে তারা ঘোড়াটি ইব্ন উমর (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবূ আবদুল্লাহ (রা) বলেন, عَارَ শব্দটি عِيْرٌ থেকে উদগত। আর তা হল বন্য গাধা। عَارَ-এর অর্থ هَرَبَ অর্থাৎ পলায়ন করেছে।

٢٨٥٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ عَلٰى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ

২৮৫২ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, যখন মুসলমানগণ রোমীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় মুসলমানদের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় শত্রুরা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। এরপর যখন শত্রুদল পরাজিত হল তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন।

١٩٢٩. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاخْتِلاَفَ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ ، اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ .

১৯২৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে (৩০ ঃ ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন ঃ আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (১৪ঃ৪)

٢٨٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُوْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ

২৮৫৩ আমর ইব্‌ন আলী (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার একটি বকরী ছানা যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যবের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির তোমাদের জন্য খাবার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল।

٢٨٥٤ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِيْ وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِيْ وَاَخْلِفِيْ ثُمَّ اَبْلِيْ وَاَخْلِفِيْ ثُمَّ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذُكِّرَتْ

২৮৫৪ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র)....... উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সান্না-সান্না। (রাবী) আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে নবুয়্যতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরিধান কর)। আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মুবারক) (র) বলেন, উম্মে খালিদ (রা) এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।

٢٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ اَمَا تَعْرِفُ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ سَنَهْ اَلْحَسَنَةُ بِالْحَبَشَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ تَعِشْ اِمْرَاَةٌ مِثْلُ مَا عَاشَتْ هٰذِهِ يَعْنِيْ اُمَّ خَالِدٍ

২৮৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সাদ্‌কার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে রাখেন। তখন নবী ﷺ কাখ্‌-কাখ্‌ (ফেলে দাও, ফেলে দাও) বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা (বানূ হাশিম) সাদ্‌কা খাই না। ইকরিমা (র) বলেন, সান্নাহ হাবশী ভাষায় সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, উম্মে খালিদের মত কোন মহিলা এত দীর্ঘজীবী হয়নি।

١٩٣٠. بَابُ الْغُلُوْلِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৯৩০ পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাত করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর যে ব্যক্তি গনীমতের মাল আত্মসাত করে, সে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ উপস্থিত হবে। (৩ ঃ ১৬১)

٢٨٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَقَالَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىْ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

২৮৫৬ মুসাদ্দাদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং গনীমতের মাল আত্মসাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ হওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট (আল্লাহর বিধান) পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি।

١٩٣١. بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْغُلُوْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهٰذَا اَصَحُّ

১৯৩১. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনায় তিনি আত্মসাৎকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন" কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর এটাই বিশুদ্ধ।

২৮৫৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كَرْكَرَةُ يَعْنِيْ بِفَتْحِ الْكَافِ ، وَهُوَ مَضْبُوْطٌ كَذَا

২৮৫৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).......... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কার্কারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাত করেছিল। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন সালাম (র) বলেছেন, কারকারা।

١٩٣٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فِي الْمَغَانِمِ

১৯৩২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরূহ

২৮৫৮ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ وَاَصَبْنَا اِبِلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا اَوَابِدُ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا ، فَقَالَ

جَدِّيْ : اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ : اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

২৮৫৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)......... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে যুল-হুলাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গনীমত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ লোকদের পেছন সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে (জন্তু যবেহ করে) ডেগ চড়িয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেগগুলো (উপুড় করে ফেলার) নির্দেশ দিলেন এবং উপুড় করে ফেলে দেওয়া হল। এরপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা'আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ সকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যেও কতক বন্য জন্তুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে।' রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা বলেছেন আশঙ্কা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যার যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা হয়েছে) তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি ঃ তা এই যে, দাঁত হল হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।'

١٩٣٣. بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوْحِ

১৯৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিজয়ের সুসংবাদ দান করা

٢٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِنِّيْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِيْ صَدْرِيْ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَاَرْسَلَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ

رَسُوْلُ جَرِيْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِىْ خَثْعَمَ

২৮৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)......... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সান্ত্বনা দিবে না?' এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা বলা হতো। এরপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ' লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। আমি নবী ﷺ -কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।' অবশেষে জারীর (রা) তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী ﷺ-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। জারীর (রা)-এর দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাসা অর্থ খাসআম গোত্রের একটি ঘর।

١٩٣٤ بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيْرُ وَاَعْطٰى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা। কাব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে যখন তাওবা কবুলের সুসংবাদ দান করা হয়, তখন তিনি সংবাদদাতাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'খানা কাপড় দান করেন

١٩٣٥ بَابُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৯৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

২৮৬০ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)........... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, 'মক্কা বিজয়ের পর থেকে (মক্কা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত অবশিষ্ট রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদের আহ্বান জানান হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

٢٨٦١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الاِسْلاَمِ

২৮৬১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)........মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কাছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়। 'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বায়য়াত নিচ্ছি।'

٢٨٦٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا : اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

২৮৬২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা).........আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) সহ আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

١٩٣٦ . بَابٌ اِذَا اُضْطُرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظَرِ فِى شُعُوْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِذَا عَصَيْنَ اللّٰهَ وَتَجْرِيْدِهِنَّ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনবোধে জিম্মী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবস্ত্র করা, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে

٢٨٦٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لاِبْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا اِنِّىْ لاَعْلَمُ مَا الَّذِىْ جَرَّ أَصَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ ائْتُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا (خَاخٍ)

وَتَجِدُوْنَ بِهَا امْرَأَةً اَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَاَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِىْ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ اَوْ لاَ جَرِّدَنَّكِ فَاَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى حَاطِبٍ ، فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ وَاللّٰهِ مَاكَفَرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلْاِسْلاَمِ اِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِكَ اِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ اَحَدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ عُمَرُ : دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَاِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ : مَايُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَهٰذَا الَّذِىْ جَرَّاَهُ

২৮৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাওশাব তায়িফী (র)........আবূ আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন উসমান (রা)-এর সমর্থক। তিনি ইব্‌ন আতিয়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন, কোন্ বস্তু তোমাদের সাথী (আলী (রা)-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবাইর (ইব্‌ন আওয়াম) (রা)-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাক বাগান অভিমুখে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।' আমরা সে বাগানে পৌঁছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, (হাতিব) আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, 'হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব।' তখন সে মহিলা তার কেশের ভাঁজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের পত্রসহ প্রত্যাবর্তনের পর) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগই বর্ধিত হয়েছে। আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন নেই, মক্কায় যার সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন না আছে। যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। (যার বিনিময়ে তারা আমার মাল-আওলাদ হিফাজত করবে।)' তখন নবী ﷺ তাকে সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে নিলেন। উমর (রা) বললেন, 'লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর।' একথাই তাঁকে (আলী (রা) দুঃসাহসী করেছে।

١٩٣٧ . بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

১৯৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো

٢٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِاِبْنِ

جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ

২৮৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র).......ইব্ন আবূ মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন যুবাইর (রা), ইব্ন জাফর (রা)-কে বললেন, তোমার কি স্মরণ আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম? ইব্ন জাফর (রা) বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসেন।

٢٨٦٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

২৮৬৫। মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র)........ সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

١٩٣٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ

১৯৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে ঃ

٢٨٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ : اٰيِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

২৮৬৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).......আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাস্ত করেছেন।

٢٨٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ

عُسْفَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ اَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا ، فَاقْتَحَمَ اَبُوْ طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ قَالَ : عَلَيْكَ الْمَرْاَةَ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلٰى وَجْهِهِ وَاَتَاهَا فَاَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَاَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَ اكْتَنَفْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ : اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

২৮৬৭ আবু মামার (র).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসফান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা)-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এ সময় উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবূ তালহা (রা) দ্রুত এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগে মহিলার খোঁজ নাও। আবূ তালহা (রা) তখন একখানি কাপড় দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর নিকট আসলেন এবং উক্ত কাপড়খানি দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন। তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ পড়লেন, اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকলেন।

٢٨٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ يُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ وَالْمَرْاَةُ ، وَاِنَ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ : اَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ : وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْاَةِ فَاَلْقٰى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا ، فَاَلْقٰى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلٰى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا

بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ ، اَوْ قَالَ : اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ايِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

২৮৬৮ আলী (রা)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও আবূ তালহা (রা) নবী ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাফিয়্যা (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটনীটির পা পিছলিয়ে গেল। এতে নবী ﷺ ও সাফিয়্যা (রা) ছিটকে পড়ে গেলেন। আর আবূ তালহা (রা) তার উট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, 'ইয়া নবী আল্লাহ! আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।' আবূ তালহা (রা) একখানা কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর কাছে গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়্যা (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আবূ তালহা (রা) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন, "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।' আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন।

١٩٣٩. بَابُ الصَّلَاةِ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা

٢٨٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِىْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

২৮৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌছলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, '(হে জাবির!) মসজিদে প্রবেশ কর এবং দু' রাকআত সালাত আদায় কর।'

٢٨٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ

২৮৭০ আবূ আসিম (র).......কাব (ইব্‌ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٩٤٠. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

১৯৪০ পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না

٢٨٧١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً وَ زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِيْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ

২৮৭১ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবেহ করতেন। আর মুআয (রা)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (জাবির (রা) বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে তার গোশ্‌ত আহার করে। আর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

٢٨٧٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ * صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةَ الْمَدِيْنَةِ

২৮৭২ আবুল ওয়ালীদ (র).......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও।' সিরার হচ্ছে মদীনার উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٩٤١. بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

১৯৪১. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া

٢٨٧٣ وحدَّثنا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰه اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَن اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِىَ فَنَاتِىَ بِاِذْخِرٍ ، اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ ، فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَرَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَاِذَا شَارِفَاىَ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ اَمْلِك عَيْنَىَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوْا : فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ وَجْهِىَ الَّذِىْ لَقِيْتُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَالَكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه : مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَىَّ ، فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَافِىْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِىْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنُوْا لَهُمْ،

فَاذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ ، فَاذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاَبِىْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ

২৮৭ আবদান (র).......আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমুসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস (জঙ্গল হতে) সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতিমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান (বসার আসন) থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি জনৈক আনসারীর হুজরার পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সাথে আছে।' আমি নবী ﷺ -এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে আছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়ায়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাকাল। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। পুনরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভীর প্রতি তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাল। এরপর হামযা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (এ ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা)।

٢٨٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَتْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَتْ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ ، قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْاَلُ اَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهِ ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ اَنِّىْ عَمِلْتُ بِهِ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِىْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِىَ الْاَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِعْتَرَاكَ اِفْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ اَصَبْتُهُ وَعَنْهُمْ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِىْ

২৮৭৪ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)........ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্‌তিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবূ বাক্‌র (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদ্‌কা রূপে গণ্য হয়।' এতে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদ্‌কাতে তাঁর অংশ দাবী

করেছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনার সাদ্‌কাকে উমর (রা) তা আলী ও আব্বাস (রা)-কে হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে পূর্ববৎ রেখে দেন। উমর (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হবেন।' যুহরী (র) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা অদ্যাবধি সেরূপই রয়েছে।

٢٨٧٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِيْ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهٖ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا اَنَا جَالِسٌ فِيْ اَهْلِيْ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ اِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِيْ ، فَقَالَ اَجِبْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى رِمَالِ سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَا مَالِ اِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ ، وَقَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَمَرْتَ بِهٖ غَيْرِيْ قَالَ اَقْبِضْهُ اَيُّهَا الْمَرْءُ ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ ، قَالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، قَالَ نَعَمْ ، فَاَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَقْضِ

بَيْنَهُمَا ، وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، قَالَ عُمَرُ : تَيدَكُمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُ كُمَا بِاللّٰهِ اَتَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، قَالَا : قَدْ قَالَ ذَالِكَ، قَالَ عُمَرُ : فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَرَاَ : وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ خَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا اَحْتَازَهَا دُوْنَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ اَعْطَاكُمُوْهُ وَبَثَّهَا فِيْكُمْ ، حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ، قَالُوْا نَعَمْ : ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ تُوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تُوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ اَنَا وَلِيُّ ، اَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِيْ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّيْ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ تُكَلِّمَانِيْ، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، جِئْتَنِيْ يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ ، وَجَاءَنِيْ هٰذَا ، يُرِيْدُ عَلِيًّا ،

يُرِيْدُ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، فَلَمَّا بَدَالِيْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ : اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا ، عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ مُنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا ، فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا ، فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ، قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاِنِّيْ اَكْفِيْكُمَاهَا

২৮৭৫ ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ফারবী (র).......মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম, যখন রোদ প্রখর হল তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসা ছিলেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার গোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ, যুবাইর (ইব্‌ন আওয়াম) ও সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পরে এসে বলল, আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। এরপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বানূ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। উসমান (রা) এবং তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! এঁদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুদ্বেগ করে দিন। উমর (রা) বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণ) মীরাস বন্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদ্‌কারূপে

গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেছেন। এরপর উমর (রা) আলী এবং আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায়-এর সম্পদ থেকে স্বীয় রাসূল ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ছাড়া কাউকেই দান করেন নি। এরপর উমর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ ، فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ ، وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে তাদের অর্থাৎ ইহুদীদের নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ) দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ তা'আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৫৯ ঃ ৬)। সুতরাং এ সকল সম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্বৃত্ত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর স[illegible] (বা[illegible]তুলমালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এরূপই করেছেন। আপনাদেরকে আল্[illegible]ম দিচ্ছি, আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয় অবগত আছেন? এরপর উমর (রা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দিলেন তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবের আয়–উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রা)-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবূ বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) যা যা করতেন, তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। এরপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপার একই। হে আব্বাস (রা)! আপনি আমার নিকট আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর স্ত্রী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবীগণের সম্পদ বন্টিত হয় না আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদ্‌কা-রূপে গণ্য হয়।' এরপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন, যে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা) ও আমি আমার খিলাফতকালে এযাবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের

উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাঁদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহ্র কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট।

١٩٤٢. بَابٌ اَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ

১৯৪২. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ

٢٨٧٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ ، اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَ نَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ، اَلاِيْمَانِ بِاللّٰهِ : شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَعَقَدَ بِيَدِهٖ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيْرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ

২৮৭৬ আবু নু'মান (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুযার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার উপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা আমল করতে আহবান জানাব। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের অঙ্গুলিতে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লব্ধ সম্পদের

এক পঞ্চমাংশ আদায় করা[১]। আর আমি তোমাদের শুষ্ক লাউয়ের খোলে তৈরী পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিপ্ত মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

١٩٤٣. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ

٢٨٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَ مَؤُنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৮৭৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(আমার ওফাতের পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগ বন্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা থেকে আমার সহধর্মিণীগণের ব্যয়ভার ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা সাদ্‌কারূপে গণ্য হবে।'

٢٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِىْ بَيْتِىْ مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ ، اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ

২৮৭৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শাইবা (র).......আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে রয়েছিল। আমি তা থেকে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল।'

٢٨٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

১। চারটি কাজের নির্দেশের কথা থাকলেও এখানে পাঁচটির উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই উপজাতিটি যুদ্ধমান ছিল তাই খুমুসের বিষয়টি এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে।

২৮৭৯ মুসাদ্দাদ (র)......... আমর ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুদ্ধাস্ত্র, সাদা খচ্চর ও কিছু যমীন ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি এবং তাও তিনি সাদ্‌কারূপে রেখে গেছেন।'

١٩٤٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوْتِ اِلَيْهِنَّ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

১৯৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত যে সবের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। (৩৩-৩৩) (হে মুসলমানগণ) তোমরা নবী ﷺ -এর ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না। (৩৩ ঃ ৫৩)

٢٨٨٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى وَ مُحَمَّدٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَّ لَهُ

২৮৮০ হিব্বান ইব্‌ন মূসা ও মুহাম্মদ (র)........উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের পরিচর্যা বিষয়ে তাঁর অপর সহধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।'

٢٨٨١ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ نَوْبَتِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ

২৮৮১ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ -এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (মৃত্যুকালেও) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, আবদুর রাহমান (রা) একটি মিস্‌ওয়াক নিয়ে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিবুতে অপারগ হন। তখন আমি সে মিস্‌ওয়াকটি নিয়ে নিজে চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত মেজে দেই।

٢٨٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِىْ الْمَسْجِدِ ، فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا ، قَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا

২৮৮২ সাঈদ ইব্ন উফাইর (র)....... আলী ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। তখন তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। এরপর যখন তিনি (সাফিয়্যা (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা)-এর দরজার নিকটবর্তী মসজিদের দরজার নিকট পৌঁছলেন তখন দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এরূপ বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দেয়।'

٢٨٨٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهٗ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

২৮৮৩ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..........আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর ঘরের উপর (ছাদে) আরোহণ করি। তখন আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ কিবলাকে পেছন দিকে রেখে শাম (সিরিয়া) মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছেন।

٢٨٨٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

২৮৮৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তার আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে যায়নি।

٢٨٨٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ خَطِيْبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

২৮৮৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্‌বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি আয়িশা (রা)-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই (পূর্বদিক) ফিত্‌না, যে দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময় শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

٢٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ اِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ ، اِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

২৮৮৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).........আমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আয়িশা (রা) আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসা (রা)-এর দুধ চাচা। (নবীজী বললেন) দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।

١٩٤٥. بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ

الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَاٰنِيَتِهِ مِمَّا شْرِكَ فِيْهِ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সে সব থেকে যা ব্যবহার করেছেন, আর তা যার বন্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন

٢٨٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ ، بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلٌ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ

২৮৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (র)........আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে একটি নিয়োগপত্র লিখে দেন। আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুহর দ্বারা মুহরাংকিত করে দেন। উক্ত মুহরে তিনটি লাইন খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রাসূল ও এক লাইনে আল্লাহ।

٢٨٨٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ، فَحَدَّثَنِيْ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....... ঈসা ইব্‌ন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা) দু'টি পশম বিহীন পুরাতন চপ্‌পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনানী (র) পরে আনাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নবী ﷺ -এর পাদুকা (মুবারক) ছিল।

٢٨٨٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا ، وَقَالَتْ فِيْ هٰذَا نُزِعَ رُوْحُ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ، أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ

২৮৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).......আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) একটি মোটা তালী বিশিষ্ট কম্বল বের করলেন আর বললেন, এ কম্বল জড়ানো অবস্থায়ই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান (র) হুমাইদ (র) সূত্রে আবূ বুরদা (রা) থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) ইয়ামানে তৈরী একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি কম্বল যাকে তোমরা জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের কাছে বের করেন।

٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَاصِمٌ رَاَيْتُ الْقَدَحَ ، وَشَرِبْتُ فِيْهِ

২৮৯০ আবদান (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গার স্থানে রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগালেন। আসিম (র) বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি।

٢٨٩١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِىْ بِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ اَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلَصُ اِلَيْهِ اَبَدًا ، حَتّٰى تُبْلَغَ نَفْسِىْ ، اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا : وَاَنَا يَوْمَئِذٍ لَمُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ ، وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ ، وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً ، وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا ، وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ اَبَدًا

২৮৯১ সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র).......আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার নিকট থেকে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? তবে তা বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়ার (রা) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। একবার আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা (রা) থাকা অবস্থায় আবূ জাহ্‌ল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুত্‌বা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ (উক্ত ভাষণে) বললেন, 'ফাতিমা আমার থেকে (অতি আদরের)। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

٢٨٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْكَانَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِىْ عَلِىٌّ اِذْهَبْ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْا بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا ، فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ اَخَذْتَهَا * قَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِىَّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَبِىْ خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهٖ اِلٰى عُثْمَانَ فَاِنَّ فِيْهِ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّدَقَةِ

২৮৯২ কুতাইবা (র).........ইব্‌ন হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যদি উসমান (রা)-এর সমালোচনা করতেন, তবে সেদিনই করতেন, যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উসূলকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। আলী (রা) আমাকে জানিয়েছেন, উসমান (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদের কাজ করার আদেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির দরকার নেই। তারপর আমি তা নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও।

হুমাইদী (র)....... ইব্‌ন হানাফিয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, আমাকে পাঠিয়ে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি উসমান (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ্‌কা (যাকাত) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٩٤٦. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْـخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْـمَسَاكِيْنِ وَاِيْثَارِ النَّبِىِّ ﷺ اَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْاَرَامِلَ حِيْنَ سَاَلَتْـهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ اِلَيْـهِ الطَّحْنَ وَالرَّحٰى اَنْ يُّخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ فَوَكَلَهَا اِلَى اللّٰهِ

১৯৪৬ পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। যখন ফাতিমা (রা) তাঁর নিকট আটা পিষার কষ্টের কথা জানিয়ে বন্দীদের থেকে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে সুফ্‌ফা ও বিধবাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আল্লাহর সোপর্দ করেন

২৮৯৩ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْـمُحَبَّرِ اَخْـبَرَنَا شُعْـبَةُ قَالَ اَخْـبَرَنِى الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقٰى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِسَبْىٍ فَاَتَتْـهُ تَسْـاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْـهُ ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ ، فَاَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْـنَا لِنَقُوْمَ ، فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْـهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْـرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ ، اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَاَحْمَدَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ

২৮৯৩ বদল ইব্‌ন মুহব্বার (র).......আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করেন। তারপর নবী ﷺ এলে আয়িশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু

আকবার', তেত্রিশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলবে, এ-ই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।'

١٩٤٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ يَعْنِى لِلرَّسُوْلِ قَسْمَ ذٰلِكَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

১৯৪৭ পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ নিশ্চয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের। (৮ ঃ ৪১) তা বন্টনের ইখতিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوْا سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اِنَّ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى عُنُقِىْ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَاَرَادَ اَن يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنِّىْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * وَقَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ اَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ

২৮৯৪ আবুল ওয়ালীদ (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আনসারীর এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করল। মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শুবা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আর সুলায়মান (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তখন সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না। আমাকে বণ্টনকারী করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।' আর হুসাইন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আমি বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।' আর আমর (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার সন্তানের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না।'

٢٨٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِىْ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ

২৮৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র সন্তান জন্ম হয়। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নবী ﷺ বললেন, 'আনসারগণ ভালই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বন্টনকারী)।'

٢٨٩٦ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ

২৮৯৬ হিব্বান ইব্ন মূসা (র)........ মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বন্টনকারী। এ উম্মাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহ্র আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত আর তারা থাকবে বিজয়ী।'

٢٨٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلَا اَمْنَعُكُمْ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ

২৮৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো কেবল বন্টনকারী, যেভাবে আদিষ্ট হই, সেভাবে ব্যয় করি।'

٢٨٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮৯৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)......... খাওলাহ্ আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।'

١٩٤٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَهِىَ لِلْعَامَّةِ حَتّٰى يُبَيِّنَهُ الرَّسُوْلُ ﷺ

১৯৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন (সূরা ফাত্‌হ্ ঃ ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গনীমত সাধারণ মুসলমানের জন্য ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (যোদ্ধাদের জন্য)

٢٨٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৯৯ মুসাদ্দাদ (র)....... উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গনীমত কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٩٠٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى

فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০০ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিস্‌রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই ব্যয় করবে উভয় সাম্রাজ্যের ধন ভান্ডার আল্লাহ্‌র পথে।

٢٩٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ سَمِعَ جَرِيْرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০১ ইসহাক (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কিস্‌রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ব্যয় হবে উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে।

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ

২৯০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

٢٩٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يُرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ

২৯০৩ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

٢٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاَةٍ ، وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلاَ اَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَامُوْرَةٌ وَاَنَا مَأْمُوْرٌ ، اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلاً فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْتُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاؤُا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا

২৯০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মি-লিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। নবী ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে।

কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার কাছে বাইআত করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ্ আমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

١٩٤٩. بَابٌ اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

১৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাযির হয়েছে

٢٩٠٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ

২৯০৫ সাদাকা (র)........ যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছেন।

١٩٥٠. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ

১৯৫০ পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?

٢٩٠٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ مَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে জনসাধারণ্যে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আর যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করল?' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সেই আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী।'

١٩٥١. بَابُ قِسْمَةِ الْاِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ اَوْ غَابَ عَنْهُ

১৯৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের নিকট যা আসে তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া

২৯০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَاَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِاَزْرَارِهِ ، فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهِ شِدَّةٌ ، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ

২৯০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র)........আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে সোনালী কারুকার্য খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদীয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তা বন্টন করে দেন এবং তা থেকে একটি কাবা মাখরামা ইব্ন নাওফল (রা)-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। তারপর মাখরামা (রা) তাঁর পুত্র মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-কে সাথে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর (পুত্রকে) বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহবান কর। তখন নবী ﷺ তার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকার্য খচিত অংশ তার সামনে তুলে ধরে বললেন, হে আবুল মিসওয়ার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামা (রা)-এর স্বভাবে কিছুটা রুঢ়তা ছিল। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া (র)-ও আইউব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইব্ন ওয়ারদান (র) বলেন, আইউব (র) ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) সূত্রে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। (বাকী অংশ আগের মত)। লাইস (র) ইবন আবূ মুলাইকা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আইয়ূব (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٩٥٢. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَمَا اَعْطٰى مِنْ ذٰلِكَ فِىْ نَوَائِبِهِ

১৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কিরূপে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন?

٢٩٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

২৯০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরায়যা ও নাযীরের উপর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। তারপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

١٩٥٣. بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِىْ فِىْ مَالِهٖ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوُلَاةِ الْاَمْرِ

১৯৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

٢٩٠٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ ، فَقَالَ يَا بُنَىَّ اِنَّهٗ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ اِلَّا ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَاِنِّىْ لَا اُرَانِىْ اِلَّا سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لِدَيْنِىْ اَفَتَرٰى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهٗ لِبَنِيْهِ يَعْنِىْ لِبَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ثُلُثُ الثُّلُثِ اَثْلَاثًا ، فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهٗ لِوَلَدِكَ ، قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضَ بَنِىْ الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهٗ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِىْ بِدَيْنِهٖ وَيَقُوْلُ يَا بُنَىَّ اِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ ، قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا اَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَةِ مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهٖ ، اِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلٰى

الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِلاَّ اَرْضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ ، قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِىْ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعَهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ فَاِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِىَ اِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَىْ اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ كَمْ عَلٰى اَخِىْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللّٰهِ مَا اُرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَىْ اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا ، فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْابِىْ ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرٰى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةَ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى الزُّبَيْرِ حَقٌّ ، فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ ، فَاَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلٰى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُمِائَةِ اَلْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِىْ قِطْعَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلٰى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضٰى دَيْنَهُ فَاَوْفَاهُ وَبَقِىَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ، قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ اَلْفٍ ، قَالَ كَمْ بَقِىَ ، قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اَخَذْتُ

سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لَهُمْ وَاللّٰهِ لاَ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى اُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَاَصَابَ كُلَّ امْرَاَةٍ اَلْفُ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ

২৯০৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রযুদ্ধের দিন যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলূম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলূম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে বেশী চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়্যত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের) পুত্রদের জন্য তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ, তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র (রা)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন, খুবায়ের ও আব্বাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওসীয়্যত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবের কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেতো। এরপর যুবায়র (রা) শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। আরো রেখে

যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা)-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবায়র (রা) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[১] যুবায়র (রা) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, তারপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সাহাবী হাকীম ইবন হিযাম (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভাতিজা। বল তো আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বল-লেন, এক লাখ।[২] তখন হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা) গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবায়র (রা)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) তাঁর নিকট এলেন। যুবায়র (রা)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)- কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না। আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) বললেন, তবে আমাকে এক টুক্রা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) গাবার জমি থেকে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমর ইব্ন উসমান, মুনযির ইব্ন যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ (রা) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আমর ইব্ন উসমান (রা) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) তাঁর অংশ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছয় লাখে

১. ঋণ হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমানত হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে না। তোমার নিজের স্বার্থেই তা আমার নিকট ঋণ হিসাবে রেখে দাও, আমানত হিসাবে রেখ না।

২. এখানে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তার পিতার ঋণের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ না করে কিছু পরিমাণ ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

বিক্রয় করেন। তারপর যখন ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবায়র (রা)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবায়র (রা)-এর কাছে ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবায়র (রা)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হলো। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবায়র (রা)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

١٩٥٤. بَابُ اِذَا بَعَثَ الْاِمَامُ رَسُوْلاً فِىْ حَاجَةٍ اَوْ اَمَرَهُ بِالْمَقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

১৯৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

২৯১০. حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ

২৯১০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গনীমাতের) অংশ তুমি পাবে।'

١٩٥٥. بَابُ مَنْ قَالَ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ ﷺ بِرَضَاعِهِ فِيْهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ اَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْاَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا اَعْطَى الْاَنْصَارَ وَمَا اَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ

১৯৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এর প্রমাণ ঃ হাওয়াযিন, তাদের গোত্রে নবী (সা)-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করেছিল, তারই প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ থেকে তাদের সে দাবী আদায় করিয়ে নেন। 'নবী ﷺ লোকদেরকে ফায় ও

গনীমত-এর অংশ থেকে খুমুস দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করতেন।' 'আর যা তিনি আনসারদের প্রদান করেছেন' এবং 'যা তিনি খায়বারের খেজুরের থেকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে দান করেছেন'

২৯১১ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُم وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىِ وَاِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا : فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ ، وَاِنِّى قَدْ رَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ ، مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِىْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا فَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ

২৯১১ সাঈদ ইব্ন উফাইর (রা)........ উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) রেওয়ায়ত করেছেন যে, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিক প্রিয়। তোমরা দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় বন্দী, নয় মাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) প্রতীক্ষা করেছিলাম আর

তায়েফ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন থেকে বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'টোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই পছন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের এ সকল ভাই তাওবা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি সমীচীন মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে প্রথম যে গনীমতের মাল দান করবেন, আমি তাকে তা দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। সমবেত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সেটি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফেরত এল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা সন্তুষ্টচিত্তে (বন্দী ফেরত দানের ব্যাপারে) সম্মতি দিয়েছে। (ইব্‌ন শিহাব বলেন) হাওয়াযিনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এরূপই পৌঁছেছে।

২৯১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ ح قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمِ الْكُلَيْبِىُّ وَاَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ اَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَأُتِىَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَ فَقَالَ هَلُمَّ فَلاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ وَاُتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الاَشْعَرِيُّوْنَ ، فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ ، فَقُلْنَا اِنَّا سَاَلْنَاكَ اَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا اَفَنَسِيْتَ ، قَالَ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ ، فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

২৯১২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)........ যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশআরী ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার কাছে তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা হলাম বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের মঙ্গল হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি মঙ্গলজনক মনে করি, তখন সেই মঙ্গলজনকটি আমি করি এবং কাফ্‌ফারা দিয়ে কসম থেকে মুক্ত হই।

٢٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا

২৯১৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ তাঁরা বহু সংখ্যক উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আরো একটি করে উট দেয়া হয়।

٢٩١٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

২৯১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র).........আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সেনাদের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٩١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ فِىْ بِضْعٍ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلَاثَةٍ وَّخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِىْ ، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلَّا اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

২৯১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা..........আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত করার সংবাদ পৌছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাদের একজন হলেন আবু বুরদাহ, অপরজন আবু রুহ্‌ম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরোও কতিপয় লোকের মধ্যে ; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিপ্পান্ন বা বায়ান্ন জন লোকের মধ্যে। তারপর আমরা একটি নৌযানে আরোহণ করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহ্‌র দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জাফর ইব্‌ন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বারে লব্ধ গনীমতে) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), কিংবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদেরও তা থেকে দিয়েছেন। আমাদের ব্যতীত খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা থেকে অংশ দেন নি, জাফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণের সাথে আমাদের এ নৌযানে আরোহীদের মধ্যে বন্টন করেছেন।

٢٩١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، فَلَمْ يَجِئْ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ اَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا فَحَثَا لِيْ ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُوْ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا هٰكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ فَاِمَّا اَنْ تُعْطِيَنِيْ ، وَاِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِّيْ ، قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّيْ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُعْطِيَكَ - قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا لِيْ وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَاَيُّ دَاءٍ اَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

২৯১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)......... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহ্‌রাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুই হাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল অবধি তা এলো না। তারপর যখন বাহ্‌রাইনের মাল এল, তখন আবু বকর (রা) ঘোষণা দানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যার কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বকর (রা) তিনবার অঞ্জলি ভরে দান করেন। সুফিয়ান (রা) তাঁর দুই হাত একত্র করে অঞ্জলি করে আমাদের বললেন, ইব্‌ন মুনকাদির এরূপই বলেছেন। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি (জাবির) আবু বকর (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর কাছে এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, তখনও আপনি আমাকে দেননি। পুনরায় আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আমাকে আপনি দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমাকে বলছ, 'কার্পণ্য করবেন?' আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমাকে দেই। সুফিয়ান (র) বলেন, আমর (র)

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু বকর (রা) আমাকে এক অঞ্জলি দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শত। তখন তিনি বললেন, এরূপ আরও দু'বার নিয়ে নাও। আর ইব্‌নুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, (আবূ বকর (রা) বলেছেন), 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ কী হতে পারে?'

٢٩١٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعِرَّانَةِ اِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِعْدِلْ قَالَ لَقَدْ شَقِيْتَ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ

২৯১৭ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, (বন্টন) ইন্‌সাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইন্‌সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগ্য।'

١٩٥٦. بَابُ مَا مَنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْأُسَارٰى مِنْ غَيْرِ اَنْ يُخَمِّسَ

১৯৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী ﷺ -এর অনুগ্রহ

٢٩١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

২৯১৮ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... জুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধ বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি মুতয়িম ইব্‌ন আদী (রা) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।'

١٩٥٧. بَابٌ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْخُمُسَ لِلْاِمَامِ وَاَنَّهُ يُعْطِىْ بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعْضٍ، مَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِىْ هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ اَعْطٰى لِمَا يَشْكُوْ اِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا مَسَّهُمْ فِىْ جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

১৯৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতি[illegible]গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। এর দলীল এই যে, নবী ﷺ [illegible] থেকে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকেই দিয়েছেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তার উপর কোন আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ হিসাবে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে আর এ হিসাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করায় তারা স্বগোত্র ও স্বজনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন

٢٩١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْ هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِدٌ ـ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِىُّ ﷺ لِبَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِىْ نَوْفَلٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَبْدُ شَمْسٍ ، وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ اِخْوَةٌ لاُمٍّ ، وَاُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلُ اَخَاهُمْ لِاَبِيْهِمْ

২৯১৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সাথে একই পর্যায়ে সম্পর্কিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,বানূ মুত্তালিব ও বানূ হাশিম একই পর্যায়ের। লায়স (র) বলেন, ইউনুস (র) আমাকে এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত বলেছেন যে, জুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদ শামস্ ও বানূ নাওফলকে অংশ দেননি। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবদ শামস্, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাঁদের মা আতিকা বিনতে মুররা আর নাওফল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

١٩٥٨ . بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْاَسْلاَبَ ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْخُمُسِ وَحُكْمِ الْاِمَامِ فِيْهِ

১৯৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করা; যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য আর ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা

٢٩٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِيْ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَشِمَالِيْ فَاِذَا اَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ ؟ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَيُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِي الْاٰخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا ، فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ : اَلاَ اِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ سَأَلْتُمَانِيْ عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلاَهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالاَ لاَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوْسُفُ صَالِحًا وَاِبْرَاهِيْمَ اَبَاهُ

২৯২০ মুসাদ্দাদ (র)………আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্লকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী

করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইব্ন 'আফরা ও মুআয ইব্ন 'আমর ইব্ন জামূহ।

٢٩٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا اَلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ عَنِّىْ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَهَا اِذَا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِنْ اُسُدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلاَمِ

২৯২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শক্রর মুখোমুখী হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। মৃত্যু তাকেই পাকড়াও করল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর আমি উমর (রা)-এর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কি হয়েছে? উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুম। এরপর লোকজন ফিরে এলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার অনুরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদা (রা) সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন, কখনো না, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল ﷺ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকর (রা) ঠিকই বলেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে দিলেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বানূ সালমায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি লাভ করি।

١٩٥٩. بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٩٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ، قَالَ حَكِيْمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ

اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَابٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَابٰى اَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ

২৯২২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)........ হাকীম ইবন্ হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভ অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আর কারো মাল কামনা করব না।' পরে আবূ বকর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-কে ভাতা নেওয়ার জন্য আহবান করতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রা) তাঁকে ভাতা দানের উদ্দেশ্যে আহবান করেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি। যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সম্পদ থেকে হিস্সা রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে আর কারো নিকট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নি।

٢٩٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَىَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفِىَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْىِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِىْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَبْىِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى السَّبْىِ قَالَ اذْهَبْ فَاَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَالَ مِنَ الْخُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمٍ

২৯২৩ আবুন্ নু'মান (র)........ নাফে (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমার উপর একদিনের ইতিকাফ (মান্নত) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি (র) বলেন, উমর (রা) হুনাইনের যুদ্ধের বন্দী থেকে দু'টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক ছেড়ে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটোছুটি লাগল। উমর (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উমর (রা) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে ছেড়ে দাও। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয়েররানা থেকে উমরা করেন নি। যদি তিনি উমরা করতেন তবে তা আবদুল্লাহ (রা) থেকে গোপন থাকতো না। আর জারীর ইব্ন হাযিম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন যে, (উমর (রা) দাসী দু'টি) খুমুস থেকে পেয়েছিলেন। মা'আমার (র)......... ইব্ন উমর (রা) থেকে নযরের (মান্নতের) ব্যাপারটির উল্লেখ করেন; কিন্তু একদিনের কথা বলেনি।

২৯২৪ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَكَاَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ اُعْطِىْ قَوْمًا اَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ ، وَاَكِلُ قَوْمًا اِلٰى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنٰى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ زَادَ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَالٍ اَوْ بِسَبْىٍ فَقَسَمَهُ بِهٰذَا

২৯২৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)......আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনক্ষুণ্ন হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার আশঙ্কা করি। আর অন্যদল যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষিতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে দেই। আর আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার পরিবর্তে যদি আমাকে লাল বর্ণের উট দেওয়া হত তাতে আমি এতখানি

খুশী হতাম না। আর আবু আসিম (র) জারীর (র) থেকে হাদীসটি এতটুকু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (র) বলেন, আমাকে আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু মাল অথবা বন্দী আনীত হয়, তখন তিনি তা বন্টন করেন।

২৯২৫ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ أُعْطِيْ قُرَيْشًا اَتَاَلَّفُهُمْ لاَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

২৯২৫ আবুল ওয়ালীদ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি কুরাইশদের দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা তারা জাহেলী যুগের কাছাকাছি।'

২৯২৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ اَمْوَالِ هٰوَازِنَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ ، فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ اَلْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ اَنَسٌ : فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلٰى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ : اَمَّا ذَوُوْ رَأْيِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا ، وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوْا : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ أُعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْا اِلٰى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ ، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً

شَدِيْدَةً فَاصْــبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ اَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ

২৯২৬ আবুল ইয়ামান (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নিকট তাদের উক্তি পৌঁছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছাড়া আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌঁছেছে তা কি?' তাঁদের মধ্যে সমঝদার লোকেরা তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে মুরুব্বীরা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে ঃ আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারী থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (মনযিলে) ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে হাউযে (কাওসারে) মিলিত হবে।' আনাস (রা) বলেন, কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারি নি।

٢٩٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَعْرَابُ يَسْاَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا

২৯২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ উয়াইসী (র)....... জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়ন থেকে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তাঁর চাদর আটকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থামলেন। তারপর বললেন, 'আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিত্ত পাবে না।'

٢٩٢٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ، فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

২৯২৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র).......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুত চাদর পরিহিত ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে ধরল। অবশেষে আমি লক্ষ্য করলাম, তার জোরে টানার কারণে নবী ﷺ -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٢٩٢٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ اُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ اَعْطٰى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا ، اَوْ مَا اُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ

يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ

২৯২৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)....... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নবী ﷺ কোন কোন লোককে বন্টনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি আকরা' ইব্‌ন হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্ভ্রান্ত আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বন্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম। এখানে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নবী ﷺ -কে অবশ্যই জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত করুন, তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

٢٩٣٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِىْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِىْ وَهِىَ مِنِّىْ عَلٰى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ وَقَالَ اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ اَرْضًا مِنْ اَمْوَالِ بَنِى النَّضِيْرِ

২৯৩০ মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র)........ আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ মাথায় করে সে জমীন থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে দান করেছিলেন। যে জমীনটি আমার ঘর থেকে এক 'ফারসাখে'র দু'তৃতীয়াংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। আর আবূ যামরাহ (র)....... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে বানূ নাযীর গোত্রের সম্পত্তি থেকে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন।

٢٩٣١ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى اَهْلِ خَيْبَرَ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ

الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ ، وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَأَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلٰى اَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَاَقَرُّوْا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ اِمَارَتِهِ اِلٰى تَيْمَاءَ اَوْ اَرِيْحَا

২৯৩১ আহ্‌মদ ইব্‌ন মিকদাম (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজায ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জমীন বিজিত হওয়ার পর তা আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এখানে এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর (রা) তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

١٩٦٠. بَابُ مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعَامِ فِىْ اَرْضِ الْحَرْبِ

১৯৬০. পরিচ্ছেদ ঃ দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

٢٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِاٰخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

২৯৩২ আবুল ওয়ালীদ (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ফেলে দিল ; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নেয়ার জন্য উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি তা নেয়ার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

٢٩٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيْبُ فِىْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

২৯৩৩ মুসাদ্দাদ (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালে মধু ও আঙ্গুর পেতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম এবং জমা রাখতাম না।

٢٩٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْفِئُوْا الْقُدُوْرَ فَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ لِاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ وَسَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ

২৯৩৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).......(আবদুল্লাহ) ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে বলক আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল ঃ তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। আবদুল্লাহ (ইব্‌ন আবু আওফা) (রা) বলেন, আমরা (কেউ কেউ) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমুস বের করা হয় নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে নিশ্চিতভাবে হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন,) আমি এ ব্যাপারে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তা হারাম করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٩٦١. بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ يَعْنِىْ اَذِلَّاءُ الْمَسْكَنَةُ مَصدر الْمَسْكِيْنُ اَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ اَحْوَجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ اِلَى السُّكُوْنِ وَ مَا جَاءَ فِىْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ

وَالْعَجَمِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ ، قَالَ جُعِلَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

১৯৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যিম্মিদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন, তা হারাম বলে মানে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর.......আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৯ ঃ ২৯)। আয়াতে উল্লেখিত مسكين শব্দের মূল হচ্ছে مَسْكَنَةٌ অর্থ হলো অভাবগ্রস্ত أَسْكَنُ مِن فُلَانٍ এর অর্থ সে অমুক থেকে অধিক অভাবগ্রস্ত। এ শব্দটি سكون ধাতু থেকে নিষ্পন্ন নয়। صَاغِرُوْنَ এর অর্থ লাঞ্ছিত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও আজমীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ। ইব্‌ন উয়াইনা (র) (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ (র) থেকে বলেন যে, আমি মুজাহিদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি যে, সিরিয়া বাসীদের উপর চার দীনার এবং ইয়ামান বাসীদের উপর এক দীনার করে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়। তিনি বললেন, তা স্বচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে

٢٩٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًوا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِيْنَ ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ ، قَالَ كُنْتُ لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمِّ الْأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ

২৯৩৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)......... (আমর) ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন যায়দ ও আমর ইব্‌ন আউস (র) সহ যমযমের সিঁড়ির নিকট বসাছিলাম, হিজরী সত্তর সনে যে বছর মুসআব ইব্‌ন যুবায়র (রা) বসরাবাসীদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ্ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জাযই ইব্‌ন মুআবিয়া (রা)-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব মাজুসী[১] মাহরামদের[২] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমর (রা) মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজার এলাকার মাজুসীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

১। পারসিক অগ্নিপূজক সম্প্রদায়।

২। মাহরাম-যাদের বিবাহ করা শরীয়াতে স্থায়ীভাবে হারাম।

٢٩٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِ الْاَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا : اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ

২৯৩৬ আবুল ইয়ামান (র)......... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্ন আউফ আনসারী (রা) যিনি বনী আমির ইব্ন লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবাইদা (রা) বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবূ উবাইদার আগমন সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত হন। যখন রাসূলুল্লাহ তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ উবাইদা (রা) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আশা রাখ। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে।'

٢٩٣٧ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَال بَعَث عُمَرُ النَّاسُ فِىْ اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يُقَاتِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ اِنِّىْ مُسْتَشِيْرُكَ فِىْ مَغَازِىَّ هٰذِهِ قَالَ نَعَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ فَاِنْ كُسِرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسِ فَاِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْاٰخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسِ وَاِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّاسُ كِسْرٰى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْاٰخَرُ فَارِسُ ، فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا اِلٰى كِسْرٰى ـ وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِاَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِىْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا ، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ لَهُ فَقَالَ : لِيُكَلِّمْنِىْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا اَنْتُمْ فَقَالَ نَحْنُ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِىْ شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيْدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ ، اِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ اَنْفُسِنَا نَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ ، فَاَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا ﷺ اَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ اَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، وَاَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِىَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ : رُبَّمَا اَشْهَدَكَ اللّٰهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْدِمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلٰكِنِّىْ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ كَثِيْــــرًا كَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْاَرْوَاحُ ، تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ

২৯৩৭ ফাযল ইব্‌ন ইয়াকূব (র).........জুবাইর ইব্‌ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরের দিকে সেনা দল পাঠালেন। সে সময় হুরমযান (মাদায়েনের শাসক) ইসলাম গ্রহণ করে। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুশমন যে সব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার একটি মাথা, দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার সাহায্য উঠে দাঁড়াবে। যদি অপর ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে দু'টি পা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই অকেজো হয়ে যাবে। কিসরা শত্রুদের হলো মাথা, কায়সার হল একটি ডানা, আর পারস্য হল অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিস্‌রার উপর আক্রমণ করে। বকর ও যিয়াদ (র) উভয়ে জুবাইর ইব্‌ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর উমর (রা) আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইব্‌ন মুকাররিনকে আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌঁছলাম, কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা (ইব্‌ন শু'বা) (রা) বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে (দারিদ্র্যে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর কিংবা জিযিয়া দাও। আর আমাদের নবী ﷺ আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়ামত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায় নি। আর আমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নু'মান (র) (মুগীরাকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেনি আর আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

١٩٦٢. بَابُ اِذَا وَادَعَ الْاِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ

১৯৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সন্ধি করে, তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে?

٢٩٣٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبُوْكَ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

২৯৩৮ সাহল ইব্‌ন বাক্কার (র).........আবূ হুমাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তখন আয়লার অধিপতি নবী ﷺ -এর জন্য একটি সাদা খচ্চর হাদীয়া দিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন।

١٩٦٣ . بَابُ الْوَصَاةِ بِاَهْلِ ذِمَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْاِلُّ الْقَرَابَةُ

১৯৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়্যাত। ذِمَّةٌ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি, আর اِلٌّ শব্দের অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক

٢٩٣٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْنَا اَوْصِنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ

২৯৩৯ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).......... জুয়াইরিয়া ইব্‌ন কুদামা তামীমী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়্যাত করুন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়্যত করছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।'

١٩٦٤ . بَابُ مَا اَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ

১৯৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন। আর ফায় ও জিযিয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে?

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ

بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَكْتُبَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : ذٰلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ فَاِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ

২৯৪০ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র).......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনের ভূমি লিখে দেওয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তাঁরা বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরায়শদের জন্যও অনুরূপ লিখে না দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা সে কথাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরে দেখতে পাবে যে, অন্যকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা (হাউযে কাউসারে) আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

٢٩٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِىْ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَاَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، فَقَالَ لِىْ اُحْثُهُ فَحَثَوْتُ حَثْوَةً فَقَالَ لِىْ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ فَاَعْطَانِىْ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ اَكْثَرَ مَالٍ اُتِىَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ اِنِّىْ فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً، قَالَ خُذْ فَحَثَا فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَىَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ

يَرْفَعْهُ عَلَىَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلٰى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتّٰى خَفِىَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

২৯৪১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন আর বাহরাইনের মাল এসে যায় তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যে ব্যক্তির কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে , তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, তুমি অঞ্জলি ভরে নাও। আমি এক অঞ্জলি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, এগুলো গুণে দেখ। আমি গুণে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন। আর ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইনের মাল এলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও আর এ মাল এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগত মালের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ সময় আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তিনি তা থেকে কিছু কমিয়ে ফেললেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বললেন, না। তখন আব্বাস (রা) বললেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তারপর তিনি আবার তা থেকে কমালেন, এরপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওনা হলেন। তাঁর এ আগ্রহ দেখে বিস্ময়ের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে থাকলেন,--যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে দাঁড়াননি।

١٩٦٥ . بَابُ اِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

১৯৬৫ পরিচ্ছেদ ঃ বিনা অপরাধে জিম্মিকে যে হত্যা করে, তার পাপ

২৯৪২ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا

২৯৪২ কাইস ইব্‌ন হাফ্‌স (র)........ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।'

١٩٦٦. بَابُ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ

১৯৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা। উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (ইয়াহুদীদের) এখানে রাখেন, ততদিন আমি তোমাদের এখানে রাখব

٢٩٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِه ، وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِه شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِه

২৯৪৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের নিকট চল। আমরা চললাম এবং তাদের তাওরাত পাঠকেন্দ্রে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ থেকে নির্বাসন করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের।

٢٩٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ الْاَحْوَلِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ يَوْمُ

الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ، ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى، قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ : مَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ، قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ ، فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِكَتِفٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوْا مَالَهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ، فَقَالَ ذَرُوْنِيْ فَالَّذِيْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ فَاَمَرَ هُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ ، وَالثَّالِثَةُ اِمَّا اَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَاِمَّا اَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا ، قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ

২৯৪৪ মুহাম্মদ (র)......... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বৃহস্পতিবার! তুমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কঙ্কর ভিজে গেল। (সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন) আমি বললাম, হে ইব্ন আব্বাস (রা)! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমার নিকট গর্দানের হাঁড় নিয়ে এস, আমি তোমদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দিব এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণের বিতর্ক হল। অথচ নবীর সামনে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ বললেন, নবী ﷺ-এর কি হয়েছে? তিনি কি অর্থহীন কথা বলছেন? আবার জিজ্ঞাসা করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যার প্রতি ডাকছ তার চাইতে উত্তম। তারপর তিনি তাঁদের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবে, (২) বহিরাগত প্রতিনিধিদের সেভাবে উপঢৌকন দিবে যেভাবে আমি তাদের দিতাম। (বর্ণনাকারী বলেন যে,) তৃতীয়টি হয়ত তিনি বলেননি, নয়ত তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান (র) বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান (র)-এর।

١٩٧٦. بَابُ اِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفٰى عَنْهُمْ

১৯৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায়?

٢٩٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوْا اِلَىَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُوْدَ

فَجُمِعُوْا لَهُ ، فَقَالَ : اِنِّىْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا فُلاَنٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ ، قَالُوْا صَدَقْتَ ، قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ ، يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِخْسَؤُا فِيْهَا ، وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ، قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذَا الشَّاةِ سُمًّا ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا : اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ ، وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ

২৯৪৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি (ভুনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহূদী আছে, সকলকে একত্রিত কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, 'হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই সত্য বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা দোযখবাসী?' তারা বলল, 'আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নবী ﷺ বললেন, 'দূর হও, তোমরাই তথায় থাকবে। আল্লাহ্‌র কসম। আমরা কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে স্বস্তি লাভ করব আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

١٩٦٨. بَابُ دُعَاءِ الْاِمَامِ عَلٰى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

১৯৬৮. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ

٢٩٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ اِنَّ فُلاَنًا يَزْعَمُ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ ، فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ ، قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلاَءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ عَهْدٌ ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ

২৯৪৬ আবূ নু'মান (র).........আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রুকূর আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকূর পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তারপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত-রুকূর পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানূ সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের নিকট পাঠালেন। তখন বানূ সুলাইমের লোকেরা তাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ক্বারীদের জন্য যতখানি ব্যথিত হতে দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত হতে দেখিনি।

١٩٦٩ . بَابُ اَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

১৯৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান

٢٩٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِىءٍ ابْنَةِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِىءٍ ابْنَةَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِىءٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِىءٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ عَلِىٌّ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ اَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ

هُبَيْـرَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى

২৯৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).......... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! যখন তিনি গোসল থেকে ফারেগ হলেন, একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকআত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর ভাই আলী (রা) হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী (রা) বলেন, তা চাশ্তের সময় ছিল।

١٩٧٠. بَابٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ

১৯৭০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে

٢٩٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَاَسْنَانُ الْاِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى فِيْهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ

২৯৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).........ইব্রাহীম ইব্ন তাইমী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও এই সাহীফায় যা আছে, তা ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যখমসমূহের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওর পর্যন্ত মদীনা হারাম হওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে (সুন্নাত বিরোধী) বিদ্‌আত উদ্ভাবন করে কিংবা বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দেয়, তার

উপর আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা (প্রভু) ব্যতীত অন্যকে মাওলা (প্রভু) রূপে গ্রহণ করে, তার উপর অনুরূপ লানত। আর নিরাপত্তা দানে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও অনুরূপ লানত।

١٩٧١. بَابُ اذا قَالُوْا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوْا اَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، وَقَالَ عُمَرُ : اِذَا قَالَ مَتَرْسْ فَقَدْ اٰمَنَهُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ الْاَلْسِنَةَ كُلَّهَا ، وَقَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ

১৯৭১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" বলতে না পারে এবং "আমরা দীন পরিবর্তন করেছি" বলে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সে সব লোকদের কতল করলেন। (এ সংবাদ পৌছার পর) নবী ﷺ বললেন, আয় আল্লাহ্! খালিদের একাজে আমি সম্পর্কহীন প্রকাশ করছি। উমর (রা) বলেন, কেউ যদি বলে, مَتَرْسْ (মাতারাস) 'ভয় করো না, তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল ভাষা জানেন। উমর (রা) (হারমুযান পারসীকে) বললেন, কথা বল, কোন অসুবিধা নেই। (এতে নিরাপত্তা দান করা হল)

١٩٧٢ بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَاِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ، وَقَوْلِهِ : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

১৯৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার গুনাহ। আর (আল্লাহ তা'আলার বাণী) ঃ "তারা (কাফির) যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং মহান আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আনফাল) ঃ ৮ ৬১)

٢٩٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ ، وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِىْ دَمِهِ قَتِيْلاً ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ

وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ قَاتِلِكُمْ اَوْ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَقَالُوْا كَيْفَ نَأْخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

২৯৪৯ মুসাদ্দাদ (র).........সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহইব্‌ন সাহলও মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ (রা) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহায়্যিসা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহলের কাছে আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহায়্যিসা তাঁকে দাফন করলেন। তারপর মদীনায় এলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহায়্যিসা নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা উভয় কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কিরূপে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তাঁরা বললেন, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রাহমানকে তাঁর ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন।

١٩٧٣. بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

১৯৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফযীলত

٢٩٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ بْنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ مَادَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ فِيْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ

২৯৫০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)........... আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (রোমান সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায়

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তা সে সময় যখন কুরাইশ কাফিরদের পরীক্ষায় আবূ সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চুক্তি করেছিলেন।

١٩٧٤. بَابٌ هَلْ يُعْفٰى عَنِ الذِّمِّيِّ اِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سُئِلَ اَعْلٰى مَنْ سَحَرَ مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَالِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

১৯৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন যিম্মী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? ইব্‌ন ওহাব (র)....... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন জিম্মী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেন নি। সে আহলে কিতাব ছিল

٢٩٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ

২৯৫১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।

١٩٧٥. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِه تَعَالٰى : وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِه وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ الاية

১৯৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলিমদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন........ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) (৮ ঃ ৬২)

٢٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِيْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ

مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ الاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا

২৯৫২ হুমায়দী (র)......... আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামাত গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, তারপরও তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক ফিত্‌না আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মুকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

١٩٧٦. بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ اِلَى اَهْلِ الْعَهْدِ وَقَوْلُهُ : وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ الاٰيَةَ

১৯৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে? আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তবে আপনার চুক্তিও যথাযথ বাতিল করবেন। (৮ ঃ ৫৮)

٢٩٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَاِنَّمَا قِيْلَ الاَكْبَرُ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ اَلْحَجُّ الاَصْغَرُ فَنَبَذَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلَى النَّاسِ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِىْ حَجَّ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مُشْرِكٌ

২৯৫৩ আবুল ইয়ামান (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যাঁরা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেন ঃ এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর দিনই হল হজ্জে আকবরের দিন। একে আকবর এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহ্‌কে) হজ্জে আসগার

(ছোট) বলে। আবূ বকর (রা) সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হুজ্জাতুল বিদার বছর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হজ্জ করেনি।

١٩٧٧. بَابُ اثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ وَقَوْلِ اللّٰهِ : اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ الاية

১৯৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ্ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আপনি যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তারপর তারা প্রতিবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে......(শেষ পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল ঃ ৫৬)

٢٩٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا

২৯৫৪ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).......... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালমন্দ করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।

٢٩٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ الٰى كَذَا ، فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ

مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ - قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَجْتَبِئُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، فَقِيْلَ لَهُ : كَيْفَ تَرٰى ذٰلِكَ كَائِنًا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ اِىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ ، قَالُوْا عَمَّ ذَاكَ ، قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوْبَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَافِىْ اَيْدِيْهِمْ

২৯৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। (উক্ত লিপিতে রয়েছে) নবী ﷺ বলেছেন, আয়ির পর্বত থেকে এ পর্যন্ত মদীনার হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদ্‌আত উদ্ভাবন করে কিংবা কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফিরিশ্‌তা ও সকল মানুষের লা'নত। তার কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশ্‌তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবুল হবে না। আর যে স্বীয় মনীবের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল হবে না। আবূ মূসা (র)........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুসলিমদের কাছ থেকে (জিযিয়া স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবূ হুরায়রা (রা) আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কসম সে মহান সত্তার যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) এর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কি কারণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রদত্ত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করা হবে। ফলে আল্লাহ তাআলা জিম্মীদের অন্তরকে কঠোর করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না।

١٩٧٨ . بَابٌ

১৯৭৮. পরিচ্ছেদ :

٢٩٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الاَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ : اتَّهِمُوْا

رَأَيْتُمْ رَأَيْتَنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ ، وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ اَمْرِنَا هٰذَا

২৯৫৬ আবদান (র)......... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমি নিজেকে আবূ জান্দলের দিন (হুদায়বিয়ার দিন) দেখেছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতাম। বস্তুত আমরা যখনই কোন ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের কাঁধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

٢٩٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ ، قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلٰى ، فَقَالَ : اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ ، قَالَ بَلٰى قَالَ : فَعَلٰى مَا نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللّٰهُ اَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُمَرَ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ فَتْحٌ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ

২৯৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)........ আবূ ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে সময় সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ

মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা যথোচিত মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা (মুশরিকরা) বাতিলের উপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। উমর (রা) বললেন, তবে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবন খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। তারপর উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে হেয় করবেন না। তারপর সূরা ফাত্‌হ নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শেষ পর্যন্ত উমর (রা)-কে পাঠ করে শোনান। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

٢٩٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا

২৯৫৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র).......আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সাথে আমার নিকট এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল তখন আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদাচরণ কর।'

١٩٧٩. بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ وَقْتٍ مَعْلُوْمٍ

১৯৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা

٢٩٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَعْتَمِرَ اَرْسَلَ

اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَلاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ اَحَدًا ، قَالَ : فَاَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالُوْا : لَوْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا وَاللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْهُ اَبَدًا ، قَالَ فَاَرِنِيْهِ قَالَ فَاَرَاهُ اِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْاَيَّامُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ

২৯৫৯ আহ্‌মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র)........বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন উমরা করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মক্কায় আসার অনুমতি চেয়ে মক্কায় কাফিরদের নিকট দূত পাঠান। তারা শর্তারোপ করে যে, তিনি সেখানে তিন রাতের অধিক থাকবেন না এবং অস্ত্রকে কোষাবদ্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মক্কাবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে না। বারা (রা) বলেন, এ সকল শর্ত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) লেখা আরম্ভ করলেন এবং সন্ধিপত্রে লিখলেন, "এটা সে সন্ধিপত্র যার উপর আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।" তখন কাফিররা বলে উঠল, 'আমরা যদি একথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তবে তো আমরা আপনাকে বাধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়আত করে নিতাম। কাজেই এরূপ লিখুন, এটি সেই সন্ধিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতেন না। তাই তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (শব্দটি) মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আলী (রা) তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে- মুছে ফেললেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা আলী (রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন।

١٩٨٠. بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ

১৯৮০. পরিচ্ছেদ ঃ সময় নির্ধারণ না করে সন্ধি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন

١٩٨١. بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ فِى الْبِئْرِ وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

১৯৮১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা

٢٩٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذَا جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ اَوْ اُبَىَّ بْنَ خَلْفٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَىٍّ فَاِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُّوْهُ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ قَبْلَ اَنْ يُلْقٰى فِى الْبِئْرِ

২৯৬০ আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র)........ আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাবা শরীফে) সিজ্দারত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশ মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইব্ন আবূ মুআইত উটনীর গর্ভ থলে এনে নবী ﷺ -এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন আর যে ব্যক্তি একাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! আপনি শাস্তি দিন আবু জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উত্বা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, উকবা ইব্ন আবূ মুআইত ও উমাইয়া ইব্ন খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইব্ন খালফকে। (ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়, উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা, সে ছিল স্থূলদেহী। যখন তার লাশ টেনে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কূপে ফেলার আগেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

١٩٨٢. بَابُ اِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

১৯৮২. পরিচ্ছেদ ঃ নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ

٢٩٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الاٰخَرُ يُرٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهٖ

২৯৬১ আবুল ওয়ালীদ (র)........ আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। (আবদুল্লাহ ও আনাস (রা)-এর মধ্যে) একজন বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে চেনানো হবে।

٢٩٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهٖ

২৯৬২ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) অঙ্গীকার ভঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা স্থাপন করা হবে।

٢٩٦٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ، وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ قَالَ : اِلاَّ الْاِذْخِرَ

২৯৬৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)........ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারও জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তন করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না।' তখন আব্বাস (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ইযখির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইযখির ব্যতীত।'

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

সৃষ্টির সূচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

অধ্যায় ঃ সৃষ্টির সূচনা

١٩٨٣. مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيْعُ ابْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَ هَيْنٌ وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيِّنٍ وَلَيْنٍ وَمَيِّتٍ وَمَيْتٍ وَضَيِّقٍ وَضَيْقٍ ، اَفَعَيِيْنَا اَفَاعَيَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَنْشَاَكُمْ وَاَنْشَاَ خَلْقَكُمْ لُغُوْبُ اللُّغُوْبُ النَّصَبُ اَطْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ اَىْ قَدْرَهُ

১৯৮৩. মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭) রাবী ইব্‌ন খুসাইম এবং হাসান বসরী (র) বলেন, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। আর هَيْنٌ ও هَيِّنٌ যার অর্থ সহজ, উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাক্রমে لَيْنٌ ও لَيِّنٌ , مَيْتٌ ও مَيِّت এবং ضَيْقٌ ও ضَيِّقٌ -এর অনুরূপ। اَفَعَيِيْنَا এর অর্থ আমার পক্ষে কি এটা কঠিন, যখন তিনি তোমাদের পয়দা করেছেন এবং তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন? لُغُوْبٌ ক্লান্তি। اَطْوَارًا কখনও এ অবস্থায়, আবার কখনও অন্য অবস্থায় عَدَا طَوْرَهُ -সে তার মর্যাদা অতিক্রম করল।

٢٩٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ اَبْشِرُوْا قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ اَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَبِلْنَا فَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ يُحَدِّثُ

بَـدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْـرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ لَيْـتَنِىْ لَمْ اَقُمْ

২৯৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র).......ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানূ তামীমের একদল লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার আমাদের দান করুন। এতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এ সময় তাঁর কাছে ইয়ামনের লোকজন আসল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নবী ﷺ সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একজন লোক এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে না চলে যেতাম।[১]

٢٩٦٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْـمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْـوَانَ بْنِ مُحْـرِزٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْـرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُمَا قَالَ دَخَلْـتُ عَلَى الـنَّبِىِّ ﷺ وَعَقَلْـتُ نَاقَتِىْ بِالْـبَابِ فَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اقْـبَلُوْا الْبُشْـرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْـــهِ نَاسٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ اقْـــبَلُوْا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالُوْا جِئْنَاكَ نَسْـأَلُكَ عَنْ هٰذَا الْاَمْـرِ ، قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْـرُهُ وَكَانَ عَرْشُـهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْـرِ كُلَّ شَىْءٍ وَخَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَنَادٰى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْـنَ الْحُصَيْنِ فَانْـطَلَقْـتُ فَاِذَا هِىَ تَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ تَرَكْتُهَا وَرَوٰى عِيْسٰى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْـــبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْـلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْـلُ الـنَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

১। এটা ইমরানের উক্তি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আমি যদি উটনীর খোঁজে নবী ﷺ -এর খেদমত হতে উঠে না যেতাম, তা হলে আমি তাঁর পবিত্র বাণী শুনা হতে বঞ্চিত হতাম না।'

২৯৬৫ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র)........ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সাথে বেঁধে নবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে তামীম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। একথা দু'বার বলল। এর পর তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানূ তামীমগণ তা গ্রহণ করে নাই। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, (শুরুতে) একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। এরপর তিনি লাওহে মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইব্‌ন হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর তালাশে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় ময়দান ব্যবধান হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। ঈসা (র)......তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

٢٩٦٦ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِى ابْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَشْتِمَنِى وَيُكَذِّبُنِىْ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ : اِنَّ لِىْ وَلَدًا ، وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيْدُنِىْ كَمَا بَدَأَنِىْ

২৯৬৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে গালমন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তা অস্বীকার করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।

٢٩٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ

২৯৬৭ কুতাইবা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টি কার্য সমাধা করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহ্ফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর কাছে বিদ্যমান। নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্রোধের চেয়ে প্রবল।

١٩٨٤. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ الاية وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ السَّمَاءِ سَمْكَهَا بِنَاءَهَا وَالْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ، اَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ ، وَاَلْقَتْ اَخْرَجَتْ ، مَا فِيْهَا مِنَ الْمَوْتٰى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَحَاهَا دَحَاهَا ، بِالسَّاهِرَةِ وَجْهِ الْاَرْضِ ، كَانَ فِيْهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ

১৯৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাত যমীন। মহান আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীনও, ওদের অনুরূপভাবে (৬৫ ঃ ১২) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ–আকাশ। سَمْكَهَا-এর ভিত্তি! وَالْحُبُكُ–তার সমতা-- সৌন্দর্য اَذِنَتْ –সে শুনল ও মান্য করল। وَاَلْقَتْ সে (যমীন) তার সকল মৃতকে বের করে দেবে এবং তা খালি হয়ে যাবে ওদের থেকে। طَحَاهَا তাকে সকল দিক থেকে বিছিয়ে দিয়েছে। بِالسَّاهِرَةِ-ভূপৃষ্ঠ যা সকল প্রাণীর নিদ্রা ও জাগরণের স্থান

٢٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ اَرْضٍ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهٗ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২৯৬৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)........আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সাথে একটি জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আয়িশা (রা)-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, হে আবূ সালমা! জমা-জমির ঝামেলা থেকে দূরে থাক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি জুলুম করে আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরানো হবে।[১]

٢٩٦٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২৯৬৯ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).........সালিম (রা)-এর পিতা (ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

٢٩٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ، اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ

২৯৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা).........আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে সময় যেরূপে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেরূপে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম॥তিনটি মাস পরপর রয়েছে। আর এক মাস হলো রজব -ই-মুযার[২] যা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

٢٩٧١ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّهُ خَاصَمَتْهُ اَرْوٰى فِىْ حَقٍّ زَعَمَتْ اَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا اِلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ

১। আল্লাহ তাকে মাটিতে পুঁতে দেবেন। এরপর আত্মসাৎকৃত জমি তার গলায় বেড়ী বা হাসুলীর মত বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে। (কিরমানী শরহে বুখারী।)

يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - قَالَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ

২৯৭১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র)........সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত, 'আরওয়া' নামক জনৈকা মহিলা এক সাহাবীর (সাঈদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট (জমি সংক্রান্ত বিষয়ে) তার ঐ পাওনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করল, যা তার (মহিলাটির) ধারণায় তিনি (সাঈদ) নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাঈদ (রা) বললেন, আমি কি তার (মহিলাটির) সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইব্ন আবুয যিনাদ (র) হিশাম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা উরওয়া) (রা) বলেন, সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)।

١٩٨٥. بَابٌ فِى النُّجُوْمِ وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ، خُلِقَ هٰذِهِ النُّجُوْمُ لِثَلاَثٍ : جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا ، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ اَخْطَأَ وَاَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَالاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيْمًا مُتَغَيِّرًا وَ الْاَبُّ مَا يَأْكُلُ الْاَنْعَامُ ، اَلْاَنَامُ الْخَلْقُ ، بَرْزَخٌ حَاجِزٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْفَافًا ، مُلْتَفَّةً وَالْغُلْبُ الْمُلْتَفَّةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ نَكِدًا قَلِيْلاً

১৯৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ) আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (৬৭ ঃ ৫) (এ সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন) এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদেরকে আসমানের সৌন্দর্য, (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিজ প্রাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, هَشِيمًا -অর্থ পরিবর্তন আর اَلاَبُّ -অর্থ তৃণ যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, اَلاَنَامُ -অর্থ মাখলুক بَرْزَخٌ -অর্থ প্রতিবন্ধক আর মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْفَافًا -অর্থ জড়ানো আর الغُلْب -অর্থ ঘন ও সন্নিবেশিত বাগান। فِرَاشًا -অর্থ বিছানা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে অবস্থান স্থল। نَكِدًا-অর্থ অল্প

১। মুযার একটি সম্প্রদায়ের নাম। আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এ সম্প্রদায়টি রজব মাসের সম্মান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে হাদীসে "রজব-মুযার" বলা হয়েছে।

١٩٨٦. بَابٌ صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحُسْبَانِ الرَّحٰى ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ ضُحَاهَا ضَوْؤُهَا ، اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ اَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْاٰخَرِ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيْثَانِ ، نَسْلَخُ نُخْرِجُ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ وَيُجْرِىْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهْيُهَا تَشَقُّقُهَا اَرْجَائِهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهُمْ عَلٰى حَافَتَيْهِ كَقَوْلِكَ عَلٰى اَرْجَاءِ الْبِئْرِ اَغْطَشَ ، وَجَنَّ اَظْلَمَ قَالَ الْحَسَنُ : كُوِّرَتْ تُكَوَّرُ حَتّٰى تَذْهَبَ ضَوْؤُهَا وَيُقَالُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ اتَّسَقَ اسْتَوٰى بُرُوْجًا مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَلْحَرُوْرُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَؤْبَةَ : اَلْحَرُوْرُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُوْمُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : يُوْلِجُ يُكَوِّرُ وَلِيْجَةً كُلُّ شَىْءٍ اَدْخَلْتَهُ فِىْ شَىْءٍ

১৯৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (র) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য লংঘন করতে পারে না। حُسْبَانٌ হল حِسَاب শব্দের বহুবচন, যেমন- شِهَابٌ এর বহুবচন হল شُهْبَانٌ - ضُحَاهَا এর অর্থ তার জ্যোতি। اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ- চন্দ্র-সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটির জ্যোতিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ- রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়। نَسْلَخُ আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় وَاهِيَةٌ এবং وَهْيُهَا এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। اَرْجَائِهَا -তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উক্তি عَلٰى اَرْجَاءِ الْبِئْرِ- কূপের তীরে اَغْطَشَ وَجَنَّ-অন্ধকারে ছেয়ে গেল। হাসান বসরী (র) বলেন, كُوِّرَتْ -অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল। اتَّسَقَ -বরাবর হল। بُرُوْجًا- চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। اَلْحَرُوْرُ-গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, حَرُوْرٌ রাত্রি বেলার আর سَمُوْمٌ দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় يُوْلِجُ -অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে وَلِيْجَةً অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ

২৯৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ ذَرٍّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ

فَانَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

২৯৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার (রা)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজ্‌দায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজ্‌দা করবে কিন্তু তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথে এসেছ সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে—এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬ ঃ ৩৮)

٢٩٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৯৭৩ মুসাদ্দাদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে লেপটিয়ে দেওয়া হবে।

٢٩٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

২৯৭৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দু'টো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

২৯৭৫ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

২৯৭৫ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে।

২৯৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهِىَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ

২৯৭৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)..........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্যগ্রহণ হল, সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন, এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন এরপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং তিনি পূর্বের ন্যায় দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু' করলেন কিন্তু তা প্রথম রাকআতের তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজ্‌দা করলেন। তিনি শেষ রাকআতেও অনুরূপই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খুত্‌বা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্য এ দু'টি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখনই সালাতে ভয়-ভীতি নিয়ে ধাবিত হবে।

٢٩٧٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

২৯৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না বরং উভয়টি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা সালাত আদায় করবে।

١٩٨٧. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَوْلِهِ : وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، قَاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً اِعْصَارٌ رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ كَعَمُوْدٍ فِيْهِ نَارٌ صِرٌّ بَرْدٌ نُشُرًا مُتَفَرِّقَةً

১৯৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন (২৫ ঃ ৪৮) قَاصِفًا -অর্থ যা সব কিছু ভেঙ্গে দেয়। لَوَاقِحَ - مَلاَقِحَ শব্দদ্বয় مُلْقِحَةً শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বৃষ্টি বর্ষণকারী। اِعْصَارٌ ঝঞ্ঝা বায়ূ যা যমীন থেকে আকাশের দিকে স্তম্ভাকারে প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে আগুন বিরাজ করে। صِرٌّ -অর্থ শীতল। نُشْرًا অর্থ বিস্তৃত

٢٩٧٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ

২৯৭৮ আদম (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

٢٩٧٩ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَأٰى مَخِيْلَةً فِى السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَاِذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ الْاٰيَةَ

২৯৭৯ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা (রা)-এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ বলেন, আমি জানি না, এ মেঘ ঐ মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি যেমন বলেছিল ঃ এরপর যখন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে উক্ত মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখল। (৪৬ ঃ ২৪)

١٩٨٨. بَابُ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ : وَقَالَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ الْمَلاَئِكَةُ

১৯৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফিরিশ্‌তার বিবরণ। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বললেন, ফিরিশ্‌তাকূলের মধ্যে জিব্‌রাঈল (আ) ইয়াহুদীদের শত্রু।[১] আর ইব্‌ন আব্‌বাস (রা) বলেছেন, لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ এই উক্তি ফিরিশ্‌তাদের

٢٩٨٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِلاَنٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا وَاُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْلِ ، وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتّٰى اَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ ، قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ

১। একথা বলার সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে তিনি শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ ইয়াহুদীদের উপর সকল আযাবের সংবাদ জিব্‌রাঈল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। কাজেই তারা তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করত।

ابْنٍ وَنَبِيٍّ ، فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى عِيْسٰى وَيَحْيٰى فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْنَا عَلٰى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى ، فَقِيْلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمُ الَّذِىْ بُعِثَ بَعْدِىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِى ، فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ ، فَرُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّىْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ

أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَرُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُوْلِ فِيْ أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ، فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلاَثِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا ، فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا ، فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ فَنُوْدِيَ إِنِّيْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَأَجْزِيْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا ، وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

২৯৮০ হুদবা ইব্ন খালিদ ও খলীফা (ইব্ন খাইয়াত) (র).......মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ–এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট স্বর্ণের একটি তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিক্‌মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেট যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হল। তারপর তা হিক্‌মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর তাতে আরোহণ করে আমি জিব্‌রাঈল (আ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি আদম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি ধন্যবাদ। এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন

করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, আর তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্‌রীস (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ। আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর বায়তুল মামূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামূর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। তারপর আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন, হাজারা নামক স্থানের মটকার ন্যায়। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার মূলদেশে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। তারপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি

আর আপনার উম্মাত এত (সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। পুরনায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ্ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিয়েছি। আর আমি প্রতিটি পূণ্যের জন্য দশগুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মামূর সম্পর্কে হাম্মাম (র)..........আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٢٩٨١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ وَ سَعِيْدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২৯৮১ হাসান ইব্‌ন রাবী' (র)........যায়দ ইব্‌ন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ্ একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয় নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফিরিশ্‌তাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিয্‌ক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে না পূণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে আর একজন আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।

২৯৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَال قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَابَعَهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ ، نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِى اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ

২৯৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).........আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্‌রাঈল (আ)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

২৯৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوْحِيْهِ اِلٰى الْكُهَانِ ، فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

২৯৮৩ মুহাম্মদ (ইব্‌ন ইয়াহইয়া) (র).........নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশ্‌তাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহর) মীমাংসাকৃত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। এরপর তারা তা গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে থাকে।

২৯৮৪ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ ، يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ طَوَوْا وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

২৯৮৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (রা)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন জুমুআর দিন হয় তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্‌তা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীদের পর্যায়ক্রমে নাম। ইমাম যখন (মিম্বারে) বসে পড়েন তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিক্‌র (খুত্‌বা) শুনতে থাকেন।'

২৯৮৫ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِى الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ اُنْشِدُ فِيْهِ ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّى اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ

২৯৮৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর (রা) তাকে বাধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) -এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। "হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল (আ)) দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।[১]

২৯৮৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِحَسَّانَ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ

১। মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর প্রতি উমর (রা) আপত্তি করাতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতেও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

২৯৮৬ হাফস ইব্‌ন উমর (র).......বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাস্‌সান (রা)-কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিব্‌রাঈল (আ) আছেন।

٢٩٨٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِيْ سِكَّةِ بَنِيْ غَنْمٍ ، زَادَ مُوْسٰى مَوْكِبَ جِبْرِيْلَ

২৯৮৭ ইসহাক (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন বানূ গানমের গলিতে ঊর্ধ্বে উত্থিত ধূলা স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি আর (রাবী) মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্‌রাঈলের বাহনের পদচালনা করান।[১]

٢٩٨٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمَلَكُ اَحْيَانًا فِيْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّيْ ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ ، وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ اَحْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ

২৯৮৮ ফারওয়াহ্ (র).........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে? তিনি বললেন, 'এর সব ধরনের ওহী নিয়ে ফিরিশ্‌তা আসেন। কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় শব্দ করে (আসে) যখন ওহী আমার নিকট আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আর এরূপ শব্দ করে ওহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। আর কখনও কখনও ফিরিশ্‌তা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।'

٢٩٨٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، اَيْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِيْ لَاتَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

১। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কাফিরদের কুৎসা করতেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের পদচালনার কারণে যে ধূলি ঊর্ধ্বে উঠত আমি যেন তা বানূ গানমের গলিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি।

২৯৮৯ আদম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবূ বকর (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি সে তো এমন ব্যক্তি যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।

٢٩٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لاَ اَرٰى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ

২৯৯০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্‌রাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। একথা দ্বারা তিনি নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করেছেন।

٢٩٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ح قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى يَعْنِيْ اِبْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ اَلاَ تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اَلْاٰيَةَ

২৯৯১ আবূ নু'আইম (র) ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাফর (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তার চেয়ে বেশী আমার সাথে কেন দেখা করেন না? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আসতে পারি না। আমাদের সামনে এবং আমাদের পেছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। (সূরা মারয়াম ঃ ৬৪)

٢٩٩٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

২৯৯২ইসমাঈল (র)………ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সর্বদা তাঁর নিকট অধিক ভাষায় পাঠ করে শুনাতে চাইতাম। অবশেষে তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।'[১]

২৯৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ

২৯৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)…….. ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন আর রমযান মাসে যখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন। জিব্‌রাঈল (রা) রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যখন জিব্‌রাঈল (আ) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। মা'মার (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আর আবু হুরায়রা (রা) এবং ফাতিমা (রা) নবী ﷺ থেকে فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ -এর স্থলে اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ বর্ণনা করেছেন।

২৯৯৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

১. পবিত্র কুরআন প্রথমে শুধুমাত্র কুরায়শী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে নবী ﷺ -এর বাসনা অনুযায়ী আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে যখন এতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়; তখন একমাত্র কুরায়শী ভাষা রেখে বাকী সব আঞ্চলিক ভাষা রহিত করে দেয়া হয়।

يَقُوْلُ : نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِيْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

২৯৯৪ কুতাইবা (রা)........ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আসরের সালাত কিছুটা দেরী করে আদায় করলেন। তখন তাঁকে উরওয়া (রা) বললেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করালেন। তা শুনে উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইব্‌ন আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আসলেন, এরপর তিনি আমার ইমামতী করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনছিলেন।

٢٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ

২৯৯৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, যদিও (সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও)।[1]

٢٩٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَيَقُوْلُ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَا هُمْ يُصَلُّوْنَ

১। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তবে শাস্তির উপযোগী গুনাহ করে থাকলে তা মাফ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হবে। এরপর জান্নাতে যাবে।

২৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফিরিশ্‌তা রাতে আসেন আর একদল ফিরিশ্‌তা দিনে আগমন করেন। তাঁরা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। তারপর যারা তোমাদের কাছে রাত্রিযাপন করেছিল তারা আল্লাহ্‌র কাছে উর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের কাছে সালাতের অবস্থাতেই পৌছেছিলাম।

١٩٨٩. بَابٌ اذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৯৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়

٢٩٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَاَنَّهَا نُمْرُقَةٌ ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ ، قُلْتُ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ ، وَاَنَّهُ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

২৯৯৭ মুহাম্মদ (র).......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিশ তৈরী করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি আমার ঘরে এসে দু' দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরী করেছি। নবী ﷺ বললেন, (হে আয়িশা (রা)) তুমি কি জান না? যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? তাকে (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি বানিয়েছ, এখন তাকে প্রাণ দান কর।'

২৯৯৮ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ

২৯৯৮ ইব্‌ন মুকাতিল (র)....... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না।

২৯৯৯ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِيِّ الَّذِيْ كَانَ فِيْ حَجْرِ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِيْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ ، فَقُلْتُ : لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِيِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيْرِ ، فَقَالَ : اِنَّهُ قَالَ اِلاَّ رَقْمٌ فِيْ ثَوْبٍ ، اَلاَ سَمِعْتَهُ ، قُلْتُ : لاَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرَهُ

২৯৯৯ আহমদ (র).......আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না।' বুস্‌র (র) বলেন, এরপর যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুস্‌র) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি (যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (র) বলেছেন, প্রাণীর (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি (বুস্‌র) বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

৩০০০ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ

৩০০৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র)........সালিম (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে (সাক্ষাতের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। (কিন্তু তিনি সময় মত আসেন নি। নবী ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে।

٣٠٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩০০১ ইসমাঈল (র)........আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সালাতে) ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلاَئِكَةُ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ اَوْ يُحْدِثْ

৩০০২ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ এ বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন (এ দু'আ চলতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়াবে অথবা তার উযু ভঙ্গ না হবে।'

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ : فِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ

৩০০৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).........সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মিম্বারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; نَادَوْا يَا مَالِكُ (আর তারা ডাকল, হে মালিক!) (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তার নাম)। সুফিয়ান (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ক্বিরাআতে نَادَوْا يَا مَالِكُ স্থলে نَادَوْا يَا مَالِ রয়েছে।

٣٠٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلٰى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى مَا اَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ ، فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ وَاَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ ، فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِىْ ، فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِىْ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيْمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الْاَخْشَبَيْنِ ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

৩০০৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইব্‌ন আবদে ইয়ালীল ইব্‌ন আবদের কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা লাঘব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশ্‌তাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর

বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন[১]কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

٣٠٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ ، قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ : اَنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৩০০৫ কুতাইবা (র)........আবূ ইসহাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যির ইব্ন হুবাইস (রা)-কে মহান আল্লাহর এ বাণীঃ “ফলে তাদের মধ্যে দু’ ধনুকের পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” (৫৩ ঃ ৯-১০) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ

৩০০৬ হাফস ইব্ন উমর (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত ঃ “নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন” (৫৩ ঃ ১৮)-এর মর্মার্থে বলেন, তিনি (নবী ﷺ) সবুজ বর্ণের রফরফ[২] দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে ঢেকে রেখেছিল।

٣٠٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ اَنْبَاَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ اَعْظَمَ وَلٰكِنْ قَدْ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَخَلْقِهٖ سَادًّا مَا بَيْنَ الْاُفُقِ

১। আখশাবাইন ঃ দু'টি কঠিন শিলার পাহাড়।
২। রফরফ অর্থ সবুজ কাপড়ের বিছানা।

৩০০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে তাঁর আসল আকৃতি এবং অবয়বে দেখেছেন। তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

٣٠٠٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ الْاَشْوَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ، قَالَتْ : ذَاكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاِنَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُهُ ، فَسَدَّ الْاُفُقَ

৩০০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এরপর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চেয়েও কম ।(৫৩ ঃ ৮,৯)-এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিব্‌রাঈল (আ) ছিলেন। তিনি স্বভাবত মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি কাছে এসেছিলেন তাঁর মূল আকৃতি ধারণ করে। তখন তিনি, আকাশের সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকেছিলেন।

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَقَالاَ : اَلَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ ، وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ

৩০০৯ মূসা (রা)..........সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখেছি, দু'ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো, দোযখের দারোগা মালিক আর আমি হলাম জিব্‌রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল।

٣٠١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَ اَبُوْ حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ

৩০১০ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্ষোভ

নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশ্‌তাগণ এমন স্ত্রীর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। শুবা, আবূ হামযা, ইবন দাউদ ও আবূ মুআবিয়া (র) আ'মশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবূ আওয়ানা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٠١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّيْ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِيْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ اِلٰى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْاَوْثَانُ

৩০১১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। (হেরা গুহায় ওহী নাযিলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। (একদিন) আমি পথ চলতে ছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হেরা পর্বতের গুহায় আমার কাছে যে ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর..........অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (৭৪ ঃ ১-৫) আবূ সালামা (রা) বলেন, অত্র আয়াতে الرُّجْزَ দ্বারা প্রতিমা বুঝানো হয়েছে।

٣٠١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِيْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ مُوْسٰى رَجُلاً اٰدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيْسٰى رَجُلاً مَرْبُوْعًا ، مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبِطَ الرَّأْسِ ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ

فِىْ أيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللّٰهُ اِيَّاهُ ، فَلاَ تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ لِقَائِهِ ، قَالَ اَنَسٌ وَاَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ

৩০১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও খালীফা (র)........নবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা (আ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কুঞ্চিত। যেন তিনি শানূআ গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের খাজাঞ্চি মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। (সে রাতে) আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন তন্মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ মদীনাকে দাজ্জাল থেকে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

١٩٩٠. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَاَنَّهَا مُخْلُوْقَةٌ ، قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوْا اُتُوْا بِشَىْءٍ ثُمَّ اُتُوْا بِاٰخَرَ ، قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ اُتِيْنَا مِنْ قَبْلُ اُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا ، يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِى الطُّعُوْمِ قُطُوْفُهَا يَقْطِفُوْنَ كَيْفَ شَاؤُا دَانِيَةٌ قَرِيْبَةٌ الْاَرَائِكُ السُّرُرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضْرَةُ فِى الْوُجُوْهِ وَالسُّرُوْرُ فِى الْقَلْبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيْدَةُ الْجِرْيَةِ غَوْلٌ وَجَعُ الْبَطْنِ يُنْزَفُوْنَ لاَ تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دِهَاقًا مُمْتَلِئًا كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيْقُ الْخَمْرُ التَّسْنِيْمُ يَعْلُوْ شَرَابَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، خِتَامُهُ طِيْنُهُ مِسْكٌ نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُوْنَةٌ مَنْسُوْجَةٌ مِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ وَالْكُوْبُ مَالاَ اُذُنَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ ، وَالْاَبَارِيْقُ ذَوَاتُ الْاٰذَانِ وَالْعُرَا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُهَا عَرُوْبٌ ، مِثْلُ صَبُوْرٍ وَصُبُرٍ ، يُسَمِّيْهَا اَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَاَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ وَاَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالْمَنْضُوْدُ الْمَوْزُ وَالْمَخْضُوْدُ الْمُوْقَرُ حِمْلاً ، وَيُقَالُ اَيْضًا لاَ شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوْبٌ جَارٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، لَغْوًا بَاطِلاً تَأْثِيْمًا كَذِبًا اَفْنَانٌ اَغْصَانٌ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مَا يُجْتَنٰى

قَرِيْبٌ مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

১৯৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জান্নাতে বৈশিষ্টের বর্ণনা আর তা সৃষ্টবস্তু। আবুল আলীয়া (র) বলেন, مُطَهَّرَةٌ -মাসিক ঋতু, পেশাব ও থুথু হতে পবিত্র। كُلَّمَا رُزِقُوْا -যখনই তাদের সামনে কোন এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে, এরপরই অন্য এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে। তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, এগুলো তো ইতিপূর্বেই আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে। أُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا তাদেরকে পরস্পর সদৃশ খাবার পরিবেশন করা হবে অথচ সেগুলো স্বাদে হবে বিভিন্ন। قُطُوْفُهَا -তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল ফলাদি গ্রহণ করবে। دَانِيَةٌ -নিকটবর্তী। الْاَرَائِكُ -পালঙ্কসমূহ। হাসান বসরী (র) বলেন, النَّضْرَةُ -চেহারার সজীবতা। আর السُّرُوْرُ -মনের আনন্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, سَلْسَبِيْلًا -দ্রুত প্রবাহিত পানি। غَوْلٌ পেটের ব্যথা يُنْزَفُوْنَ -তাদের বুদ্ধি লোপ পাবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, دِهَاقًا -পরিপূর্ণ। كَوَاعِبَ -অংকুরিত যৌবনা তরুণী। الرَّحِيْقُ -পানীয়। التَّسْنِيْمُ -জান্নাতবাসীদের পানীয় যা উঁচু হতে নিঃসৃত হয়। তার মোড়ক হবে কস্তুরী। نَضَّاخَتَانِ -দুই উচ্ছ্বসিত (প্রস্রবণ)। مَوْضُوْنَةٌ -সোনা ও মনি মুক্তা দিয়ে তৈরী। এ শব্দটি হতেই وَضِيْنُ النَّاقَةِ -এর উৎপত্তি অর্থাৎ উটের পিঠের গদী। وَالْكُوْبُ -হাতল বিহীন পানপাত্র। وَالْاَبَارِيْقُ -হাতল বিশিষ্ট পানপাত্র। عُرُبًا -সোহাগিনী। একবচনে عَرُوْبٌ - যেমন صَبُوْرٌ -এর বহুবচন صُبُرٌ -মক্কাবাসী একে عَرِبَةٌ -মদীনাবাসী غَنِجَةٌ আর ইরাকীরা شَكِلَةٌ বলে থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, رَوْحٌ -জান্নাত ও স্বচ্ছল জীবন। الرَّيْحَانُ -জীবিকা। الْمَنْضُوْدُ -কলা। الْمَخْضُوْدُ -কাঁদী ভরা এটাও বলা হয়। যার কাঁটা নেই। الْعُرُوْبُ -স্বামীদের কাছে সোহাগিনী। مَسْكُوْبٌ -প্রবাহিত। فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ -একটির উপর আরেকটি বিছানা لَغْوٌ - অলীক কথা। تَأْثِيْمًا -মিথ্যা। اَفْنَانٌ -ডালসমূহ। وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ -দুই বাগিচার ফল হবে তাদের নিকটবর্তী যা নিকট থেকে গ্রহণ করবে। مُدْهَامَّتَانِ -এ বাগিচা দু'টি ঘন সবুজ

٣٠١٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ

৩০১৩ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)............ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার কাছে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাসস্থল আর যদি সে জাহান্নামবাসী হয় তবে তাকে জাহান্নামবাসীর আবাসস্থল দেখানো হয়।

٣٠١٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ

৩০১৪ আবুল ওয়ালীদ (র).........ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে আধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।'

٣٠١٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِىْ الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّاُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكٰى عُمَرُ فَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৩০১৫ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়ম (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।' একথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?'

٣٠١٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ مِنْ اَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ ـ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ سِتُّوْنَ مِيْلاً

৩০১৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, '(জান্নাতে মু'মিনদের জন্য) গুণগত মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতার দৈর্ঘ ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোনে মু'মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।' আবূ আবদুস সামাদ ও হারিস ইব্‌ন উবায়দ আবূ ইমরান (র) থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

٣٠١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

৩০১৭ হুমাইদী (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।' (সূরা ৩২ ঃ ১৩)

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ ، اَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

৩০১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলের আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে । তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠে রত থাকবে।'

٣٠١٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ

الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى اٰثْرِهِمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًا ، لاَ يَسْقَمُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَبْصُقُوْنَ اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمِ الْاَلُوَّةُ ـ قَالَ اَبُوْ الْيَمَانِ يَعْنِى الْعُوْدَ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِىُّ مَيْلُ الشَّمْسِ اِلٰى اَنْ رَاهُ تَغْرُبَ

৩০১৯ আবুল ইয়ামান (রা)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারকার মত রূপ ধারণ করবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের ফলে গোশ্‌ত ভেদ করে পায়ের নলাস্থিত মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করবে। তারা অসুস্থ হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরুনীসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ।' আবুল ইয়ামান (র) বলেন, অর্থাৎ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, الاِبْكَارُ। -অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ العَشِىُّ। অর্থ সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতে তার অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لاَ يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

৩০২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র মুকাদ্দামী (র)...... সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা (বলেছেন) সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পেছনে এভাবে নয় আর তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে।

٣٠٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا

৩০২১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ জুফী (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন; লোকেরা (এর সৌন্দর্যের কারণে) তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্‌ন মুআ'যের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا

৩০২২ মুসাদ্দাদ (র)......... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানা রেশমী কাপড় আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য এবং কমনীয়তার কারণে তা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্‌ন মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম হবে।'

٣٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

৩০২৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....... সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্যতম স্থানও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।'

٣٠٢٤ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا

৩০২৪ রাওহ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ

৩০২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) তিলাওয়াত করতে পার وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধুনকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গার চেয়ে অনেক উত্তম যেখানে সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

٣٠٢٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِيْنَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ كَاَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ

৩০২৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বলতায় আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক হবে। তাদের অন্তরসমূহ এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের পরস্পর না থাকবে কোন বিদ্বেষ আর না থাকবে কোন হিংসা আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা হাঁড় ও গোশ্‌ত ভেদ করে দেখা যাবে।

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ

৩০২৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)........ বারা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ (এর ছেলে) ইব্‌রাহীম (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী রয়েছে।

٣٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ

৩০২৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)........আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারা সেখানে পৌঁছতে পারবে)।

١٩٩١. بَابُ صِفَةِ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ فِيْهِ عُبَادَةُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস জোড়া জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে আহবান জানানো হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَاب يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ

৩০২৯ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)........সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়্যান। একমাত্র রোযাদারগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

١٩٩٢. بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَاَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ ، غَسَاقًا يَقُوْلُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْجُرْحُ كَاَنَّ الْغَسَّاقَ وَالْغَسِيْقَ وَاحِدٌ غِسْلِيْنٌ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِيْنٌ فِعْلِيْنٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا اَلرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِىْ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، مَا يُرْمٰى بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِى الْاَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ ، صَدِيْدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَتْ طَفِئَتْ، تُوْرُوْنَ تَسْتَخْرِجُوْنَ ، اَوْرَيْتُ اَوْقَدْتُ لِلْمُقْوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ ، وَالْقِىُّ الْقَفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صِرَاطُ الْجَحِيْمِ سَوَاءُ الْجَحِيْمِ وَوَسَطُ الْجَحِيْمِ لَشَوْبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ صَوْتٌ شَدِيْدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيْفٌ وِرْدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرَانًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُوْنَ تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ وَنُحَاسٌ اَلصُّفْرُ يُصَبُّ عَلٰى رُؤُسِهِمْ يُقَالُ ذُوْقُوْا بَاشِرُوْا وَجَرِّبُوْا ، وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ مَارِجٍ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ اِذَا خَلاَّهُمْ يَعْدُوْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ، مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ مَرِجَ اَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ اِذَا تَرَكْتَهَا

১৯৯২. পরিচ্ছেদ ঃ জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্টবস্তু। غَسَّاقًا প্রবাহিত পূঁজ যেমন কেউ বলে, তার চোখ প্রবাহিত হয়েছে ও ঘা প্রবাহিত হচ্ছে। غَسَّاقَ আর غَسِيْقَ একই অর্থ। غِسْلِيْنٌ যে কোন বস্তুকে ধৌত করার পর তা থেকে যা কিছু বের হয়, তাকে غِسْلِيْن বলা হয়, এটা غَسْل শব্দ থেকে فِعْلِيْن -এর ওযনে হয়ে থাকে। ইকরিমা (র) বলেছেন, حَصَبُ جَهَنَّمُ-এর অর্থ জাহান্নামের জ্বালানী। এটা হাবশীদের ভাষা। আর অন্যরা বলেছেন, حَاصِبًا অর্থ দমকা হাওয়া। আর اَلْحَاصِبُ অর্থ বায়ু যা ছুঁড়ে ফেলে। এ থেকে হয়েছে حَصَبُ جَهَنَّمُ যার অর্থ হচ্ছে যা কিছু জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হয় আর এগুলোই এর জ্বালানী। اَلْحَصَبُ আর শব্দটি حَصْبَاءُ শব্দ হতে উৎপত্তি। যার অর্থ কংকরসমূহ। صَدِيْدٌ-পূঁজ ও রক্ত। خَبَتْ নিভে গেছে। تُوْرُوْنَ তোমরা আগুন বের করছ। اَوْرَيْتُ অর্থ আমি আগুন জ্বালিয়েছি। لِلْمُقْوِيْنَ -মুসাফিরগণের

উপকারার্থে। আর اَلْقِىُّ তরুলতা বিহীন মাঠ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, صِرَاطُ الْجَحِيْمِ অর্থ জাহান্নামের দিক ও তার মধ্যস্থল। لَشَوْبًا -তাদের খাদ্য অতি গরম পানির সাথে মিশানো হবে। زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ –কঠোর চিৎকার ও আর্তনাদ। وِرْدًا পিপাসার্ত। غَيًّا ক্ষতিগ্রস্থ। মুজাহিদ (র) বলেছেন يُسْجَرُوْنَ তাদের দ্বারা আগুন জ্বালানো হবে। আর نُحَاسٌ -অর্থ শীশা যা গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। বলা হয়েছে ذُوْقُوْا এর অর্থ স্বাদ গ্রহণ কর এবং অভিজ্ঞতা হাসিল কর। এটা কিন্তু মুখের দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা নয়। مَارِجٍ -নির্ভেজাল অগ্নি। مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ -আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় বলা হয় যখন সে তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর তারা একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে مَرِيْجٍ মিশ্রিত। مَرِجَ اَمْرُ النَّاسِ যখন মানুষের কোন বিষয় তালগোল পাকিয়ে যায়। আর مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ -অর্থ তিনি দু'টি নদী প্রবাহিত করেছেন। مَرَجْتَ دَابَّتَكَ এ কথাটি সে সময় বলা হয়, যখন তুমি তোমার চতুষ্পদ জন্তুকে ছেড়ে দাও।

৩০৩০ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى فَاءَ الْفَىْءُ يَعْنِىْ لِلتُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)....... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এক সফরে ছিলেন, তখন (যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হল) তিনি বললেন, 'ঠাণ্ডা হতে দাও।' পুনরায় বললেন, 'টিলাগুলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও।' আবার বললেন, '(যুহরের) সালাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩০৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩১ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)....... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, (যুহরের) সালাত (রৌদ্রের উত্তাপ) ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩০৩২ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا

فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ

৩০৩২ আবুল ইয়ামান (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আরএকটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।'

٣٠٣٣ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ كُنْتُ اُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَذَتْنِى الْحُمّٰى فَقَالَ اَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هِىَ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ اَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ

৩০৩৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).......আবূ জামরা যুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা দোযখের উত্তাপ হতেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। (এর কোনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন) এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাম্মাম সন্দেহ পোষণ করেছেন।

٣٠٣٤ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ

৩০৩৪ আমর ইব্ন আব্বাস (র)...... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ হতে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٣٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র).......আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৬ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, অতএব তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

৩০৩৭ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'

٣٠٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

৩০৩৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে মিম্বারে আরোহণ করে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের নাম)।

٣٠٣٩ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاُسَامَةَ لَوْ اَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتَهُ ، قَالَ : اِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ اَنِّىْ لاَ اُكَلِّمُهُ اِلاَّ

أُسْمِعُكُمْ اِنِّىْ أُكَلِّمُهُ فِى السِّرِّ دُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ بَابًا لاَ اَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ اَنْ كَانَ عَلَىَّ اَمِيْرًا اِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ ، اَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ

৩০৩৯ আলী (র)........আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান (রা)-এর কাছে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের বিষয়ে) আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি (বিদ্রোহের) একটি দ্বার খুলে না বসি। (এ বিদ্রোহের) আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কি বলতে শুনেছেন? উসামা (রা) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি গুনদার (র) শুবা (র) সূত্রে আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٣ . بَابُ صِفَةِ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُوْنَ يُرْمَوْنَ دُحُوْرًا مَطْرُوْدِيْنَ ، وَاصِبٌ دَائِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا يُقَالُ مَرِيْدًا مُتَمَرِّدًا ، بَتَّكَهُ قَطَّعَهُ ، وَاسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ ، بِخَيْلِكَ الْفُرْسَانُ وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاصِلَنَّ ، قَرِيْنٌ شَيْطَانٌ

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা। মুজাহিদ (র) বলেন, يُقْذَفُوْنَ-তাদের নিক্ষেপ করা হবে। دُحُوْرًا- তাদের হাঁকিয়ে বের করে দেয়া হবে। وَاصِبٌ- স্থায়ী। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَدْحُوْرًا হাকিয়ে বের করা অবস্থায়। مَرِيْدًا- বিদ্রোহীরূপে। بَتَّكَهُ - তাকে ছিন্ন করেছে। وَاسْتَفْزِزْ - তুমি ভয় দেখাও। بِخَيْلِكَ- অশ্বারোহী। وَالرَّجْلُ- পদাতিকগণ। এর একবচন رَاجِلٌ- যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন صَحْبٌ আর تَاجِرٌ-এর বহুবচন تَجْرٌ- لَأَحْتَنِكَنَّ অবশ্যই আমি সমূলে উৎপাটন করব। قَرِيْنٌ - শয়তান

৩০৪০ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَىَّ هِشَامٌ ، اَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتّٰى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا فِيْهِ شِفَائِىْ اَتَانِىْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ، قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَاذَا قَالَ فِىْ مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لَا اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِىَ اللّٰهُ وَخَشِيْتُ اَنْ يُثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ

৩০৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স (র) বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভাল করে মুখস্থ করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ আরোগ্যর জন্য বারবার দু'আ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দু'জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির রোগটা কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইব্‌ন আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা (যাদু করল)? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, এরপর তিনি

আয়িশা (রা)-কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মুন্ড। তখন আমি (আয়িশা রা) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হল।

٣٠٤١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقْعُدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

৩০৪১ ইসমাইল ইব্‌ন আবী উআইস (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অধিক রয়ে গেছে, অতএব শুয়ে থাক। এরপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। (অলসতা দূর হয়) তারপর যদি সে উযূ করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায় (এটা অপবিত্রতার গিরা)। আর যদি সে সালাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর এ ব্যক্তি খুশীর সাথে পবিত্র মনে ভোর উদ্‌যাপন করবে, অন্যথায় সে অপবিত্র মনে অলসতার সাথে ভোর উদ্‌যাপন করবে।

٣٠٤٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهِ

৩০৪২ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

٣٠٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

اَمَا اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ

৩০৪৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে বাঁচিয়ে রাখ। এরপর তাদেরকে যে সন্তান দান করা হবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا ، فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوِ الشَّيْطَانِ ، لَا اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ

৩০৪৪ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম (র) কি 'শয়তান' বলেছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ شَىْءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى

فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৩০৪৫ আবূ মা'মার (র)......... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। এরপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। 'উসমান ইব্ন হাইসাম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিত্‌রের) হেফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

٣٠٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ

৩০৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

٣٠٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

৩০৪৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

٣٠٤٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْـــرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ ، حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ

৩০৪৮ হুমাইদী (র)........উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ ঃ ৬২, ৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

٣٠٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৩০৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌লামা (র)........ আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, সাবধান! ফিত্‌না এখানেই। সাবধান! ফিত্‌না এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٣٠٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ اَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحُلُّوْهُمْ وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَاَوْكِ سِقَاءَكَ شَيْئًا وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

৩০৫০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন জা'ফর (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।'

٣٠٥٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْاً اَوْ قَالَ شَيْئًا

৩০৫১ মুহাম্মদ ইব্‌ন গায়লান (র)........ সাফিয়্যা বিন্‌তে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। এরপর তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌ন যায়দের বাড়ীতে। এসময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী ﷺ -কে দেখল তখন তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এ মহিলাটি (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিন্‌তে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে অন্যরূপ ধারণা করতে পারি?) তিনি বললেন, মানুষের শরীরে রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি আশংকা করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি।

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ

فَاَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ

৩০৫২ আবদান (র)........ সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান"-আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যেন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?

٣٠٥٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ قَالَ : جَنِّبْنِيْ الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ ، فَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

৩০৫৩ আদম (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে এ দ্বারা যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে হেফাজত কর। তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন কর্তৃত্বও চলবে না। আসমা (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন।

٣٠٥٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلاَةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ

৩০৫৪ মাহমূদ (র)........... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٣٠٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسَفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ ، فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْاِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى لَا يَدْرِيْ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا ، فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৩০৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান (আযানের স্থান) স্বশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (সালাতের জন্য) ইকামাত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্মরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না কি তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? তবে সে যেন দু'টি সাহু সিজ্‌দা করে।

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بَنِي اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِيْ جَنْبِهِ بِاِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

৩০৫৬ আবুল ইয়ামান (র)......... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার উভয় আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। ঈসা ইব্‌ন মরয়াম (আ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে টোকা মারতে গিয়েছিল। (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন সে পর্দার ওপর টোকা মারে।

٣٠٥٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ قَالُوْا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَفِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ

৩০৫৭ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম, লোকেরা বলল, ইনি আবু দারদা (রা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মাঝে কি সে লোক আছে, যাকে নবী ﷺ -এর মৌখিক দু'আয় আল্লাহ্ শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন?'

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ وَالَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِىْ عَمَّارًا * قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ اَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُحَدِّثُ فِىْ الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْاَمْرِ يَكُوْنُ فِى الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِىْ اَذَانِ الْكُهَّانِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ

৩০৫৮ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)........মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর মৌখিক দুআয় শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আম্মার (রা)। লায়স (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'ফিরিশ্‌তাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু' একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সাথে শত প্রকারের মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলে।'

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

৩০৫৯ আসিম ইব্‌ন আলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

٣٠٦٠ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ فَمَازَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٌ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ

৩০৬০ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হুযায়ফা (রা) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর ওপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হুযায়ফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! (তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযায়ফা (রা) (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন।

٣٠٦١ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ اَحَدِكُمْ

৩০৬১ হাসান ইব্‌ন রাবী (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হল শয়তানের এক ধরনের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

٣٠٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لاَ يَضُرُّهُ

৩০৬২ আবুল মুগীরা ও সুলাইমান ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

৩০৬৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার এ দু'আটি পড়বেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে

এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে।

٣٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ، قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ ، ثُمَّ قَالَ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ : اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ، مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

৩০৬৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)........ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এরপর যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা স্মীতহাস্যে রাখুন।' তিনি বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই তাদের অধিক ভয় করা উচিত ছিল।' এরপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এরচেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

'কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।'

٣٠٦٥ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اُرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ

৩০৬৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠল এবং উযূ করল তখন তার নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।'

١٩٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِى الْاٰيَةَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ اُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ

১৯৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেন নি? তারা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেননি? (সূরা আন্‌আমঃ ১৩০) بَخسًا ক্ষতি। وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا (৩৭ ঃ ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে) মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশ কাফিররা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জিন্নের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ বলেনঃ জিন্নগণ অবশ্যই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে।

٣٠٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ اِنِّىْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ

فِيْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَانَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩০৬৬ কুতাইবা (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-কে বলেছেন, 'আমি তোমাকে দেখছি তুমি ছাগপাল ও মরুভূমি পছন্দ করছ। অতএব, তুমি যখন তোমার ছাগপালসহ মরুভূমিতে অবস্থান করবে, সালাতের সময় হলে আযান দিবে, তখন তুমি উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুআয্যিনের কণ্ঠস্বর জ্বিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

١٩٩٥. بَابُ وَقَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ : وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اِلَى قَوْلِهِ اُوْلٰئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً ، صَرَفْنَا وَجَّهْنَا

১৯৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ "স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম..... তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে পর্যন্ত।....... (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২)। مَصْرِفًا অর্থ ফিরিবার স্থান। صَرَفْنَا ফিরিয়ে দিলাম

١٩٩٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ اَجْنَاس ، اَلْجَانُّ وَالْاَفَاعِي وَالْاَسَاوِدُ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا فِيْ مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٍ بُسُطٍ اَجْنِحَتَهُنَّ يَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِاَجْنِحَتِهِنَّ

১৯৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আল্লাহ তথায় (যমীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ثُعْبَانٌ হলো পুরুষ সাপ। বলা হয় সাপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, শ্বেত সাপ, মাদীসাপ আর কাল সাপ, اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا অর্থ আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে সকল জীবকে রেখেছেন, صَافَّاتٍ তাদের ডানাগুলো সম্প্রসারিত অবস্থায়। يَقْبِضْنَ তারা তাদের ডানাগুলো সংকুচিত করে।

٣٠٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاُقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً لاَقْتُلَهَا ، فَنَادَانِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا ، فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ اِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ ، وَهِىَ الْعَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، فَرَاٰنِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ اَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِىُّ وَالزُّبَيْدِىُّ ، وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاٰنِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ

৩০৬৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)......... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে মিম্বারের উপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা এ দু' প্রকারেরর সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।' আবদুল্লাহ (রা) বললেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। আবদুর রায্‌যাক (র) মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা অথবা যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আর অনুসরণ করেছেন মা'মার (র)-কে ইউনুস ইব্‌ন উয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী (র) এবং সালিহ, ইব্‌ন আবূ হাফসা ও ইব্‌ন মুজাম্মি' (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবূ লুবাবা ও যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা)।'

١٩٩٧. بَابُ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

১৯৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়

٣٠٦٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ

الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৩০৬৮ ইসমাঈল (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় অতি নিকটে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় (তৃণভূমিতে) চলে যাবে; সে ফিত্না থেকে স্বীয় দীন রক্ষার্থে পলায়ন করবে।

٣٠٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ ، وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِيْنَةُ فِى اَهْلِ الْغَنَمِ

৩০৬৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং গ্রাম্য কৃষকদের মাঝে, আর শান্তি ছাগপালের মালিকদের মাঝে।'

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : الْاِيْمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، اَلاَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

৩০৭০ মুসাদ্দাদ (র)..... উক্বা ইব্ন আম্র আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ঈমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য ঐ সব কৃষকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে থেকে চিৎকার করেঃ যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হবে অর্থাৎ রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে।

٣٠٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا ، وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَاَى شَيْطَانًا

৩০৭১ কুতাইবা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখেছে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'

৩০৭২ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا * قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ اُذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ

৩০৭২ ইসহাক (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকিয়ে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, হাদীসটি আমর ইব্ন দীনার (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে আতা (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اُذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ বলেন নি।

৩০৭৩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَا يُدْرَىْ مَا فُعِلَتْ وَاِنِّىْ لَا اُرَاهَا اِلَّا الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ

الْاِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَاِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِىْ مِرَارًا فَقُلْتُ اَفَاَقْرَاُ التَّوْرَاةَ

৩০৭৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কি হলো আর আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবূ হুরায়রা (রা) বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি কি এটা নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?

٣٠٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهِ

৩০৭৪ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)....... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ গিরগিট বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনেনি। আর সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ একে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ

৩০৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)........ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে শারীক (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ তাকে গিরগিট বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ

৩০৭৬ 'উবায়দা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেল। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।'

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ اِنَّهُ يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ

৩০৭৭ মুসাদ্দাদ (র)........ 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লেজকাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٧٨ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى ، قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوْا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوْا فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَكُنْتُ اَقْتُلُهَا لِذٰلِكَ فَلَقِيْتُ اَبَا لُبَابَةَ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقْتُلُوْا الْجِنَّانَ ، اِلاَّ كُلَّ اَبْتَرَ ذِيْ طُفْيَتَيْنِ ، فَاِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوْهُ

৩০৭৮ আমর ইব্‌ন আলী (র).......... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিনি সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখল (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেলতাম। এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী ﷺ বলেছেন, পিঠের উপর দু'টি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

٣٠٧٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَاَمْسَكَ عَنْهَا

৩০৭৯ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাপ মেরে ফেলতেন। এরপর আবূ লুবাবা (রা) তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।

١٩٩٨. بَابٌ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ

১৯৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

৩০৮০ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী বেশী অনিষ্টকারী। এদেরকে হারাম শরীফেও হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।

٣٠٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ، اَلْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ

৩০৮১ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলে তার কোন গুনাহ নেই। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ ، وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ ، وَاَجِيْفُوْا الْاَبْوَابَ وَاكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ، فَاِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَاَطْفِؤُا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ، فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيْبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ

৩০৮২ মুসাদ্দাদ (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পান-পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রেখো আর সাঁঝের বেলায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এসময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।' ইব্‌ন জুরাইজ এবং হাবীব (র) আতা (র) থেকে "কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে" এর পরিবর্তে "শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে" বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا * وَعَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً * وَتَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

৩০৮৩ 'আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় একটি সাপ বেরিয়ে আসল তার গর্ত থেকে।

আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছ। ইসরাঈল (র) আমাশ, ইব্‌রাহীম, আলকামা (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমরা সূরাটি তাঁর মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে শিখে নিচ্ছিলাম। আবূ আওয়ানা মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাফস, আবূ মুআবিয়া ও সুলাইমান ইব্‌ন কারম, আ'মাশ, ইব্‌রাহীম, আসওয়াদ (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ * قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩০৮৪ নাসর ইব্‌ন আলী (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না- তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত। আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً

৩০৮৫ ইসমাঈল (র)........ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিঁপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এগুলো গাছের নীচ হতে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, 'তুমি একটি মাত্র পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না?'

١٩٩٩ . بَابٌ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاُخْرَى شِفَاءً

১৯৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْاُخْرَى شِفَاءً

৩০৮৬ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)........ উবাইদ ইব্‌ন হুনায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগ জীবানু আর অপর ডানায় থাকে এর প্রতিষেধক।'

٣٠٨٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُفِرَ لِاِمْرَاَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ

৩০৮৭ আল-হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মোজা খুলে তার উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) কূপ হতে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।'

٣٠٨٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ

الزُّهْرِيِّ كَمَا اَنَّكَ هَاهُنَا اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ

৩০৮৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....... আবু তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করেন না।'

٣٠٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

৩০৮৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।'

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

৩০৯০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমলনামা হতে এক ক্বীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে কৃষিখামার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত শিকারী কুকুর এর ব্যতিক্রম।'

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৭৬০(উ)—৭,২৫০